রাঠোর-শিবাজী
শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়

—প্রকাশক—
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত,
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল।

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির
১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রণাম জননী! কি বিমল দ্যুতি! আহা-হা!
এক চন্দ্র জগতের হরে অন্ধকার;
শত চন্দ্র চরণে লুটাতে চায়;—চাঁদে গাঁথা **চাঁদের মালায়**!

—:*:—

সাহিত্য-সব্যসাচীর অব্যর্থ শরসন্ধানের সুফল
কুবের-ভাণ্ডার লুণ্ঠনলব্ধ সম্পত্তি—চাঁদমালা!
শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল গ্রথিত

—আমাদের—
রেলওয়ে সিরিজে বহু চিত্রশোভিত
হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

আনন্দময়ী-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস
কলিকাতা—২৫ নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীচুনিলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত।

প্রীতি-উপহার
কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির,
১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও প্রথিতযশা পণ্ডিত স্বর্গীয় মাতামহ দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ, বিদ্যাবিনোদ, এম-আর-এ-এস্, মহোদয় পদাম্বুজেষু,

দাদাবাবু—

শুন্‌তে পাই, স্বর্গ ও নরক এই বায়ুমণ্ডলেই। আকাঙ্খার নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিঅনুযায়ী আত্মা উর্দ্ধে উঠে—নামে। আপনার সব আকাঙ্খাই পূর্ণ হয়েছে। প্রার্থিত যশ, দূর্ল্লভ-কীর্ত্তি, সাধনার প্রতিভা, অতুল্য প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি, সংসারে যা কিছু প্রার্থনার ;— সবই আপনি পেয়েছিলেন। তাই আমার বিশ্বাস, আপনার মুক্তআত্মা আজও ঐ শূন্য থেকে আমাদের প্রতি আশীষধারা বর্ষণ ক'রছে। তারই নিদর্শন বুঝি বা এই।

বিভুদাদা,আনন্দদাদা, ভুলো, খেঁদা ও আমি, আমরা এই কয়টী ভাই মিলে আপনার উপর অত্যাচার আব্দার করেছি অনেক। আপনি চলে গেছেন, একলা থাকতে বুঝি বড কষ্ট হ'ল, তাই আমার মাকে, আমার মেজমাসীমাকে, আমার ভাইগুলিকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন; রেখে গেলেন, আমাকে আর আনন্দদাদাকে—মাতৃহীন দুইটী ভাইকে। কি উদ্দেশ্যে যে রেখে গেলেন তা জানিনা ;—না জান্‌লেও আজ আমরা উভয়ে সংমিলিত-করে যে মালাটী আপনার পবিত্র-আত্মার উদ্দেশ্যে সযত্নে সভক্তিতে গেঁথেছি, সেটী অযোগ্য হলেও স্নেহে তা গ্রহণ করে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমাদের যোগ্যতা আসে, যেন আমরা আপনার পূণ্য নাম—আপনার চির-উজ্জল কীর্ত্তি অক্ষত রাখতে সক্ষম হই ; যেন আমরা দু'টী ভাই, দু'টী সহোদরের-ই মত চির অবিচ্ছিন্ন থেকে আপনার পদাঙ্ক অনুসরণে আপনার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হতে পারি। ইতি—

আশীর্ব্বাদপ্রার্থী স্নেহের সেবক—

প্রমথ।

১৩২৮ সাল।
রাসপূর্ণিমা,
শালিখা।

সুখে থাকো, করি আশীর্ব্বাদ !

অনন্তকাল দুঃখ-দৈন্যের সহিত সংগ্রামের পর সুখের মুখ দর্শনের সুখই প্রকৃত সুখ ! এখন ধনীর সে অহঙ্কার—গগনস্পর্শী স্পর্দ্ধা আর নাই ! 'কালের' মত কঠোর শাসক দুনিয়ায় কে ? 'দুর্দ্দশার' মত শিক্ষকও বুঝি জগতে দুর্ল্লভ ! সেদিনে ধনগর্ব্বে যাহারা গরীবের সহিত কুটুম্বিতায় লজ্জাবোধ করিত—নির্ধন আত্মীয়কে আত্মীয় পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হইত—কালের কঠোর শাসনে তাহাদের ধনগর্ব্বিত শির আজ দীন দুঃখীর সহিত রাজপথের ধূলায় লুন্ঠিত ! সেই অশ্রদ্ধা-অবজ্ঞা-উপেক্ষার পাত্রের সঙ্গলাভের জন্য—একবিন্দু করুণা-কণা ভিক্ষার জন্য মদ-গর্ব্বিত ধনীর প্রাণে কি মর্ম্মস্পর্শী নিদারুণ হাহাকার !!

একনিঃশ্বাসে পড়িয়া শেষ করিবার মত লেখা

পয়সা খরচ করিয়া লইতে হইলে

এমন 'চাবুকের' আর জোড়া পাইবেন কোথায় ?

ধন্য গ্রন্থকার ! সার্থক ঐকান্তিক সাধনা !

সৎসাহিত্যসেবায় আত্মনিবেদিতপ্রাণ—উপন্যাস-ধুরন্ধর

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ বিরচিত

সুখে থাকো

পড়িবার মত—পড়িতে দিবার মত বহুচিত্রশোভিত উপন্যাস।

... রাজকুমারীর উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে শিবাজী বলিতেছেন
"দেখছি—শত্রুসৈন্য সংখ্যায়, রাজসৈন্যের চতুঃর্গুণ।"

রাজকুমারী—শ্রীমতী আস্‌মানতারা। নীলিমা—শ্রীমতী রেণুবালা (স্থখ)
শিবাজী—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মিনার্ভা থিয়েটার)

রাঠৌর-শিবাজী

— নাট্যোপন্যাস —

প্রথম পরিচ্ছেদ

"কোথায় ?"

"ঐ দূরে।"

"কৈ, দেখি।"

প্রশ্নকারী যুবক,দর্শনরত ব্যক্তির হস্ত হইতে দূরবীক্ষণ গ্রহণ পূর্ব্বক কি দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সাশ্চর্য্যে যুবক বলিয়া উঠিলেন, "এ কি !"

"কি দেখ্‌ছো ?"

"এ যে বিকানীরের রাজা !"

"সে কি ! বিকানীরের রাজা ? অসম্ভব।"

"আমার চক্ষুকে তো অবিশ্বাস করতে পারিনা, দাদা !"

"কেমন ক'রে জান্‌লে যে, ঐ বিকানীরের রাজা ?"

"ও-দেবমূর্ত্তি পূর্ব্বে দেখেছি।"

"তারপর, আরও কিছু নূতন দেখ্‌ছো ?"

"হাঁ। পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ থেকে বহু অশ্বারোহী সৈন্য নির্গত হ'য়ে, রাজাকে ঘিরে ফেলেছে। পরিধানে তাদের রক্তবস্ত্র, ললাটে রক্তটীকা, গলে রুদ্রাক্ষের মালা আর হস্তে তাদের সুদীর্ঘ কৃপাণ।"

"কি অনুমান হয় ?"

"অনুমান, এরা দস্যু-সৈন্য। দাদা—গেল, গেল!"

"কি?"

"দস্যুসৈন্য রাজাকে ভীষণ বেগে আক্রমণ করছে। সংখ্যায় তারা রাজসৈন্য অপেক্ষা দ্বিগুণ। দাদা, রাজপুতের গরিমার গান, সজীবতার প্রাণ, উৎসাহের তান বুঝি নীরব নিস্পন্দ হয়ে যায়—বিকানীর-আকাশের দীপ্ত উজ্জ্বল সূর্য্য বুঝিবা অন্ধকার সাগরগর্ভে ডুবে যায়।"

"তাইতো, বড় চিন্তার কথা।" ভ্রূ-কুঞ্চন করিয়া যুবক বলিলেন, "চিন্তা! কিসের চিন্তা, দাদা?—রাজপুতের অভিধানে চিন্তা বা শঙ্কার স্থান নাই। সম্মুখে কর্ত্তব্যের আহ্বান! ছুটে চল দাদা! আলোকময় জীবন-প্রভাতের পথে অগ্রসর হও, মস্তকে যশের কনক-কিরীট শোভিত হোক্,—কেটে যাক্, কেটে যাক্ এ ঘন ঘোর কৃষ্ণমেঘ, ফুটে উঠুক বিশ্ব-আলোকে গৌরব-গরিমা, নেচে উঠুক হরষে পিতামহের আত্মা! পিতামহ জয়চাঁদের কলঙ্ক-মসী শোণিত-তরঙ্গে ধৌত ক'রে সোজা হ'য়ে, মানুষ হয়ে দাঁড়াব বিশ্বাকাশতলে। আর নাহয় লুপ্ত হোক্ আমাদের নাম—আমাদের স্মৃতি, ধরণী হ'তে।"

পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্বর্গগত জয়চাঁদের কনিষ্ঠ পৌত্র—রাজ্যহারা, সর্ব্বস্বহারা শিবাজী ডাকিলেন, সৈন্যগণ?"

তাঁহার দুইশতমাত্র সৈন্য একটা বৃক্ষাদিপরিপূর্ণ প্রস্তরস্তূপের তলে শায়িত ছিল—প্রভুর আদেশে তাহারা উঠিল। দীপ্ত দৃঢ় সতেজ কণ্ঠে শিবাজী বলিলেন, "সৈন্যগণ। আজ তোমাদের উজ্জ্বল জীবন, আজ তোমাদের উচ্চ মরণ। কলঙ্কের তাড়নায় তস্করের ন্যায় অরণ্যে আশ্রয়, নিশাচরের ন্যায় অন্ধকারে ভ্রমণ, সদা কলঙ্কের হিমালয় বহন—আজ তার অবসান। প্রস্তুত হও! মরণে জীবন বহন করতে প্রস্তুত হও সৈন্যগণ! আজ বিকানীরের—শুধু বিকানীরের কেন—সমগ্র রাজস্থানের একমাত্র গৌরব-প্রদীপ—দস্যুর ফুৎকারে নির্ব্বাপিতপ্রায়

যদি সেই প্রদীপ, হৃদয়ের গাঢ়-শোণিত ঢেলে প্রজ্জ্বলিত রাখ্‌তে পার, তাহ'লে এই পর্ব্বতশৃঙ্গ তোমাদের বীরত্বে কেঁপে উঠ্‌বে—নত হয়ে তোমাদের অভিবাদন করবে। নিঃশব্দে তৃণদলোপরি ছোটাও অশ্ব। যদি জীবনে মরণ না চাও, যদি মরণে জীবনলাভের ইচ্ছা থাকে,—তবে ছোটাও অশ্ব। এই প্রস্তরস্তূপের মত দস্যুর শিরে পতিত হ'য়ে শতচূর্ণ ক'রে দাও—গুড়িয়ে দাও রাজশত্রুর মস্তক!"

শিবাজীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিস্ময়পূর্ণবদনে এবং প্রতিকূলকণ্ঠে বলিলেন, "সে কি! তুই কি সত্যই দস্যু-সৈন্য আক্রমণ করবি নাকি?"

"নিশ্চয়ই। এ ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম, রাজপুতের ধর্ম্ম; এতে বিস্ময়ের কি আছে দাদা? কে, কোথায়, কবে, কোন্ সশস্ত্র রাজপুত, বিপদাপন্নের সাহায্যার্থে কোষমুক্ত অসি হস্তে অগ্রসর না হ'য়ে পশুর ন্যায় লাঙ্গুলসঙ্কোচনে স্বীয় প্রাণরক্ষার্থে বিবরে দেহ গোপন করেছে দাদা?"

"কিন্তু তোর সৈন্য নাই—"

বাধাদানে শিবাজী বলিলেন, "না থাক্, তবুও যাব। একা যদি যেতে হয়, তবুও যাব। আজ রাজবারার মণিময় শৌর্য্য-স্তম্ভ রক্ষার্থে যদি মরি, তথাপিও আমাদের জীবন। জয়চাঁদের পৌত্রের নামোচ্চারণে তখন আর কেউ ঘৃণায় ভ্রুকুঞ্চিত করবেনা, বরং রাজস্থানের পর্ব্বতশৃঙ্গে-শৃঙ্গে আমাদের কীর্ত্তি-গান সমুত্থিত হ'য়ে, আমাদের কলঙ্ক ও ঘৃণার দু'টী কুমেরু সুমেরু চৌচির ক'রে দেবে। আর যদি রক্ষা করতে পারি, রাজস্থান আদরে গৌরব-মালা কণ্ঠে পরিয়ে দেবে—আনন্দে সব ভুলে বাহুপ্রসারণ ক'রে বক্ষে টেনে নেবে—উল্লাসে পুষ্প বরিষণ করবে। তাই বলি, সজীব-দেহ মৃত্যুর তলে লুকিয়ে না রেখে, কর্ম্মের চলন্ত স্রোতে—কীর্ত্তির পথে ছুটিয়ে দাও। আর বিলম্বের অবসর নাই। সৈন্যগণ! ছোটাও—ছোটাও! বিজলী-গতিতে ছোটাও তোমাদের পঞ্চকল্যাণ অশ্ব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"সেতু নাই!"

বিশাল বাহিনী নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে স্তম্ভিত হিমাচলের ন্যায় দাঁড়াইল। নীরব-বিস্ময় সকলের নয়নে বদনে প্রকটিত হইল।

সেতু নাই—সেতু নাই! মৃদু কণ্ঠোচ্চারিত শঙ্কা-জড়িতধ্বনি, বাহিনীর শেষপ্রান্তে পৌছিল। একটা অতিমাত্র বিষাদভাব-স্রোত বিরাট বাহিনীর বক্ষের উপর ছুটিয়া চলিয়া গেল।

"সেতু নাই, সেতু নাই! একি বাধা, একি দুর্ল্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন এনে দিলে দয়াময়! কেমন ক'রে এমনধারা হলো, রণেন্দ্র?"

বিকানীর-রাজের প্রধান সেনাপতির উত্তরে, সহকারীসেনাপতি রণেন্দ্র বলিলেন, "বোধ হয় প্রবাহিনী প্রবল তরঙ্গে কাষ্ঠসেতু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।"

"সম্ভব। নিয়ে গেছে—প্রবাহিণী নিয়ে গেছে! কি নিয়ে গেছে জান? তুমি দেখ্‌ছ সেতু, আমি দেখ্‌ছি প্রবাহিণী সেতু নিয়ে যায়নি, নিয়ে গেছে আমাদের রাজাকে—রাজস্থানের গৌরব-কনক-স্তম্ভকে আমাদের আশা ভরসা, আমাদের সব,—সব নিয়ে গেছে। আমাদের বাহুর শক্তি—বুকের শোণিতটুকুও নিয়ে গেছে!"

"সেতু নাই বলে এত ব্যাকুল কেন? রাজা তো একক বা নিরস্ত্র নন্, তবে এ ব্যাকুলতা কেন সেনাপতি?"

"কেন? কেন এ ব্যাকুলতা? রণেন্দ্র—না, তুমি বুঝবে না! নব-নিযুক্ত তুমি,—রাজাকে এখনও চেননি, এখনও সম্যক্ বোঝনি।

যখন দুর্দ্ধর্ষ দস্যুর আক্রমণে আমাদের সৈন্যেরা শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌লো, যখন দস্যু-সর্দ্দারের ভীম-করবাল-আঘাতে আমাদের সতেজ

দেহের সুদৃঢ় মুষ্টিও শিথিল হ'য়ে পড়লো, তখন বৃদ্ধ রাজা তিনসহস্র মাত্র সৈন্যসহায়ে শত্রুবক্ষে ক্ষিপ্ত একটা সাগর-তরঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমার তখন মনে হ'ল, যেন প্রমত্ত প্রমথনাথ সংহারমূর্ত্তিতে আবির্ভূত, যেন তারকারি দানবদলনে রণক্ষেত্রে শত্রুসংহারে উন্মত্ত! দেখলুম, যেন রাজার নয়নে প্রজ্বলিত লেলিহান পাবক-শিখার স্ফুলিঙ্গ—বদনে একটা অতুল উজ্জ্বল গরিমালোক—দেহে এক অনাবিল অভাবনীয় জ্যোতির ছটা—আর হস্তে যেন শত-বিজলীর সমাবেশ।

সে অপূর্ব্ব বিরাট বীরমূর্ত্তি দর্শনে আমি স্তম্ভিত হলুম। রাজার সর্ব্বাঙ্গ শোণিত-স্নাত, কিন্তু তা'তে ভ্রুক্ষেপ নাই,—দৃক্‌পাত নাই—নয়নে বদনে কাতরতার লেশমাত্র নাই! সে তেজোদীপ্ত বীরত্বব্যঞ্জক-বপু দর্শনে আমি বিস্মিত হলুম। উন্মত্ত শত হস্তীর শক্তি ধারপূর্ণর্ব্বক যুবকের উৎসাহে রাজা দস্যু-সৈন্য মথিত, দলিত, বিমর্দ্দিত করলেন। সে অলৌকিক অমর-বাঞ্ছিত শৌর্য্য বীর্য্য দর্শনে লজ্জায় আমার মাথাটা নত হয়ে পড়লো। অস্ত্রশিক্ষায় ঘৃণা হলো, নিজেকে শিশু জ্ঞান করলুম। রাজা যখন—প্রাণরক্ষার্থে পলায়মান দস্যুসৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন ক'রলেন, তখন আমি কি দেখলুম, জান ?"—

"না। কি দেখলেন ?"

"আর কিছু না। শুধু দেখলুম, বায়ুতরঙ্গে একটা ধুলিপ্রবাহ ছুটে চ'লে গেল। যেন সু-উচ্চ শৈলশিখর হতে একটা প্রবল-ঝটিকা প্রবাহিত হয়ে গেল। শত তীর প্রবলবেগে এককালীন বায়ুবক্ষ বিদীর্ণ ক'রে চলে গেল। বৃদ্ধরাজার যুবকের শক্তি, বিদ্যুতের গতি দর্শনে আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত শুধু সেইদিকে চেয়ে রইলুম, আর শুধু ভাবলুম, রাজা দৈবানুগৃহীত—দৈবশক্তিসম্পন্ন। ভাবলুম—হাঁ, এ বীরত্ব শেখবার, পূজা করবার, চাইবার। তারপর প্রকৃতিস্থ হ'য়ে রাজার সাহায্যার্থে আমার সৈন্যদেরও আদেশ দিলুম। কিন্তু আমার অকর্ম্মণ্য সৈন্যেরা

প্রলয়কল্লোল-ধ্বনির মত সে ধ্বনি উভয়ের কর্ণে ধ্বনিত হইয়া সমস্ত দেহ প্রকম্পিত করিয়া দিল। চরণ আর উঠিল না, চক্ষের আলোক ডুবিয়া গেল। শত দাবাগ্নির অনল·উভয়ের হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল।

উর্দ্ধে নিরাশদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক সেনাপতি বলিয়া উঠিলেন, "এ কি করলে জগদীশ্বর! সাধনার পথ কেন ভেঙ্গে দিলে দয়াময়! কি পাপ করেছে বিকানীর, যার জন্য বজ্রপ্রহরণে তার সব আশা চূর্ণ করে দিলে? একদিকে রাজার জীবন, আমার প্রভুর প্রাণ, আমার মনুষ্যত্বের—বিবেকের আকর্ষণ; অন্যদিকে জন্মভূমি বিকানীর শত্রু-পদ দলিতা—আমার কর্ত্তব্যের আহ্বান! এ কি গভীর আবর্ত্তে নিক্ষেপ করলে বিধাতা! কি করি, আমায় বলে দাও দয়াময়!"

"রুদ্ধ কম্পিত জড়িতকণ্ঠে রণেন্দ্র বলিলেন,—

"সেনাপতি! কর্ত্তব্যই ধর্ম্ম, দেবনির্দ্দিষ্ট পথ। রাজা গেলে রাজা পাবে; কিন্তু রাজপুত-ললনার মর্য্যাদা গেলে কোটীবর্ষ ত্রিভুবনবিদারী উচ্চ আর্ত্তনাদ করলেও আর তা ফিরে পাবে না—আর তা ফিরে আসবে না। বিকানীর-সিংহাসন গেলে—মানবের ঘৃণা ও জন্মভূমির অভিসম্পাতে আমাদের আত্মা শতজন্ম যাতনায়'ছট্‌ফট্‌ করে কেঁদে বেড়াবে।"

"তুমি ঠিক বলেছ, সহকারি! তবে তাই হোক। আমি কর্ত্তব্য বেছে নিলুম। জননী জন্মভূমিকেই শীর্ষে তুলে নিলুম। ভগবান্‌, যদি তুমি জড়পিণ্ড না হও, যদি তোমার অস্তিত্ব থাকে, তাহ'লে আমার রাজাকে রক্ষা কোরো—অটুট বিশ্বাসে আমার রাজার রক্ষার ভার তোমারই হস্তে দিয়ে গেলুম। যদি আমার এ অটুট বিশ্বাস ভঙ্গ হয়, তবে যেখানে তোমার যত মূর্ত্তি আছে, সব চূর্ণ করবো, তোমার জড়মুর্ত্তি লোপ ক'রবো। সৈন্যগণ, বিকানীর-পথে ফেরাও বাহিনী—চালাও অশ্ব, বিজলী গতিতে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"ধন্য ধন্য, শত ধন্য তুমি রাজা। শত ধন্য তোমার অস্ত্রশিক্ষা, সাবাস্ তোমার সাহস, চমৎকার তোমার বীরত্ব! তোমার অতুল শৌর্য্যে বীর্য্যে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। এই বৃদ্ধ বয়সেও তোমার বাহুতে এত শক্তি, রাজা?"

ঘর্ম্মসিক্তললাটে বামহস্ত অর্পণপূর্ব্বক বৃদ্ধ বিকানীর-পতি, দস্যুসর্দ্দার লাক্ষফ্লানের প্রতি প্রশান্ত পবিত্র বীরত্ববহ্নি-প্রজ্বলিত দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন, "শক্তি! কোথায় শক্তি দস্যু? শক্তি নেই, শক্তি হারিয়েছি। শক্তি থাকলে কি তোমার ন্যায় দস্যুর স্পর্দ্ধা—রাজস্থানের আকাশ চৌচির করে দিতে পারতো? শক্তি থাকলে কি তোমার অনুচরদের অসি এখনও উর্দ্ধে উত্তোলিত থাকতো? না, শক্তি থাকলে তোমার ঐ সু-উচ্চ পর্ব্বতোপরি স্থাপিত ফুলগড়-দুর্গ এখনও সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌তো? না, শক্তি নাই। বড় বৃদ্ধ, বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি, নতুবা তোমার স্পর্দ্ধা গর্ব্ব রুধিরস্রোতে ভেসে যেতো, তোমার ঐ দুর্গ আমার পদতলে লুণ্ঠিত হতো। কিন্তু যৌবনের সে তেজ—সে শক্তি আর নেই। সে সমুদ্রের প্রতাপ—বিদ্যুতের ক্ষিপ্রতা—সূর্য্যের প্রাখর্য্য যৌবনের সঙ্গে একযোগে চলে গেছে সর্দ্দার!"

"দুর্ভাগ্য আমার—সে শৌর্য্য দর্শনে বঞ্চিত হয়েছি; কিন্তু এখনো যে তেজবহ্নির প্রবাহ দেখ্‌ছি—তা আর কখনও দেখি নাই, কল্পনাতেও আনি নাই। আজ সেই কল্পনাতীত দৃশ্য দেখে, হৃদয় এক স্বপ্নাবেশে বিভোর হয়ে উঠ্‌লো। বড় গর্ব্ব ছিল আমার যে, আমি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন, অপরাজেয়। কিন্তু তুমি আজ আমার সে গর্ব্ব দূর করেছ। যার ভুজবল কারও অস্ত্রপ্রহারে কখনও প্রতিহত হয় নাই, আজ তুমি

সেই ভুজবলকে প্রতিহত করেছ—যার শক্তি উল্কাপিণ্ডের মত পড়ে এক একটা সোনার রাজত্বকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে এসেছে, তুমি সে শক্তির —সে উল্কাপিণ্ডের দাহিকা-শক্তি লোপ করেছ। রাজস্থানের প্রতিদ্বন্দ্বিহীন অপরাজেয় দস্যু-সর্দ্দার আজ তোমার নিকট জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম পরাজিত হলো—সর্ব্বপ্রথম আজ তার জীবনের ইতিহাসে তার পলায়নের বিষয় কলঙ্কের অক্ষরে খোদিত হলো! তোমার অস্ত্র শিক্ষা আমার প্রাণকে ঈর্ষ্যায় উদ্বেলিত করে তুলেছে—তোমার বীরত্ব-বহ্নি আমার শৌর্য্যব্যঞ্জক মুখকে ম্লান করে দিয়েছে—তোমার রণকুশলতা আমার জীবনে একটা ঘৃণা এনে দিয়েছে, আমার শিক্ষায় অবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছে।

সার্থক! সার্থক তোমার জীবন, সার্থক তোমার রণশিক্ষা, সার্থক তোমার অস্ত্রধারণ। রাজস্থান এখন পাঠানের অস্ত্রাঘাতে অচেতন—নিদ্রিত। কেবল একমাত্র তুমিই বীরত্বের দ্বারে প্রহরীর মত জেগে আছ। রাজপুতের কনকপ্রদীপের হিরণালোক তুমিই উজ্জ্বলিত করে রেখেছ। তুমিই এখন একমাত্র রাজস্থানের গরিমা-হার বীরত্বস্তম্ভ। এ স্তম্ভ ভঙ্গ করতে চাইনা রাজা! দস্যু হলেও আমি রাজপুতজাতির গৌরব চাই—বীরত্বের পূজা চাই—জন্মভূমির মঙ্গল চাই।

সেই মাতৃভূমির শক্তি তুমি, মেরুদণ্ড তুমি; তোমায় সংহার করতে চাইনা রাজা! অস্ত্র সংবরণ কর—বন্দিত্ব স্বীকার কর।"

"সশস্ত্র রাজপুত কখনও বন্দিত্ব স্বীকার করে না দস্যু!"

"রাজা! তোমার এই শ্রান্ত ক্লান্ত কয়েকশত সৈন্যমাত্র সহায়। আর আমার বহু অস্ত্রশোভিত নবোদ্যমশালী এই আড়াইহাজার সৈন্য উন্মুক্ত কৃপাণ করে তোমায় জালবদ্ধ কেশরীর মত ঘিরে ফেলেছে। যখন ঐ সহস্র সহস্র উত্তোলিত কৃপাণ নিয়ে নাব্‌বে, তখন তোমার **একটি** সৈন্যকেও আর দাঁড়িয়ে থাকৃতে দেখবে না,—দেখবে, দলিত

তৃণের ন্যায় বিমর্দ্দিত হয়ে এই ধূলি-ধুসরিত-কঙ্করময় মৃত্তিকায় শুয়ে পড়েছে। তাই বলি, বৃথা প্রাণ হারাবে রাজা!"

"তুমি দস্যু, তোমার জীবনে স্পৃহা থাকতে পারে, ভোগলিপ্সা জাগতে পারে,—কিন্তু আমার জীবনে স্পৃহা বা ভোগলিপ্সা নাই,—রণমৃত্যু ব্যতীত অন্য আকাঙ্ক্ষাও নাই,—বিধাতার চরণে অন্য কিছু চাইবারও নাই।"

"রাজা! প্রবীণ তুমি। বয়সের মত ভেবে— চিন্তা করে কথা বলো। আর এ ঠিক তোমায় বন্দী করা নয়, ৫০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণে তোমায় কিছুদিনের জন্য আবদ্ধ করে রাখবো মাত্র। অর্থের জন্য তুমি বিকানীরে পত্র লিখে দেবে, আমার অনুচরেরা সে পত্র বিকানীরে নিয়ে যাবে। বিকানীর প্রার্থিত অর্থ পাঠালেই তুমি মুক্ত হবে।

"আর অর্থের পরিবর্ত্তে যদি সৈন্য আসে?"

"সমগ্র রাজস্থানের শক্তিও আমার এ দুরারোহ ফুলগড়দুর্গের কিছুই করতে পারবে না। এমন কেউ নেই, এমন কোনও শক্তি নেই, যে আমার এই দুর্গ আক্রমণ ক'রে তোমায় উদ্ধার করবে। তাই বলি, বৃথা নরহত্যার—আত্মহত্যার প্রয়োজন নাই। বন্দিত্ব স্বীকার করে ৫০ লক্ষ টাকা মুক্তি-পণের পত্র লিখে দাও।"

"দস্যু! তোমার দুর্গও যেমন অপরাজেয়, আমার গর্ব্বও সেই রূপ অপরাজেয়! প্রাণ হারাবো—তথাপি গর্ব্ব হারাবোনা। ভেবেছ কি দস্যুপতি, ৫০ লক্ষ টাকা মূল্য দিয়ে ক্রয় করবো এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ? কখনও না—কখনও না! দস্যুর হস্তে পরাজিত জীবনও মরণ তুল্য!—সে কলঙ্কময় মরণ বেছে নিতে পারবোনা –না, কখনই না! সৈন্যগণ! একবার নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত জ্বলে ওঠো। এই শেষ একবার ক্ষিপ্ত সাগরতরঙ্গের মত মেতে ওঠো। ঐ মরণ-সাগরোপরি মহামূল্য অমর সিংহাসন ভেসে যাচ্ছে—ঝাঁপিয়ে পড়।

ঐ মৃত্যু-সাগরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে অমর-সিংহাসন তুলে নাও। আজ তোমাদের মরণ নয়—অমরত্ব লাভ। হৃদয়ের গাঢ় উল্লাসের জয়ধ্বনিতে দিগন্ত প্রকম্পিত ক'রে শত্রুর শিরে শত-ফণা-বিস্তারী ভুজঙ্গের মত আপতিত হও! প্রকৃত বীরের মত নির্ভীক—সহাস্যবদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর—নশ্বর দেহের বিনিময়ে জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থপন কর!"

রাজার উৎসাহপূর্ণ তেজোগর্ব্বাক্য, সৈন্যগণের নির্ব্বাপিত-প্রায় উদ্যম উদ্দীপিত করিয়া তুলিল। তখন জলস্থল ব্যোম বিদীর্ণ করিয়া শত শতকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "জয় বিকানীরঅধিপতি রাজা চন্দ্রনারায়ণ সোলাঙ্কির জয়!" সে গুরু-গম্ভীর জয়ধ্বনিতে পর্ব্বত কন্দর কাঁপাইয়া তুলিল, অমঙ্গল আশঙ্কায় সেই অসমসাহসিক দস্যুর হৃদয়ও বিকম্পিত হইল। মন্ত্রমুগ্ধবৎ উভয়দলই ক্ষণকাল পর্ব্বতের ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইল। আবার—আবার সেই জয়ধ্বনি, জয় রাজা চন্দ্রনারায়ণের জয়! এ ত' স্বপ্ন নয়—ভ্রম নয়—এ যে প্রতিধ্বনি! দস্যু আর চিন্তার অবসর পাইলনা। শত শত সুশাণিত অসি—সুতীক্ষ্ণ তীর সতেজে তাহার সৈন্যের উপর বারি-ধারার ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। দেবতার সাহায্য ভাবিয়া উল্লাসে বিকানীর-সৈন্য দস্যুসৈন্যের উপর ভীম-প্রভঞ্জনবেগে পতিত হইল।

এবার লাক্ষফুলান প্রমাদ গণিল। পশ্চাতে অদৃশ্য শত্রুনিক্ষিপ্ত অবিরত তীর-ধারা, সম্মুখে কেশরিসম বিকানীর-সৈন্যের সু-শাণিত অস্ত্রপ্রহার। উভয়দিকে আক্রান্ত হইয়া সর্দ্দার ব্যতিব্যস্ত হইল। এদিকে দলে দলে তাহার সৈন্য ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। পলায়নেরও উপায় নাই—যে ক্ষুদ্র অরণ্যের মধ্য দিয়া পর্ব্বতারোহণের গুপ্তপথ, সেই অরণ্যেরই বৃক্ষোপরি শত্রু নিজ দেহ লুকাইয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপে পলে পলে তাহার সৈন্যসংখ্যা ক্ষয় করিতেছে।

দস্যু বুঝিল, এ অবস্থায় থাকিলে একটী প্রাণীরও রক্ষা নাই, সকলকেই একসঙ্গে এই মৃত্তিকাতে শয়ন করিতে হইবে। আজ মহাবল-পরাক্রান্ত মহা-ধুরন্ধর লাক্ষফুলানের মৃত্যু, আজ তার সব অবসান। তাই কি? পর্ব্বতবাসিনী পর্ব্বতেশ্বরি! তাই কি? প্রভূত প্রতাপ-শালী রাজস্থানজয়ী লাক্ষফুলানের এইভাবে মৃত্যুই কি অদৃষ্টলিখন, বিশ্বজননি? না, কখনই তা হ'তে দেবনা। তারপর স্বীয় সৈন্য-গণের প্রতি স্বীয় অগ্নিময় রক্তাভ নয়নদ্বয় ফিরাইয়া উচ্চ দৃঢ় জ্বালাময় কণ্ঠে বলিল, "প্রিয় সৈন্যগণ! বন্ধুগণ! বৃথা এভাবে মদমত্ত মাতঙ্গের পদতলে বিমর্দ্দিত তৃণগুল্মের মত বিনষ্ট না হ'য়ে ছোট! ঐ তীর-ধারার মধ্য দিয়ে তীরেরই মত ছোট! যদি একজনও বাঁচ, সেও ভাল; সেই একজনই এ হত্যার পৈশাচিক প্রতিশোধ নেবে। ছোট! ছোট! বিলম্বে আমাদের অস্তিত্ব বিলয় হবে।"

সর্দ্দারের বাক্যে দস্যুসৈন্য 'জয় মা ঈশানি!'—রবে প্রবল বাত্যার ন্যায় অশ্ব ছুটাইল। বৃক্ষশির হইতে শত শত তীর নিক্ষিপ্ত হইয়া শত শত দস্যুসৈন্য ভূশায়িত করিল। আর্ত্তের হৃদয়বিদারক চীৎকারে পর্ব্বত-তল কম্পিত হইয়া উঠিল; কিন্তু দস্যুসৈন্যের কোনও দিকে দৃক্‌পাত নাই। বাঁধভাঙ্গা প্রবাহের ন্যায় তাহারা ছুটিল—শবরাশি উলঙ্ঘন করিয়া ছুটিতে লাগিল। বৃক্ষকাণ্ডের আঘাতে, অশ্ব হইতে পতনে, পরস্পর সংঘাতে বহুসৈন্য আহত হইয়া ভূমে লুটাইয়া পড়িল, অবশিষ্ট সৈন্যগণ তাহাদের কোনও বাধা বিঘ্ন না মানিয়া উপর দিয়াই দৌড়িতে লাগিল। পর্ব্বতোপরি আরোহণপূর্ব্বক দস্যুপতি সৈন্যসংখ্যা গণনা করিয়া দেখিল, আড়াইহাজার সৈন্যের মধ্যে আড়াইশত সৈন্যও জীবিত অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই! ক্ষোভে রোষে ম্রিয়মাণ হইয়া পর্ব্বত গাত্রে অস্ত্রশস্ত্রাদি নিক্ষেপপূর্ব্বক ললাটের ঘর্ম্ম মোচন করিয়া সর্দ্দার একবার শুধু ঊর্দ্ধদিকে চাহিল।

অরণ্যমধ্য হইতে রাজা সবিস্ময়ে দেখিলেন, দুইটী তেজস্বী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক প্রভাতারুণবর্ণাভ অতি সুন্দর বীরবেশে শোভিত অস্ত্র-শস্ত্রে বিভূষিত তেজোগৌরবমণ্ডিত দুইটী যুবক অনুমান দুইশত অশ্বারোহী সৈন্যসহ তাঁহারই দিকে আসিতেছে। বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া রাজা একদৃষ্টে যুবকদ্বয়ের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সৈন্যগণ অতিমাত্র বিস্ময়ে নির্নিমেষ-নয়নে যুবকদ্বয়ের প্রতি চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

রাজ-সন্নিকটে আসিয়া উভয় যুবকই তরবারি কোষযুক্ত করতঃ রাজচরণ স্পর্শ করিয়া সসম্মানে রাজাকে অভিবাদন করিলেন। আনন্দ-বিস্ময়-সংমিশ্রিত জড়িতকণ্ঠে রাজা বলিলেন, "কে তোমরা, দেবরাজ ও দেব-সেনাপতির ন্যায় উদয় হ'য়ে আমাদের নিমজ্জমান ভাগ্যকে বাহুবলে রক্ষা করলে? কে তোমরা মহান্ উচ্চপ্রকৃতি উদারহৃদয় যুবকদ্বয়?"

কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিবাজী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সসম্ভ্রমে বিনয়পূর্ণস্বরে বলিলেন,—

"মহারাজ! আমরা কোন উচ্চ অভিভাষণের যোগ্য নই। ভাগ্য-চক্রের আবর্ত্তনে ভেসে যেতে যেতে এই পর্ব্বতের নিকট এসে পড়ি, সহসা মুহুর্ম্মুহুঃ শঙ্খনাদ শ্রবণে অনুবীক্ষণের সাহায্যে আপনাদের দেখতে পাই; তাই আমাদের জীবিত জলন্ত কীর্ত্তিটীকে দস্যুকবল হ'তে রক্ষা করতে উন্মত্তের ন্যায় ছুটে এসেছি। পূর্ব্বে বুঝি নাই যে, এই সেই রাজস্থানের মহাশত্রু লাক্ষফুলানের ফুলারাগড়, আগে চিনি নাই যে, এই সেই লাক্ষফুলান; যখন চিন্‌লুম, তখন তার শক্তি পরীক্ষার—সাহস দেখ্‌বার ইচ্ছা বলবতী হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু আমার সৈন্যসংখ্যা সামান্য, অতি সামান্য, মাত্র দুইশত। এই অতিমাত্র সামান্য সৈন্য সহায়ে তার শক্তি পরীক্ষার্থ অগ্রসর হওয়া বাতুলতা মাত্র, তাই ঐ ক্ষুদ্র অরণ্যের বৃক্ষশিরে আশ্রয়গ্রহণে বাধ্য হই। ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু

বিধাতার ইঙ্গিতে এসেছি, শুধু আমাদের স্পন্দনটীকে—রাজস্থানের গৌরব-রবিকে রক্ষা করতে। শত ধন্য আমরা, যে আজ আপনার প্রাণরক্ষায় সক্ষম হয়েছি।"

কৃতজ্ঞ-উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে রাজা বলিলেন, "তোমরা শুধু ধন্য নও, বরেণ্য। তোমাদের এ অসম সাহসের তুলনা নাই, তোমাদের এ রাজভক্তির উপমা নাই, তোমাদের এ উপকারের বিনিময়ও নাই। যুবক! তোমাদের পরিচয়দানে আমার সন্দেহাকুল হৃদয়কে সুস্থ কর!"

পূর্ব্ববৎ বিনীত অথচ একটু ক্ষুব্ধকণ্ঠে শিবাজী বলিলেন,—

"মহারাজ! আমাদের পরিচয়ে সুখী হবেননা আপনি, বরং আপনার ঘৃণা ও ক্রোধের সঞ্চার হবে। তবে আমাদের এইমাত্র পরিচয় জেনে রাখুন যে, আমরা রাঠোর, যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। উপস্থিত আমাদের অন্য পরিচয় নাই।"

"আছে। তোমাদের এই অতুল সাহস, নিজজীবন উপেক্ষায় পরজীবন রক্ষা--এই মহৎকার্য্যই তোমাদের মহত্ত্বের পরিচয় ঘোষণা করেছে। তোমাদের প্রতিভা-দৃপ্ত ললাট, বীরত্বমণ্ডিত বদন, তেজোদীপ্ত নয়ন, অসীমশক্তি-ব্যঞ্জক বাহু তোমাদের অসামান্যতা ঘোষণা করেছে—এই তোমাদের যথেষ্ট পরিচয়। আর অন্য পরিচয়েও তোমাদের প্রয়োজন নাই, তোমাদের পরিচয়—তোমরা বিকানীর-রাজের প্রাণদাতা; এই পরিচয়ই তোমাদের চির অমর করে রাখ্‌বে। প্রাণদাতা যুবক, আজ থেকে বিকানীর-সিংহাসন, বিকানীর-অধিপতি তোমার নিকট কৃতজ্ঞতার চিরঋণে আবদ্ধ রইলো, আর আজ থেকে বিকানীরপতির তুমিই প্রধান সেনাপতি।"

সসম্ভ্রমে নতশিরে শিবাজী বলিলেন,—

"এত করুণা! তবে শুনুন মহারাজ, আজ থেকে আমি আপনার দাস, আজ থেকে বাহুর এ শক্তি—এ প্রাণও আপনার।"

"আশীর্ব্বাদ করি, জয়শ্রীতে মণ্ডিত হও। তোমাদের নাম কি যুবক?"

শিবাজীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। কিঞ্চিৎ নীরব চিন্তাতে শিবাজী বলিলেন—

"ইনি আমার অগ্রজ—নাম সাগরসিংহ, আর এই দাস হতভাগ্যের নাম ঈশ্বরীসিংহ।"

উত্তর সমাপ্ত না হইতেই ঈশ্বরীসিংহ বলিলেন,—

"মহারাজ! এখানে আর অধিকক্ষণ বিলম্ব করা শ্রেয়স্কর নয়। দস্যু লাক্ষফুলানের সৈন্য একস্থানে থাকেনা, রাজস্থানের প্রত্যেক উপত্যকায় বাস করে। ফুলগড়ে তার সৈন্য আর নাই; থাকলে, সে এত অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে আপনাকে আক্রমণ করতোনা। এখান থেকে পর্ব্বতের ব্যবধান অনেকটা। তীর এতদূর আস্‌তে পারবে না সত্য, কিন্তু পলায়িত অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে ঐ অরণ্যের সহায়তায় যদি সে আমাদের প্রতি তীর বর্ষণ করে, তবে আমাদের উদ্ধারের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই বলি, মহারাজ! এই মূহূর্ত্তে এ স্থান ত্যাগ করা উচিত।"

ললাট কুঞ্চিত করিয়া রাজা বলিলেন, "পলায়ন! দস্যু ভয়ে পলায়ন!"

"পলায়ন করুন মহারাজ! এ পলায়ন নয়, আত্মরক্ষার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এ দুরারোহ পর্ব্বতে আরোহণ করা আমাদের শক্তির বহির্ভূত চেষ্টামাত্র। দস্যুর অনুচরগণ ঐ পর্ব্বতের উপর হ'তে বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড নিক্ষেপ ক'রে আমাদের এই সামান্য সৈন্যদলকে বিচূর্ণিত করে দেবে। আর এখানে বৃথা বিলম্বে অদৃশ্য-নিক্ষিপ্ত শরে প্রাণবিসর্জ্জন বীরত্ব নয় মহারাজ—আত্মহত্যা।"

"বাঃ! সুন্দর যুক্তি! তুমি শুধু আমার সেনাপতি নও, দেখছি,

আমার মন্ত্রণাদাতা। এস বিধিপ্রেরিত, এস দেবতার শুভ আশীর্ব্বাদ, আমার প্রাণদাতা! এস, বিকানীর-রাজা সাদরে তোমাদের আহ্বান করছে।"

রাজা অগ্রে, উভয়পার্শ্বে ঈশ্বরীসিংহ ও সাগরসিংহ এবং পশ্চাতে সৈন্যদল অশ্ব ছুটাইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"এ কি করছেন রাও?"

"কি ক'রছি পূরবীলাল!"

"কি করছেন—তা আবার জিজ্ঞাসা ক'রছেন?—মানুষকে সহজ ভাষায় সরল স্বাভাবিককণ্ঠে তা আবার জিজ্ঞাসা ক'রছেন? পশু-পক্ষীদের জিজ্ঞাসা করুন দেখি—কি করছেন, তারা সকরুণ আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌বে। শূন্যে ঐ নীল অম্বরকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি, সে অট্টহাসি হেসে উঠ্‌বে; অঙ্গস্পৃষ্ট এই বাতাসকে জিজ্ঞাসা করুন, সে হু হু শব্দে গর্জ্জে উঠ্‌বে। কি করছেন, তা কি আর বুঝতে পারছেন না রাও? আপনার বহু সাধনালব্ধ পবিত্র আত্মাকে, একটা পূতি-গন্ধময় নরকের মধ্যে নিক্ষেপ করছেন, কলঙ্কের দ্বিতীয় হিমালয় সৃষ্টি কর্‌ছেন, জাতির গৌরবকে অন্ধকারগর্ভে ডুবিয়ে দিচ্ছেন, আর বেশী কি করবেন, রাও?"

অবজ্ঞাপূর্ণ মৃদুহাস্যে অনতিউচ্চকণ্ঠে বিকানীরের অন্নে পরিপুষ্ট-বিকানীরের মৃত্তিকায় পরিবর্দ্ধিত বিকানীর রাজ-শ্যালক রাও মহীপতি বলিলেন—

"ভুল—ভুল বুঝেছ বন্ধু! জাতির গৌরব ডুবিয়ে দিচ্ছিনি, তুলছি।

ভেবেছ কি পূরবীলাল—এক বৃদ্ধের হস্তে স্বীয় ভগিনীকে অর্পণ করেছি, শুধু সহোদরার নয়নে অশ্রু ছোটাতে? না, তা নয়—তা নয় সখা! ভগিনীর বিনিময়ে এই বিকানীরের সিংসাসন চাই—আর সে সিংহাসনের প্রধান কণ্টকদের সমূলে বিনষ্ট করতে চাই। তাই আমার এই কৌশল। তাই দস্যু-সর্দ্দার লাক্ষফুলানকে বিকানীরে প্রবেশের গুপ্তদ্বারের সন্ধান দিই।

—কিন্তু জানিনা, কি উপায়ে সহকারী সেনাপতি রণেন্দ্র, দস্যুর আগমন জানতে পারে। ৫০০ মাত্র সৈন্য সহায়ে রণেন্দ্র সর্দ্দারের পঞ্চ সহস্র সৈন্যের গতি সুদীর্ঘ দু' ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত রুদ্ধ করে রাখে;—বীর বটে এই নবীন সেনাপতি। আর এই সময়ের মধ্যে প্রধান সেনাপতি বিক্রমসিংহ একসহস্র সৈন্য সজ্জিত ক'রে, ভীমবলে শত্রুর শিরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেনাপতির অদ্ভুত অস্ত্র ও সৈন্যচালনায় লাক্ষ-ফুলান অগ্রসর হ'তে পারলেনা। কিছুক্ষণ যুদ্ধান্তে বিক্রমের বিক্রম শিথিল হয়ে পডলো—মহোল্লাসে সর্দ্দার কোষাগারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হোলো, এমনসময়ে এক অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন রাজা তিন সহস্রসৈন্য নিয়ে সর্দ্দারের সৈন্যের উপর পুঞ্জীভূত বিপদজালের ন্যায় আপতিত হ'লেন। বিকানীরের অর্দ্ধেকের উপর সৈন্য ভূলুণ্ঠিত হ'লেও সর্দ্দার বৃদ্ধরাজার সে অদম্যশক্তির সম্মুখে তিষ্ঠুতে পারলে না, পলায়ন করলে। বীরাবতার রাজাও কি জানি কি মন্ত্রশক্তিতে দস্যুর পশ্চাদ্ধাবন করলেন। ক্লান্ত শ্রান্ত সৈন্য নিয়ে রাজার পশ্চাতে উভয় সেনাপতিই অশ্ব ছুটালেন, আমারও সব কৌশল—সব উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলো। এখন একমাত্র আশা ভরসা সেনানায়ক অভয়সিংহ।"

"কি উদ্দেশ্য আপনার ব্যর্থ হ'লো?"

"আমার উদ্দেশ্য ছিল—বিকানীরকে পঙ্গু করা।"

"তাতে লাভ?"

"লাভ—বিকানীরের সিংহাসন।"

"বিকানীরের সিংহাসন তো আপনারই। অপুত্রক রাজা পুত্রস্নেহে আপনাকে প্রতিপালন করেছেন—আপনার ভগিনী অথবা আপনিই তাঁর সিংহাসন পাবেন। এতে সন্দেহ কেন রাও ?"

"সন্দেহ অনেক কারণে আছে। ভগিনী অবশ্য সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী সত্য, কিন্তু রাজার অবর্ত্তমানে বিকানীর হয়তো রমণীর শাসন—রমণীর আজ্ঞা পালন করবেনা, তারা প্রতিনিধি চাইবে। আর সে প্রতিনিধি হবে অদ্বিতীয় বীর সেনাপতি বিক্রমসিহ্—অথবা জনপ্রিয় ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রণেন্দ্রনারায়ণ। যদিও আমার পক্ষে প্রধান অমাত্য ও দু'একজন সামন্তরাজ আছেন, কিন্তু জনসাধারণ আমার পক্ষে আসবেনা—কারণ আমি বিদেশী। তারপর দ্বিতীয় কারণ—বিকানীর-রাজনন্দিনী তো আর চিরকাল অনূঢ়া থাক্‌বে না; বিবাহ তার হবেই, সুতরাং বিকানীর-রাজ-জামাতা সিংহাসন ত্যাগ ক'রে অরণ্যে তপস্যা করতে যাবেনা। তৃতীয় কারণ—রাজা যদিওবা আমাকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন, তথাপি অসীম শক্তিশালী স্বাধীনতাপ্রিয় বিকানীর-সন্তান বিক্রমসিংহ—বিদেশী আমি, আমার আজ্ঞা যে নতশিরে পালন করবে এ অসম্ভব। তাই আমার সিংহাসনপ্রাপ্তির আশায় এত সন্দেহ—তাই আমি সেই সব বাধা উন্মূলিত করতে কৃতসঙ্কল্প। ভেবেছিলুম, দস্যুর আক্রমণে সেনাপতি বিক্রম ও রণেন্দ্র নিহত হবে, আমার প্রধান আশঙ্কাস্থল, উন্নতির অন্তরায় দু'টা দূরীভূত হবে, কিন্তু বিধি বিরূপ। আমার কল্পনা—কল্পনাই রয়ে গেল! আর যেটা কল্পনা করিনি—সেটাও হলো। এতদিনপরে জীবনের এই অন্তিমে বৃদ্ধ রাজা যে এক সামান্য দস্যুর বিরুদ্ধে নিজে অস্ত্র ধারণ করবেন, তা আমি কল্পনাও করিনি। বৃদ্ধ রাজার উৎসাহে তাঁকে স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করতে দেখে সৈন্যেরা মেতে উঠ্‌ল, নতুবা আজ বোধ হয়

বিক্রমের বিক্রম চূর্ণ হ'য়ে যেত—দস্যুর পদতলে বিমর্দ্দিত হ'ত। তাই ব'লে আশা ত্যাগ করিনি—করবোওনা। বিফলতা আমার আরও উদ্যম—আরও প্রতিহিংসা জাগিয়ে দিয়েছে। এই নূতন কৌশল যদি অভয় সম্পন্ন কর্‌তে পারে—তবে এই কৌশলেই বিকানীর-সিংহাসন করায়ত্ত করবো, এ স্থির জেনো সখা। এতে যদি বিকানীর-রাজের প্রাণ সংহার করতেও হয় তাও করবো—ফিরবোনা। যে পিছনে দেখে, উপরে তাকায়, সে কখনও কোন অসমসাহসিক কার্য্যে ফললাভ করতে বা জীবনে উন্নতি করতে পারেনা।"

সহসা রাজপথে অশ্বপদধ্বনি উত্থিত হইল। শশব্যস্তে উন্মুক্ত বাতায়নপথে আসিয়া রাও দেখিলেন, রাজপথের ধূলা উড়াইয়া এক যুবক রাজপ্রাসাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। অশ্বারোহী কিঞ্চিৎ নিকটে আসিলে মহীপতি অশ্বারোহীকে চিনিতে পারিলেন—সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—

"পূরবীলাল! সে এসেছে।"

"কে?"

"অভয়কুমার!"

"অভয় যদি অভয় না এনে ভয় এনে থাকে?—"

পূরবীলালের কথাটা মহীপতির কর্ণে প্রবেশ করিলনা। উৎকণ্ঠা-আশঙ্কা-সংমিশ্রিত কণ্ঠে মহীপতি বলিলেন,—

"অভয়ের কার্য্য-সফলতায় আমার জীবন-মরণ—উত্থান-পতন নির্ভর করছে।"

পূরবীলাল বলিলেন, "তাই বল্‌ছি, সে যদি অভয় না নিয়ে এসে ভয়ই এনে থাকে?"

হর্ষপূর্ণস্বরে মহীপতি বলিলেন, "পূরবীলাল! পূরবীলাল! অভয় সফল হয়েছে!"

"অনুমান।"

"অনুমান নয়,—সত্য। ঐ দেখ, অশ্ব হ'তে গর্ব্বোৎফুল্লভাবে অবতরণ ক'রে সে আমায় সহাস্যে অভিবাদন করলে।"

"করুক! অভয় কেন, সমগ্র বিকানীর—সমগ্র রাজস্থান আপনাকে ভক্তিপ্রফুল্লচিত্তে অভিবাদন করুক! আমিও তাই চাই, তাই প্রার্থনা করি। কিন্তু এই ঘৃণিত পথে—"

পূরবীলালের বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতেই ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অভয় কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে বিশ্রামের কিছুমাত্র অবকাশ না দিয়া অতিমাত্র উৎকণ্ঠাকুলিতকণ্ঠে মহীপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ অভয়!"

"সংবাদ শুভ। সফল আমাদের কৌশল। রাজা যেমন সেতু পার হলেন, আমরাও অমনি প্রোথিত লৌহদণ্ড তুলে শৃঙ্খলসহ সেতু ভাসিয়ে নিয়ে এসে এক পাহাড়ের অন্তরালে রক্ষা করলুম। তারই কিছুক্ষণপরে সেনাপতি নদীতীরে এসে উপস্থিত হ'য়ে সেতু নেই দেখে নদীবক্ষে ঝম্পপ্রদানে উদ্যত হ'লেন। আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় দেখে উপস্থিত বুদ্ধিতে নিকটস্থ একটা বৃক্ষের অন্তরাল হ'তে উচ্চকণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লুম, "সেনাপতি! বিকানীরে দস্যু প্রচ্ছন্ন ছিল, তারা দুর্গ ও প্রাসাদ একযোগে আক্রমণ করেছে,—মহারাণী বিপন্না, দুর্গ ভগ্ন প্রায়।" কে কথাটা বল্লে, কথা সত্য কি মিথ্যা,—সম্ভব কি অসম্ভব, সে বিচারশক্তি সেনাপতির তখন ছিলনা; তিনি বিকানীরের প্রান্তরপথে বাহিনী ফিরালেন—আমিও আমার অনুচরদের পূর্ব্ববৎ নদীবক্ষে সেতু ভাসিয়ে পশ্চাতে আস্‌তে আদেশ দিয়ে একাই মনুষ্যচলাচলের পথে অশ্ব ছুটালেম।"

সহাস্য-বদনে মহীপতি বলিলেন, "যোগ্য অনুচর তুমি আমার! বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি! এই নাও, উপস্থিত এই তোমার পুরস্কার!"

স্বীয় কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য মুক্তাহার উন্মোচন করিয়া অভয়ের কণ্ঠে স্বহস্তে পরাইয়া দিয়া মহীপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কত সৈন্যের অধিনায়ক তুমি?"

"পাঁচশত।"

"রাজাকে বলে সহস্র সৈনিকের অধিনায়কের পদ তোমায় অচিরেই প্রদান ক'রব। তুমি ক্লান্ত শ্রান্ত, এখন বিশ্রাম করগে; সময়ান্তরে আহ্বান ক'রব।"

বিনীতভাবে অভিবাদনান্তে অভয় প্রস্থান করিল।

স্মিতমুখে পুরবীলালের প্রতি চাহিয়া মহীপতি বলিলেন, "পুরবীলাল! এবার আমার সাধনার সিদ্ধি অদূরবর্ত্তী। শীঘ্রই বিকানীরের মণিময় রাজমুকুট আমারই মস্তকে শোভা পাবে!"

"কিন্তু আমিতো দেখ্‌ছি, আপনি সে মুকুট ভেঙ্গে চুরে গুঁড়িয়ে ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছেন। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রসম রক্ত-লোলুপ এক দস্যুর কবলে দুর্ব্বল অসহায় বৃদ্ধ রাজাকে নিক্ষেপ করে, রাজার উদ্ধারার্থে যুদ্ধোদ্যত সেনাপতিদ্বয়কে মিথ্যা কৌশল-রচনায় বাধা দিয়ে—আপনার যে কি সিদ্ধিলাভ হোলো, তা এই ক্ষীণবুদ্ধি পূরবীলাল বুঝতে পারছে না।"

"কৌশল! কৌশল! একের কৌশল অপরে যদি বুঝতেই পারলে, তবে সে কৌশলের কোনই মূল্য নেই। শোন পূরবীলাল! আমার ঐ কৌশল অর্জ্জুনের পাশুপতঅস্ত্র অপেক্ষাও ভীষণ! যাক্। রাজা যখন দস্যুর পশ্চাদ্ধাবন করেছেন, তখন তাঁদের দুর্গে না গিয়ে ক্ষান্ত হবেন না। আর সে রাজস্থানজয়ী কৃতান্তরূপী দস্যুও রাজাকে সশরীরে ফিরতে দেবে বলে বিশ্বাস হয়না। মুষ্টিমেয় রাজসৈন্য দস্যুর প্রহারে চিরনিদ্রায় অচেতন হবে। এদিকে আমিও রাজ্যময় প্রচার করবো, রাজাকে অপ্রস্তুত সৈন্যহীন অবস্থায় কালরূপী লাক্ষফুলানের কবলে পরিত্যাগ

করে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিরা মধ্যপথ হতে ফিরে এসেছে। এ বাক্য শুন্‌লে রাজভক্ত নাগরিকেরা ক্ষেপে উঠে সেনাপতিদ্বয়কে হত্যা করবে, অন্ততঃ সিংহাসনে বস্‌তে দেবেনা। তখন আমার সিংহাসন অধিরোহণে বাধা প্রদানের কেউ থাক্‌বেনা। আর রাজা যদি অক্ষত দেহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাতেও আমার বিশেষ ক্ষতি নাই। বিশ্বাস-ঘাতকতার অপরাধে সেনাপতিদ্বয় মৃত্যুদণ্ড বা চিরকারাবাস বা নির্ব্বাচন-দণ্ডে দণ্ডিত হবে। আর হয়তো বা বিকানীরের অসংখ্য সৈন্যের পরিচালনভার আমারই উপর অর্পিত হবে। রাজ্যের বল, সাহস, শক্তি ও সৈন্যের কর্ত্তৃত্ব যদি আমি পাই, তখন রাজার অবর্ত্তমানে আমার সিংহাসন অধিরোহণের পথে এসে কেউ দাঁড়াতে পারবেনা—দাঁড়াতে সাহস করবে না। আর তুমি কি মনে ক'রেছ পূরবীলাল, এই একমাত্র পথ অবলম্বনে একটা বিশাল সাধনালভ্য বিকানীর-সিংহাসনে বসতে যাচ্ছি?"

"আজ্ঞে না, আমি মনে কিছু করিনি, তবে ভাব্‌ছি।"

"কি ভাব্‌ছো?"

"ভাবছি—অসম্ভব কথাটা সৃষ্টি হলো কেন?"

"সৃষ্টি হয়েছে দুর্ব্বল কাপুরুষের জন্য—কর্ম্মীর জন্য নয়। নিশ্চেষ্ট ব্যক্তি শুধু অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ন্যায় অযত্নে জগতের এককোণে পড়ে থাকে, কেউ তার পানে ফিরেও চায়না। যাক্, আমার আর বাক্যালাপের অবসর নাই, এখনই সৈন্য নিয়ে দস্যুর ফুলগড় দুর্গে যেতে হবে।"

"কেন?"

"ভগিনীর নিকট সেনাপতিদ্বয়ের বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণ করে রাজার সাহায্যার্থে দুর্গস্থ সমস্ত সৈন্য নিয়ে যাবো। যদি রাজাকে সেখানে না দেখি, ভাল; লাক্ষফুলানকে বিকানীর আক্রমণের জন্য সসৈন্যে প্রেরণ

কর'ব ; অরক্ষিত, শক্তিহীন, সৈন্যহীন বিকানীর দস্যুপদতলে লুণ্ঠিত হবে। তারপর সসৈন্যে আমি এসে বিকানীর দস্যুসৈন্য বিতাড়িত করে সিংহাসন অধিকার ক'রব।"

"দস্যু আপনাকে গুরুদক্ষিণার মত সিংহাসনখানা দেবে কেন ?"

"দস্যু দস্যুতাই জানে, রাজ্যচালনা জানেনা। তাদের রাজ্য লিপ্সা নেই, অর্থ পেলেই তারা তুষ্ট ; তখন রাজকোষের সমস্ত অর্থই লাক্ষফুলানকে দেবো। আর সে যদি বিকানীর অধিকার করে, আমিও তার ফুলগড় অধিকার করে ব'স্‌ব। ফুলগড় দুর্গ যার, সেই অজেয়। দস্যুর ঝঞ্চা কেবল একটা বিরাট্ ঝঞ্চার মত দশদিক্ অন্ধকার ক'রে অতর্কিত অবস্থায় রাজ্যের বক্ষের উপর এসে পড়ে লুঠ করে নিয়ে চলে যায়—সম্মুখ যুদ্ধে পারে না। বিকানীরের লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে আমি যখন তাকে আক্রমণ করবো, তখন সে নতমস্তকে সিংহাসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।"

"আর যদি রাজাকে জীবিত দেখেন ?"

"তাহলে রাজার উদ্ধারে এসেছি ব'লে দেশের কাছে যশ—রাজার কাছে আদর, সম্মান পূরা মাত্রায় পাব—এমন কি রাজ্যের প্রধান সেনাপতির পদও পেতে পারি। এখন চল্লেম।"

"কোথায় ?"

"ভগিনীর নিকট—"

মহীপতি প্রস্থানোদ্যত হইলেন। কম্পিত জড়িতকণ্ঠে পূরবীলাল বলিলেন, "একটু দাঁড়িয়ে যান রাও।"

"কেন ?"

"এ ঘৃণিত পথ—এ ঘৃণিত কৌশল ত্যাগ করুন। এখনও—"

বাধা দিয়া মহীপতি বলিলেন, "বিবেচনা যা করবার, তা বহু পূর্ব্বেই করেছি পূরবীলাল! আর নূতন কিছু বিবেচনা করবার নেই।

এ আর ঘৃণিত পথ নয় সখা! উন্নতির পথ ঘৃণিত হয়না। উন্নতির পথে বাধা বিঘ্ন এসে জমে অনেক, সেগুলা দলিত করা ঘৃণিত কার্য্য নয়। আজ বা কাল যখন আমি বিকানীর-সিংহাসনে বসবো, তখন লক্ষ লক্ষ নরনারী আমার জয়ধ্বনি করবে—অনুগ্রহ প্রত্যাশায় যুক্তকরে দাঁড়িয়ে থাকবে—লক্ষ শাণিত-কৃপাণ আমার ইঙ্গিতে উত্থিত হবে; তখন আর ঘৃণা অশ্রদ্ধা কিছু থাকবেনা। ঘৃণা অশ্রদ্ধা, অক্ষম অযোগ্য —অকর্ম্মণ্য লোকের উপরই পতিত হয়, বিদ্বান্, চরিত্রবান্ বহুগুণ-সম্পন্ন লোকের উপর অন্তরালে হলেও প্রকাশ্যে অশ্রদ্ধার এক কণাও বিকাশ হয়না। সহস্র জন্ম ধ'রে শুধু আমি বিকানীর-রাজ-শ্যালক এই গর্ব্বটুকু নিয়ে কক্ষ-কোণে বসে থাকি, কিংবা ঈশ্বরারাধনা করি, জগতের কেউ আমার নাম জানবে কি? কিন্তু রণাঙ্গণে অসংখ্য নরহত্যার প রণ-দামামার তালে তালে নৃত্যের সঙ্গে রুধিরের তরঙ্গে কোটী শব-স্তূপে উপরও যদি সিংহাসন স্থাপিত করতে পারি, তাহ'লে আমার নাম দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হবে—জয়নাদে মেদিনী কেঁপে উঠ্‌বে—যেমন গজনীর মামুদের নাম আজ বিশ্বব্যাপী। লুণ্ঠনকারী দস্যু হলেও ভারতজয়ী মহাবীর ব'লে তাঁর বিরাট কীর্ত্তি সমস্ত ভারত জুড়ে ঘোষিত হচ্ছে। বল দেখি পূরবীলাল! সেই মূর্ত্তিমান্ বীরত্বের অবতারের নিকট মাথাটা নত হয়ে পড়ে না কি? কীর্ত্তি! কীর্ত্তি!—সে উর্দ্ধে ওঠে—শত সহস্র বিঘ্ন অপসারিত করে সে কেবল উর্দ্ধে ওঠে; তা গজনীর মামুদের কু-কীর্ত্তিই হোক, আর সোমনাথ-রক্ষাকারী রাজপুত রাজগণের সু-কীর্ত্তিই হোক—সে কীর্ত্তি! ইতিহাস তার জয় ঘোষণা ক'রবেই ক'রবে।"

"তা আপনি কীর্ত্তি অর্জ্জন করুন। কিন্তু আপনার বাল্যবন্ধু আমি, এক সঙ্গে খেলেছি, বেড়িয়েছি। আপনার এতটা উন্নতিতে আমার যে চোক টাটাচ্ছে!"

ঈষৎ হাস্যে করুণাব্যঞ্জককণ্ঠে মহীপতি বলিলেন,—

"ভয় নেই বন্ধু, তোমায় আমি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করবো।"

"আজ্ঞে, আমি গরীবের ছেলে, অতটা গরম খাদ্য আমার হজম হবে না—আমায় বিদায় দিন।"

"কোথায় যাবে?"

"আমার সেই সুখশান্তিপূর্ণ, হিংসাদ্বেষপরিবর্জ্জিত কুটীরে।"

"বাল্যবন্ধুকে ত্যাগ করতে চাও?"

"বাল্যবন্ধুকে ত্যাগ করতে চাইনা, তবে আত্মীয় বধপ্রয়াসী বিশ্বাস-ঘাতক বন্ধুকে ত্যাগ করতে চাই।"

উত্তর শ্রবণে মহীপতি জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

"উত্তম, কিন্তু তোমায় বিশ্বাস কি? তুমি যদি আমার সব কথা প্রকাশ করে দাও?"

"বিশ্বাস কি! আমায় কি চেনোনা রাও? জীবনে মিথ্যা বাক্য কখনও বলি নাই, তথাপি আজ আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য শপথ করে বলছি, আমি আপনার বিষয়ে যা জানি, যা শুনেছি, তা কখনও কারও নিকট প্রকাশ করবোনা।"

"উত্তম, তুমি যেতে পার।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"ভগ্নী!"

"কে ও, মহীপতি?"

"হাঁ, আমি।"

"এস, ভিতরে এস।"

ঈষৎ স্পন্দিতবক্ষে রাও মহীপতি—বিকানীর-রাজ্ঞী প্রতিভাময়ীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কক্ষটি অতি সুন্দর, অতীব মনোরম, মণিমুক্তাখচিত নয়নমনোহর নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্যে সজ্জিত,—যেন সৌন্দর্য্যতরঙ্গে পরিপ্লাবিত। কক্ষ মধ্যে এক স্বর্ণ-খচিত মণিময় পালঙ্কে কুসুম-কোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যা-পরি বিকানীরের দ্বিতীয়া রাজ্ঞী ও রাও মহীপতির সহোদরা মহারাণী প্রতিভাময়ী স্বকীয় রূপলাবণ্যে কক্ষস্থ সমুদয় সৌন্দর্য্যকে নিষ্প্রভ করিয়া অর্দ্ধশায়িত ভাবে অবস্থিত।

রাণীর বয়স অধিক নয়, পঞ্চবিংশ হইবে। তাঁহার পদ্ম-বিনিন্দিত-বদনমণ্ডলে বালিকার সারল্য—শরৎকালীন জ্যোৎস্না-তরঙ্গ উদ্ভাসিত; তাঁহার ইন্দীবরতুল্য নীল আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়নযুগলে সুষমা-রাশি ঢল ঢল করিতেছে; তাঁহার গণ্ডস্থল গোলাপের ন্যায় রক্তাভ, ভ্রমরকৃষ্ণ ঈষৎ কুঞ্চিত অলকদাম পৃষ্ঠদেশে আলুলায়িত! তিনি উপাধান অবলম্বনে বাম হস্তের উপরে স্বীয় গ্রীবাদেশ রক্ষা করিয়া মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্য-প্রতিমার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। মাদৃশ ক্ষুদ্র লেখকের পক্ষে তাঁহার সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা অসম্ভব। সে সৌন্দর্য্যদর্শনে আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত হয়না; সাধ হয়,সারা জীবনটা সেই সজীব মাতৃমূর্ত্তির পদতলে বসিয়া সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যেই লীন হইয়া যাই। বাস্তবিকই রাণী প্রতিভাময়ী যেন শাপভ্রষ্টা দেবী; নচেৎ নরলোকে একাধারে এতাদৃশ সৌন্দর্য্যের সমাবেশ অসম্ভব।

কনিষ্ঠ সহোদর মহীপতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ মহীপতি?"

মনঃপ্রাণ-মুগ্ধকারী একটা মধুময় মৃদুল ঝঙ্কারে যেন কক্ষটা মাতিয়া উঠিল।

কাল্পনিক বিষাদপূর্ণবদনে, বিষাদজড়িতকণ্ঠে মহীপতি বলিলেন, "বড় দুঃসংবাদ ভগ্নি!"

রাণীর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। উৎকণ্ঠাজনিত আবেগপূর্ণ কণ্ঠে রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দুঃসংবাদ মহীপতি?"

মহীপতি নীরবে মস্তক নত করিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদচিহ্ন লক্ষিত হইল। তদ্দর্শনে রাণী শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন; যেন হেম-তটিনী-বক্ষে তরঙ্গ উঠিল—যেন পূর্ণ সুধাংশুর উদয়ে পুষ্প-কলিকার ন্যায় কক্ষটিও হাসিয়া নাচিয়া সৌন্দর্য্যতরঙ্গে মাতিয়া উঠিল। আকুলতা-জড়িতকণ্ঠে রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি দুঃসংবাদ মহীপতি, শীঘ্র বল, শীঘ্র বল।"

কম্পিতস্বরে মহীপতি বলিলেন,—

"বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি বিক্রমসিংহ ও রণেন্দ্রনারায়ণ দস্যুর পশ্চাৎ ধাবমান রাজাকে মধ্যপথে পরিত্যাগ করে দুর্গে চ'লে এসেছে। বীর-শ্রেষ্ঠ মহারাজ কয়েকশতমাত্র আহত দুর্ব্বল সৈন্য নিয়ে দস্যুর পশ্চাতে ছুটেছেন। বোধ হয়, দস্যুর দুর্গ আক্রমণ না ক'রে ক্ষান্ত হবেননা। আর তার সে দুরারোহ দুর্ভেদ্য অসংখ্য সৈন্য-পরিবেষ্টিত দুর্গে সে যদি একবার রাজাকে পায়, তা হ'লে তা হ'লে ভগ্নী—"

"বাধা দিয়া রাণী বলিলেন, "তাহ'লে রাজস্থানের গৌরবস্তম্ভ শতধা চূর্ণিত হয়ে ধূলায় লুটাবে, কেমন? মহীপতি! এ কি সম্ভব? সেনা-পতি বিক্রমসিংহ বিশ্বাসঘাতক, এও কি সম্ভব? যাঁর করুণার আচ্ছাদন-তলে সে আবাল্য বর্দ্ধিত, যাঁর অমৃতময় অন্নে তার দেহ—তার মেদমজ্জা গঠিত, পরিপুষ্ট—যাঁর অসীম ঔদার্য্যে সে উন্নতির সর্ব্বোচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত, সেই বিক্রম—সেই পুত্রসম হৃদয়ের আনন্দতুল্য—বিকানীরের সগর্ব্ব পরিচয় সেই বিক্রমসিংহ বিশ্বাসঘাতক—এ কি সম্ভব?"

"ভগ্নি! জগতে কিছুই অসম্ভব নাই।"

"ওঃ! ধরিত্রি, তুমি প্রাণহীনা, অসাড়! বাসুকি, তোমার শত ফণা প্রস্তরে পরিণত হয়েছে বুঝি! সূর্য্যদেব, তুমি এই কলিতে অকর্ম্মণ্য বিলাসী হয়ে পড়েছ বুঝি! ধিক্ ধিক্! শত ধিক্ তোমায় বিধাতা! আর তোমাকেও শত ধিক্ মহীপতি! দস্যুর উন্নত শিরটাকে

গুঁড়িয়ে না দিয়ে—তার সেই প্রস্তর-দুর্গ পর্ব্বতসহ জলধিগর্ভে নিক্ষেপ না করে—তার গর্ব্ব, অস্তিত্ব পৃথিবীবক্ষ হ'তে বিলুপ্ত না ক'রে এই সংবাদ তুমি দিতে এসেছ, নবীন যুবক? তুমি তো সংবাদ দিতে আসনি, তুমি এসেছ তোমার নিজের ভীরুতার পরিচয় দিতে।"

ভগ্নকণ্ঠে মহীপতি বলিলেন, "কি করবো ভগ্নি!"

রোষকণ্ঠে রাণী বলিলেন, "কি করবে, তা আবার জিজ্ঞাসা করছো? কেন, তোমার বাহুর সব গ্রন্থিগুলো কি শিথিল হ'য়ে পড়েছে? তেজ, গর্ব্ব, বীরত্ব সব কি নীরব, নিঃস্পন্দ, নিদ্রিত হ'য়ে পড়েছে? কার ঔরসে উদ্ভুত তুমি, তা কি বিস্মৃত হয়েছ মহীপতি?"

"না ভগ্নি! তা বিস্মৃত হইনি, হবোওনা; কিন্তু আমি একা—"

"কেন, বিকানীরের শক্তি কি লোপ পেয়েছে? রাজ্যে কি প্রজা নেই?—দুর্গে কি সৈন্য নেই?"

"আছে।"

"তবে?"

"সেনাপতি থাকতে তারা আমার আদেশ প্রতিপালন ক'রবে কেন?"

"আর আমি যদি আদেশ করি!"

"ভূলুণ্ঠিত মস্তকে অবশ্য তারা প্রতিপালন করবে।"

"উত্তম। তবে আমিই আদেশপত্র লিখে দিচ্ছি।"

"রাণী সেনাপতির নামে আদেশপত্র লিখিয়া মহীপতির হস্তে প্রদান-পূর্ব্বক বলিলেন, "যদি আমার আদেশ অমান্য ক'রে সেনাপতি সৈন্য না দেয়, তাহ'লে বলো,—তাকে রাজদ্রোহি অপরাধে বন্দী করবো, বিকানীরের সমগ্র সৈন্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার বিশ্বাসঘাতকা প্রকাশ করবো, দেখবো—তারা সেনাপতিকে চায় কি বিকানীরের রাজ্ঞীকে চায়।"

"তারা বিকানীরের রাজ্ঞীর অবাধ্য নয়।"

"উত্তম। তবে যাও মহীপতি, তুর্গের সমস্ত সৈন্য নিয়ে প্রবল হুহুঙ্কারে ভীষণ গর্জ্জনে দস্যুর তুর্গ আক্রমণ ক'রে, তার তুর্গ ভূমিসাৎ ক'রে, তার গর্ব্ব শতধা চূর্ণ করে, তার নাম পৃথিবী হ'তে লোপ করে দিয়ে এস। আর তা যদি না পার, ফিরোনা। যদি বিকানীরের বীরত্বের বিজয়-বৈজয়ন্তী সগর্ব্বে ওড়াতে না পার, তবে ফিরোনা। শোন মহীপতি! আমি তোমায় চাইনা, আমি বিকানীর-সিংহাসন চাইনা আমি রাজাকেও চাইনা, আমি চাই, অক্ষয় অব্যয় প্রতিষ্ঠাকে—আমি চাই—যুগান্তব্যাপী যুগান্তধ্বনিত কীর্ত্তিকে—আমি চাই, বিশ্বাকাশব্যাপী চিরোজ্জ্বল গৌরবকে! যাও, শীঘ্র যাও!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"সেনাপতি বিক্রমসিংহ।"

বিষাদকালিমাচ্ছন্ন চিন্তাভারাক্লিষ্ট নয়নদ্বয় উন্নত করিয়া সেনাপতি বলিলেন, "কেন রাও?"

"এই মুহূর্ত্তে তুর্গস্থ সমস্ত সৈন্যদের সজ্জিত হতে আদেশ দাও।"

সেনাপতির চিন্তাপূর্ণ নয়নে বিস্ময় স্ফুটিত হইল। তিনি সবিস্ময়ে রাওয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সে কি! সহসা এত সৈন্যের কি প্রয়োজন?"

"সে কৈফিয়ৎ দিতে আমি তোমার কাছে বাধ্য নই, বিক্রমসিংহ!"

"আমিও তোমার আদেশ প্রতিপালনে বাধ্য নই, রাও!"

মহারাণীর আদেশ পালনেও কি বাধ্য নও?"

"মহারাণীর আদেশ পালনে শুধু আমি কেন, সমগ্র বিকানীরবাসী বাধ্য।"

"তবে এই দেখ তাঁর লিখিত আদেশপত্র।"

মহীপতি মহারাণীর আদেশপত্রখানি সেনাপতির হস্তে প্রদান করিলেন।

সেনাপতি দেখিলেন, সত্যই তাহাতে লিখিত রহিয়াছে—

"সেনাপতি বিক্রমসিংহ! আমার সহোদর রাও মহীপতির কর্তৃত্বে তোমার সমস্তসৈন্য বিনা বাক্যব্যয়ে অবিলম্বে প্রদান করিবে। আমার এই আদেশ অমান্য করিলে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তোমায় বন্দী করিব। ইতি—

বিকানীর-মহারাণী।"

পাঠান্তে ম্লানমুখে নিস্তেজকণ্ঠে সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে প্রয়োজন নেই?"

"না।"

"সেনাপতি রণেন্দ্রনারায়ণকে?"

"না, আমার শুধু সৈন্যের প্রয়োজন।"

"উত্তম। মহারাণীর আদেশ এখনি প্রতিপালিত হবে। আমার পশ্চাতে আসুন।"

গাত্রোত্থান করিয়া সেনাপতি ধীর পদক্ষেপে সোপানাতিক্রমপূর্ব্বক দুর্গ-চত্বরে আসিয়া তূর্য্যধ্বনি করিলেন; মুহূর্ত্তে দুর্গ-চত্বর সৈন্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে তূর্য্যনাদ রণেন্দ্রের কর্ণেও বাজিয়াছিল। তিনি সত্বর আসিয়া বিক্রমসিংহ ও মহীপতির পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইলেন।

দূরোত্থিত জীমূত-গর্জ্জনের ন্যায় ধীর গম্ভীরকণ্ঠে সেনাপতি বিক্রম-সিংহ সমবেত সৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এখনই তোমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হও। কোথায় যেতে হবে, কেন যেতে হবে, তা

আমি জানিনা। এই রাজ-শ্যালক রাও বাহাদুরই আজ হতে তোমাদের পরিচালক। আজ হতে আমি আর তোমাদের কেহ নই, আর এ আদেশও আমার নয়, মহারাণীর আদেশ। আশা করি, এ আদেশ পালনে তোমরা কেহই অসম্মত হবেনা।"

সৈন্যগণ বিস্মিতভাবে নীরবে নতশিরে দণ্ডায়মান রহিল। তদ্দর্শনে রাও মহীপতি তীব্র, উগ্র অথচ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—

বিকানীর-জননীর প্রিয় সৈন্যগণ! বিলম্বের অবসর নেই। যাও, সত্বর প্রস্তুত হওগে; এ তোমাদের জননীর আজ্ঞা!"

কাতরনয়নে একবার সেনাপতির মুখপানে নীরবে চাহিয়া ভক্তি-অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে সকলে প্রস্থান করিল।

সেনাপতি বিক্রমসিংহও নীরব নিষ্পন্দভাবে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া চিত্রপুত্তলিকাপ্রায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

মৃদুস্বরে রণেন্দ্রনারায়ণ ডাকিলেন, "সেনাপতি!"

চমকিত হইয়া সেনাপতি বলিলেন, "কে ও?"

"আমি রণেন্দ্রনারায়ণ—"

"কি বল্‌ছো রণেন্দ্র?"

"সেনাপতি! আজ এ কি হোলো? নিয়মের পরিবর্ত্তে অনিয়মের আবির্ভাব হোলো কেন? শৃঙ্খলার সুখময় রাজ্যে বিশৃঙ্খলা এসে আধিপত্য বিস্তার করলে কেন? কোন্ অপরাধে আজ এই ব্যতিক্রম?"

"জানিনা রণেন্দ্র, কোন্ অপরাধে এই অনিয়ম—কোন্ মহাপাপে আজ এই শাস্তি—এই মৃত্যুতুল্য অপমান।"

শ্লেষব্যঞ্জক স্বরে মহীপতি বলিলেন, "কোন অপরাধে—কোন্ মহা-পাপে এই অনিয়ম, এই অপমান, তা কি জাননা সেনাপতি?"

"জ্ঞানতঃ কখনও কোনও পাপ, কোনও অপরাধ তো করিনি রাও। তবে—তবে আজ কেন এমন হলো? জান তো বল রাও,

হৃদয় শোণিতে সে পাপ ধৌত করে ফেলবো—প্রাণ দিয়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো। কি সে গুরু অপরাধ ?"

"ঠিক বলছো ? ঠিক বলছো ? রাজপুত হ'য়ে—বীর হ'য়ে ঠিক বলছো, হৃদয়-শোণিতে সে পাপ ধৌত করবে ?"

"রাজপুত কখনও মিথ্যা বলে না রাও ! বিক্রমসিংহ বিকানীরের সন্তান—পুরুষ !"

"তবে শোন সেনাপতি, স্থির হ'য়ে শোন। তুমিও শোন রণেন্দ্র ! তোমরা বিকানীর-রাজ্যের দুইটী লৌহস্তম্ভ। তোমরা—তোমরাই এই অনিয়মকে আহ্বান করে এনেছ, শান্তির বক্ষে পদাঘাত করেছ। শত জন্মেরি হৃদয়-শোণিতেও—সহস্র-কল্পের আকুল সাধনাতেও সে পাপ ক্ষালিত হবেনা,—মানুষ বা বিধাতা কেউ তোমাদের ক্ষমা করবেনা। তোমরা বিকানীরের শত্রু, রাজার শত্রু, তোমরা রাজদ্রোহী বিশ্বাস-ঘাতক।"

সশব্দে উভয়ের কোষ-নির্ম্মুক্ত অসি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। ক্রোধ সংবরণ করিয়া সেনাপতি বলিলেন, "না, তোমায় হত্যা করবোনা, তুমি যে রাজ-শ্যালক : তবে এই মুহূর্ত্তে তোমার বাক্য প্রত্যাহার কর রাও, নতুবা—"

"নতুবা কি সেনাপতি ? নতুবা তোমায় বন্দী করবো ? আমি নিরস্ত্র বা বালক নই, সেটা বিস্মরণ হয়োনা বিক্রম ! আর এও স্মরণ রেখো—দুর্গস্থ সমস্ত সৈন্য এখন আমার আজ্ঞাধীন।"

"সে আমারই আদেশে। আবার আমারই আদেশে তারা এই মুহূর্ত্তে তোমায় বন্দী করবে ; তারা আমায় এত ভালবাসে, এত মান্য করে।"

সহসা পশ্চাৎ হইতে গুরুগম্ভীরকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "আর তারা—তোমার চেয়েও আর একজনকে বেশী মান্য করে সেনাপতি !"

সচকিতে সকলে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন—রাজা ও তাঁহার উভয় পার্শ্বে প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী দুইটী যুবক।

সবিস্ময়ে সকলেই নীরবে—আলোড়িত-হৃদয়ে স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন ; কোন প্রশ্ন বা অভিবাদন করিতেও বিস্মৃত হইলেন।

বিকানীর-পতি অগ্রসর হইয়া জলদনিঃস্বনে বলিলেন—

"সেনাপতি! আমার বাক্য সত্য কিনা যদি প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে না চাও, তবে উভয়েই এই মুহূর্ত্তে অস্ত্র ত্যাগ কর।"

রাজার বাক্যে উভয় সেনাপতি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

পুনরায় উচ্চকণ্ঠে রাজা বলিলেন,"বিক্রমসিংহ ও রণেন্দ্রনারায়ণ! এই দণ্ডে আমার আদেশ প্রতিপালন না করলে সামান্য সৈনিকের দ্বারা অপমানিত হবে, কিন্তু ভূতপূর্ব্ব বিকানীর-সেনাপতিদ্বয়কে অপমান করবার ইচ্ছা নাই, তাই আবার বল্‌ছি—এই মুহূর্ত্তে অস্ত্রত্যাগ কর!"

বিক্রমসিংহের বদন যেন ঘন কৃষ্ণমেঘে আচ্ছন্ন হইল। মহীপতির বদনে সকলের অলক্ষ্যে একটা মৃদুহাস্যহিল্লোল বহিয়া গেল।

হতবুদ্ধি সেনাপতি বিক্রমসিংহ সবিস্ময়ে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "কোন্ অপরাধে মহারাজ?"

"সরল বালকের মত এ প্রশ্ন করতে পারছো সেনাপতি? আশ্চর্য্য! জগতে যে যত পাপী, সেই তত লোকের কাছে সরল সাজে।"

বেশ একটী লোমহর্ষণকর উপাখ্যানের মত—ঘটনাটি গাঢ়ভাবে এঁকেছিলে, কিন্তু আরম্ভেই খেই হারিয়ে ফেল্‌লে। যে তোমার পালক, রক্ষক, তোমার রাজা, তাকে সাক্ষাৎ শমনের কবলে অসহায় অবস্থায় নিক্ষেপ ক'রে আসতে তোমার বিবেক আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো না! ভেবেছিলে আমি আর ফিরবোনা; তখন তুমি হবে বিকানীরের রাজা—আর চক্রীর সহকারী রণেন্দ্র হবে মন্ত্রী! কেমন?

ভেবেছিলে—তোমার সমকক্ষ বিকানীরে আর কেউ নেই! রাণী তো রমণী। কিন্তু ভ্রাতা যদি ভগ্নীর নাম ক'রে প্রজার দ্বারে সাহায্য চায়, রাজভক্ত প্রজা হৃদয়ের শোণিত পর্য্যন্ত দান ক'রবে—তাই আমার আত্মীয়ের মস্তকে খড়্গ তুলেছিলে। এই অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখবো বলেই নিশব্দে এসেছিলুম। সেনাপতি, চমৎকার দৃশ্য দেখালে। এমন বীভৎস দৃশ্য বিকানীর কখনও দেখেনি—কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি! তুমি একটি সাক্ষাৎ সয়তান। শোন সেনাপতি, তোমায় শিশুকাল হ'তে স্নেহরসসিঞ্চনে পরিবর্দ্ধিত করেছি। স্নেহভরে বক্ষের আচ্ছাদনে তোমায় ঘিরে রেখেছিলুম, হৃদয়ের অতি নিভৃত প্রদেশে অতি সংগোপনে আদরে তোমায় লুকিয়ে রেখেছিলুম, তাই প্রাণদণ্ড তোমার অমার্জ্জনীয় গুরু অপরাধের উপযুক্ত হলেও—আমি তোমায় নির্ব্বাসনদণ্ড প্রদান করলেম।"

নিঃস্পন্দনয়নে বিঘুর্ণিত-মস্তকে সেনাপতি বিক্রমসিংহ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় ধূলায় বসিয়া পড়িলেন। শত্রুর শত অস্ত্রাঘাতেও যিনি কম্পিত বা বিচলিত হন নাই, সেই সেনাপতির হৃদয়, দেহ, মন—রাজার বাক্যে বিকম্পিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর রাজা রণেন্দ্রনারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"তুমি সহকারী সেনাপতি। এই রাজদ্রোহিতাপূর্ণ ষড়যন্ত্রের সেনাপতির সহকারিত্ব করতে ত্রুটি কর নাই। তুমিও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছ। সুতরাং তুমি দণ্ডার্হ—তোমাকেও সমানদণ্ডে দণ্ডিত করলুম।"

রাজার বাক্যাবসানে মহীপতি বংশীধ্বনি করিলেন, অমনি দুর্গ-চত্বর সহস্র সহস্র সৈনিকে পরিপূর্ণ হইল।

সবিস্ময়ে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সৈন্যসজ্জা কেন মহীপতি?"

"আপনার সাহায্যের জন্য। সেনাপতি সৈন্য না দেওয়ায় রাণীর

লিখিত আদেশপত্র নিয়ে—রাণীর নামে সৈন্যদের আহ্বান করে আপনার সাহায্যে যাচ্ছিলুম—”

তারপর ঈশ্বরীসিংহের হস্তধারণপূর্ব্বক সমবেত সৈন্যগণের সমক্ষে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে রাজা বলিলেন, “সৈন্যগণ! আমার প্রাণ—শুধু আমার প্রাণ কেন, এই যুবকই দস্যু-সর্দ্দার লাক্ষফুলানের শক্তি প্রতিহত করে, দস্যুকবল হ'তে, চক্রীর চক্র হতে বিকানীর-সিংহাসন রক্ষা করেছেন! সেই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ আমি এই মধ্যাহ্ন-ভাস্করসম তেজোবীর্য্যশালী বীরকে বিকানীরের প্রধান সেনাপতির পদে বরিত করেছি। আজ থেকে এই রাঠোর-বীর ঈশ্বরীসিংহই তোমাদের প্রধান সেনাপতি। যদি আমার প্রতি ভক্তি থাকে, তবে আশা করি তোমরা আমার আদেশে সহর্ষে এই যুবক ঈশ্বরীসিংহকেই তোমাদের পরিচালক ব'লে গ্রহণ করবে।”

অমনি শত সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, “জয় মহারাজ বিকানীরপতির জয়! জয় ঈশ্বরীসিংহের জয়!”

রাজা সহর্ষে বলিলেন, “সন্তুষ্ট হলুম। যাও, এখন তোমরা রণবেশ ত্যাগ ক'রে বিশ্রাম করগে।”

মুহূর্ত্ত মধ্যে দুর্গচত্বর সৈন্যশূন্য হইল।

অনন্তর মহীপতিকে লক্ষ্য করিয়া রাজা বলিলেন,—

“যাও মহীপতি! আমার আগমনবার্ত্তা রাজপ্রাসাদে ঘোষণা করগে।”

হর্ষোৎফুল্লহৃদয়ে হাস্যস্ফুরিতবদনে মহীপতি দ্রুতপদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

তখন সেনাপতিদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া রাজা বলিলেন,—

“তোমরা চুপটী ক'রে শান্ত শিষ্ট, নিরীহ ভালমানুষের মত দাঁড়িয়ে রইলে যে? তস্কর ধৃত হলেই সে তখন নিজেকে একটা অতি অপদার্থ

অকর্ম্মণ্য নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করে। তোমরাও দেখ্‌ছি অতি সুন্দর অভিনেতা—সেইরূপ অভিনয় প্রদর্শন করছ! কিন্তু বৃথা সে অভিনয়ে মুগ্ধ করতে পারবেনা! শোন সেনাপতি, সূর্য্যাস্তের পরও যদি তোমাদের বিকানীর মধ্যে দেখি, তবে স্থির জেনো, তোমাদের জীবনও সূর্য্যাস্তের সঙ্গে অস্তমিত হবে।

রাজা প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

সহসা সেনাপতি রণেন্দ্রনারায়ণ আসিয়া রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

তদ্দর্শনে গম্ভীরস্বরে রাজা বলিলেন, "পথ ছাড় রণেন্দ্র!"

অতীব কাতরভাবে রণেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "মহারাজ! একটা কথা—ভৃত্যের এই শেষ একটা কথা শুনে যান। আমরা বিশ্বাসঘাতক নই, অপরাধী নই, নদীবক্ষে—" বাধা দিয়া রাজা বলিলেন, "তোমার বৃথা বাজে কৈফিয়ৎ শোনবার আমার অবসর নেই। একটা পাপ লুকোতে অনেক পাপের সৃষ্টি করোনা রণেন্দ্র! শত মিথ্যার আবরণে পবিত্র সত্যকে আবৃত করার বৃথা চেষ্টা করোনা।"

বেদনাপূর্ণ স্বরে সজল নয়নে রণেন্দ্র বলিলেন, "শুনলেননা! তবে এই নিন্ মহারাজ! আপনার প্রদত্ত অসি আপনার চরণে রক্ষা করে, আপনার আদেশ অবনতশিরে গ্রহণ করলুম।

তবে আসি মহারাজ! এই শেষ দেখা। যদি কখনও এ কলঙ্ক-কালিমা ললাট হতে ধৌত করতে পারি, তবেই বিকানীরে এসে মুখ দেখাবো, নতুবা এই শেষ দেখা।"

রাজচরণে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক স্খলিত পদে প্রণাম করিয়া রণেন্দ্রনারায়ণ চলিয়া গেলেন।

রাজা পুনরায় অগ্রসর হইলেন; এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে শব্দ হইল, "মহারাজ!"

রাজা দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "তোমার আবার কিছু কৈফিয়ৎ আছে নাকি বিক্রম? দেখ্‌ছি তোমরা খুব প্রত্যুৎপন্নমতি।"

রুদ্ধ অথচ গম্ভীরকণ্ঠে সেনাপতি বিক্রমসিংহ বলিলেন, "না মহারাজ, কৈফিয়ৎ আমার কিছুই নেই। আমার কৈফিয়ৎ—ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে একদিন না একদিন পাবেনই; নচেৎ আমার কৈফিয়ৎ নেই। এই নিন্ আপনার বহুশত্রু-শোণিতসিক্ত তরবারী, এই নিন্ সেনাপতির শিরোপা-অঙ্কিত শিরস্ত্রাণ; আজ থেকে আমি আর এ দুর্গে প্রবেশ করবো না। কিন্তু মহারাজ!"

"কিন্তু কি?"

"কিন্তু আমি বিকানীর ত্যাগ করতে পারবোনা, আমার জন্মভূমি—আমার গৌরব-রাণী কীর্ত্তিকিরীটিনী—আমার জননী বিকানীরকে ত্যাগ করতে পারবোনা, না, না, কিছুতেই নয়। মর্‌তে হয়, আমার গর্ব্বের বিকানীরের বক্ষে, জন্মভূমির ক্রোড়ে—স্বর্গ অপেক্ষা মহিমময়ী, গৌরব-গীতিময়ী বিকানীরের মৃত্তিকায় শুয়ে মরবো, তথাপি বিকানীরকে ত্যাগ করে আমি কোথাও যেতে পারবোনা। বিকানীরের পুণ্য-পীযুষধারায়, বিকানীরের শ্যামল-তৃণ দলোপরি, বিকানীরের সুষমা-মণ্ডিতা সৌন্দর্য্যবিভূষিতা আকাশতলে যে দেহ বর্দ্ধিত, সে দেহের অবসানও সেইখানে হোক।"

"বিশ্বাসঘাতকের আবার মাতৃভক্তি—দেশপ্রীতি! বিধাতার চমৎকার সৃষ্টি তুমি। শোন সেনাপতি! তোমার প্রতি অগাধ বিশ্বাস, অনাবিল স্নেহ, অপার করুণা ছিল তাই তোমার মৃত্যু ইচ্ছা করিনা। স্থিরচিত্তে চিন্তার জন্য তোমায় সপ্তাহকাল সময় দিলুম। আমার আদেশ পালন কিম্বা মৃত্যুকে বরণ—যা অভিরুচি, বেছে নিও।"

"উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই রাজা প্রস্থান করিলেন।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"এ কার জয়ধ্বনি !"

"ঈশ্বরীসিংহের।"

"কে সে ?"

"বিকানীরের নবীন সেনাপতি।"

বিস্ময়ব্যঞ্জককণ্ঠে রাণী বলিলেন, "কে তাকে নিয়োগ করলে ?"

"রাজা স্বয়ং।"

"রাজা !" কোথায় তিনি ?"

"দুর্গে।"

"রাজা প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন ?"

"হাঁ ভগ্নি !"

"রাজা ফিরে এসেছেন, অথচ বিকানীরে আনন্দহিল্লোল নেই, আকাশ-প্রতিঘাতী জয়ধ্বনি নেই ! আশ্চর্য্য ! না মহীপতি, রাজা প্রত্যাবর্ত্তন করেননি, তাহ'লে বিকানীর জড়ের মত নীরব থাক্‌তোনা। তুমি ভুল শুনেছ মহীপতি,—"

"আমি শুনিনি ভগ্নি, নিজের চক্ষে দেখেছি। সেনাপতি বিক্রম-সিংহ তোমার আদেশস্বত্বেও সৈন্যপ্রদানে অসম্মত হওয়ায়, তার সঙ্গে বচসা হয়। ষড়যন্ত্রকারী বিক্রম যখন আমার হত্যায় উদ্যত হয়, ঠিক সেই সময়ে রাজা ও ঈশ্বরীসিংহ উপস্থিত হন। সেনাপতির কার্য্য-কলাপ ও রাজ্যের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য এবং শত্রুকে আত্মগোপনের অবকাশ না দিবার উদ্দেশ্যে রাজা নীরবে নিঃশব্দে আগমন করেন। অনন্তর সেনাপতি ও সহকারী-সেনাপতিকে নির্ব্বাসিত ক'রে, রাজা, ঈশ্বরীসিংহকে প্রধান সেনাপতির পদে বরণ করেন।"

"কে এই ঈশ্বরীসিংহ ?"

"তা জানিনা ভগ্নি, সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবে সে বিকানীরবাসী নয়, রাঠোর।"

"এক সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশী রাঠোর-যুবক, বিকানীরের প্রধান সেনাপতি তার কারণ ?"

"তার কারণ, রাজা বলেন, তার কারণ সেই যুবক ঈশ্বরীসিংহ নাকি দস্যু-কবল হ'তে তাঁকে উদ্ধার করেছে।"

"তাহ'লে সে রাজার জীবনরক্ষাকারী; অপরাজেয় দস্যু লাক্ষ-ফুলানের গর্ব্ব-খর্ব্বকারী। রাজা উপযুক্ত ব্যক্তিকেই সেনাপতির পদ প্রদান করেছেন।"

"না ভগ্নি! সে যতই কেন বীরযোদ্ধা বা উপযুক্ত উপকারী হউক না, তথাপি সে অপরিচিত অজ্ঞাতচরিত্র বিদেশী। প্রধান সেনাপতির পদ অর্থাৎ রাজ্যের শাসন-রজ্জু তার হাতে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। পুরস্কারের কি অন্য পন্থা ছিলনা? রাজা কোযাগার তাকে দিতে পারতেন, সুবৃহৎ একটা জায়গীর দিতে পারতেন। আর এ রাজ্যে কি অন্য কেউ সেনাপতি হবার উপযুক্ত ব্যক্তি নেই? আমার বাহু কি দুর্ব্বল ?"

"তুমি ঠিক বলেছ। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিদ্বয়কে নির্ব্বাসিত করে রাজা যেমন বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি এক অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তিকে এতটা বিশ্বাস করে অদূরদর্শিতার কার্য্য করেছেন। তোমাকেই তাঁর সেনাপতিপদ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য ছিল।"

সহানুভূতি পাইয়া সোৎসাহে মহীপতি বলিলেন, "বলতো ভগ্নি! তা না করে—রাজা এক পথের ভিক্ষুক এনে, বিকানীরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে বসালেন। যদি রাজ্যের মঙ্গল চাও, রাজার মঙ্গল চাও, তবে এখনও রাজাকে ফেরাও ভগ্নী, এখনও সময় আছে—উপায়

আছে। কিন্তু একবার যদি সে সৈন্যদলের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে,—যদি একবার কোনওমতে জনপ্রিয় হ'তে পারে, তখন তাকে আর নড়ান যাবেনা। তখন সে দুর্ব্বল রাজার শিথিল মুষ্টি হতে সমগ্র বিকানীরের শাসনভার বলপূর্ব্বক কেড়ে নিলেও নিতে পারে।"

"কিন্তু বিকানীরের রাজা এখনও এতটা দুর্ব্বল হয়নি মহীপতি।"

চমকিত হইয়া মহীপতি দেখিলেন—তাহার বাক্যের উত্তরদাতা, স্বয়ং রাজা!

রাজা অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "মহীপতি! বিকানীরের রাজা তোমা অপেক্ষা অনেক অধিক বুদ্ধি কৌশল, শক্তি সামর্থ্য ধারণ করে! রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করা রাজার কর্ত্তব্য, তোমার নয়! যাও, নিজের কার্য্য করগে।"

সন্ত্রস্ত কম্পিত হৃদয়ে ভগিনীর প্রতি একবার নীরবে চাহিয়া ক্রোধে জ্বলিতে জ্বলিতে মহীপতি প্রস্থান করিলেন।

রাণীর কিন্তু রাজার বাক্যে বা মহীপতির দিকে লক্ষ্য ছিলনা। তাঁহার বদন অত্যুজ্জ্বল আলোক-সম্পাতে উজ্জ্বলিত, অনাবিল বিরাট্ আনন্দে হৃদয় বিলোড়িত। তিনি শুধু বিমুগ্ধ অচঞ্চল নয়নে রাজার দিকে চাহিয়াছিলেন। মহীপতি প্রস্থান করিলে মুগ্ধ জড়িত প্রেমাপ্লুতকণ্ঠে মৃদু ঝঙ্কারে বলিলেন, "এসেছ!"

কথাটী ক্ষুদ্র হলেও রাজার নিকট তাহা অসংখ্য, বৃহৎ ও অমৃতময় বলিয়া মনে হইল। উদার সরল হাস্যে প্রীতি-স্নিগ্ধস্বরে রাজা বলিলেন, "আমি তো আসিনি রাণি, তুমিই আমায় এনেছ!"

আনন্দে রাণীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিল। তিনি গদ্গদস্বরে বলিলেন, "তুমি তো আর আমার খাতক নও মহারাজ!—তুমি আমার মহাজন। তোমায় আমি ধর-পাকড় করে আনব কেমন করে?"

"প্রেমের ক্ষেত্রে খাতক-মহাজন নাই। এক্ষেত্রে—পরস্পর

পরস্পরের মহাজন। কেহই খাতক নয়। এ মহাজন কেবল স্বেচ্ছায় দিয়েই যায়! ইহলোক বা পরলোকে যেখানেই থাকুকনা কেন, সেইখানেই তার নিকটে অযাচিত প্রেম পাঠিয়ে দিয়ে ব্যাকুল সাধনায় তাকে আকর্ষণ করে! সুতরাং তুমিও আমার মহাজন! আমায় প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট করে, শমনের প্রসারিত বাহু থেকে টেনে এনেছ।

প্রেমময়ি! তুমিই যে আমার উৎসাহের উৎস, আমার জীবনের উপাদান, আমার আনন্দ, আমার শান্তি। বিকানীরের রাজলক্ষ্মী যে তুমিই!”

লজ্জারক্তিমবদনে রাণী রাজার যোদ্ধৃবেশগুলি খুলিতে খুলিতে বলিলেন, “নাও, এখন এই জবরজঙ্গ বোঝাগুলো খুলে ফেলে দেহটাকে হাল্কা কর।”

“কিরকম ক’রে এ সব খুলতে হয়, তা যে ভুলে গিয়েছি রাণি!”

“এতো তোমার ভোলা মন!—তাহ’লে একটু অন্তরালে গেলেই এ দাসীকে—এ পদসেবাকাঙ্খিনী পরিচারিকাকে বোধ হয় ভুলে যাও।”

“তা নয় রাণি! ষোলআনা মনটা তোমায় দিয়ে ফেলেছি; সুতরাং অন্য সব কাজেই ভুল হ’য়ে যায়।”

রাণী শিরস্ত্রাণ আঙ্গরাখা প্রভৃতি উন্মোচন করিয়া দিয়া বলিলেন, “এখন স্থির হ’য়ে বসে বল দেখি, কিক’রে কি হলো? কিক’রে কি ঘটলো?”

একখানি বহুমূল্য আসনে রাজা উপবেশন করিলেন। রাণী উৎকর্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তদ্দর্শনে রাজা সহাস্যে বলিলেন, “রাণি! এ বসা তো আমার সম্পূর্ণ হলোনা!”

“কেন?”

"আমার অর্দ্ধাঙ্গ যে দাঁড়িয়ে!"

স্মিতমুখে বামপার্শ্বে রাণী রাজার সন্নিকটস্থ আসনে উপবেশন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণপরে বিনীতভাবে রাণী বলিলেন, "একটা কথা—অন্যায্য অধিকার হ'লেও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি। যদি রাগ না কর, তবে বলি—"

"রাগ করবো তোমার উপর! যে আমার জীবনসর্ব্বস্ব—বিশ্ব-সংসারে যে আমার একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী, তার উপর রাগ কর্‌বো! ছিঃ রাণি, আমায় এতটা হীন মনে করোনা!"

ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া রাণী বলিলেন, "সেনাপতি বিক্রমসিংহ ও রণেন্দ্রনারায়ণ নাকি নির্ব্বাসিত হয়েছে?"

"হাঁ। সেই দুই সয়তানকে নির্ব্বাসিত করেছি।"

"আর বিক্রমের শূন্যপদে এক অপরিচিত রাঠৌর-যুবককে না কি নিযুক্ত ক'রেছ! এ কি সত্য?"

"সম্পূর্ণ সত্য!"

কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া রাণী বলিলেন, "কেন মহারাজ, আমার সহোদরের বাহুতে কি শক্তি নাই? সে কি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী নয়? সেনাপতির যোগ্যতা কি মহীপতির নাই?"

"শক্তি আছে কি না পরীক্ষা না করলেও—আমার বিশ্বাস, তার সেনাপতির যোগ্যতা আছে।"

"তবে মহীপতিকে সেনাপতিপদ প্রদান না করে, এক অজ্ঞাতকুল-শীল যুবককে সে পদে নিযুক্ত ক'র্‌লে কেন?"

"রাণি, মহীপতিকে বিকানীর-সিংহাসনে বসাতে পারি, কিন্তু সেনাপতির পদ তাকে দিতে পারিনা।"

"কেন?"

"সেনাপতির পদ রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ হলেও সেনাপতি রাজার অধীন—আজ্ঞাবাহী। মহীপতি অতি নিকট আত্মীয়; আত্মীয় আত্মীয়ের আজ্ঞাপালনে অপমান অনুভব করে, উভয়তঃ একটা সঙ্কোচ—শঙ্কা থাকে। আর মহীপতি যোদ্ধা হলেও অতি চঞ্চলচিত্ত বালক, সেনাপতির দায়িত্ব বড় ভীষণ, সেনাপতি রাজ্যরক্ষাকারী, রাজার সিংহাসনের স্তম্ভ। সে গুরুভার বহনে মহীপতি অপারগ।"

"আর সে যুবক যে পারবে,—কেমন ক'রে তা বুঝলে মহারাজ!"

"বুঝেছি তার অদ্ভুত সাহসে, অমানুষিক বীরত্বে, অপূর্ব্ব কৌশলে। যখন শত সহস্র দস্যুর কোষোন্মুক্ত শাণিত তরবারির তলে দাঁড়িয়ে প্রতিপলে মৃত্যুর অপেক্ষা কচ্ছিলুম, সেই সময়ে মাত্র দুইশত সৈন্য সহায়ে বীর যুবক আমায় দস্যুকবল হ'তে উদ্ধার ক'রেছে! লোকে এ কথা বিশ্বাস করতে পারবেনা;—মনে করবে এ অসম্ভব! একটা আজগুবি গল্প মাত্র!"

"মান্‌লুম—শৌর্য্যে, বীর্য্যে সে অতুলনীয়—অজেয়। কিন্তু সিংহাসনে তার লোলুপ দৃষ্টি থাক্‌তে পারে!"

"রাণি! আজ যদি আমি দস্যুর হস্তে বন্দী অথবা নিহত হতুম, কিংবা দস্যু এসে যদি বিকানীর-সিংহাসন অধিকার করে বস্‌তো, তা হ'লে আজ বিকানীরের কি অবস্থা হতো বল দেখি?"

কণ্টকিতদেহে রাণী বলিলেন, "তাহ'লে বিকানীর অন্ধকার-সমুদ্রে ডুবে যেত, আর ভীষণ জলকল্লোলের মত একটা ভয়ঙ্কর হাহাকার-ধ্বনিতে বিকানীরের আকাশ ধ্বনিত হ'য়ে উঠতো!—লক্ষ লক্ষ লোকের তপ্ত নিঃশ্বাসে বিকানীরের বায়ু উষ্ণ হ'য়ে—চঞ্চল হ'য়ে উঠতো!"

"তবে বল দেখি—সেই অন্ধকার-সমুদ্র হ'তে অযাচিত যে যুবক বিকানীরকে উত্তোলন ক'রে তার ললাটে গৌরবটীকা অঙ্কিত করেছে—

অধরে শান্তির হাস্য ফুটিয়েছে, সেই যুবক ঈশ্বরীসিংহই যদি আবার তা কেড়ে নেয়, নিক্; তাতে আমার দুঃখ নেই—ক্ষোভ নেই!—

—ঈশ্বর-ই দান করেন, আবার ঈশ্বর-ই হরণ করেন। ঈশ্বরীসিংহ দিয়েছে, যদি ঈশ্বরীসিংহই আবার নেয়, নিক্; তথাপি প্রাণদাতা—মানদাতাকে অবিশ্বাস করতে পারবোনা। রাণি, আমি বিকানীরের রাজা; অতটা হীনতা এখনও আমাতে আশ্রয় গ্রহণ করেনি!—করবার পূর্ব্বে যেন মৃত্যু এসে কঠোর কুলিশ-প্রহারে আমার হৃদয়কে চূর্ণ করে দেয়।"

সজলনয়নে আসন ত্যাগপূর্ব্বক রাণী বলিলেন "মহারাজ, আমি তোমার অযোগ্যা, তোমার উচ্চ প্রাণকে—মহৎ উদার হৃদয়কে অবনমিত করতে—কলঙ্কিত করতে গিয়েছিলুম! অপরাধিনী আমি,—"

"তবে অপরাধিনী—উপস্থিত তুমি আমার বন্দিনী!"

সত্যই রাণী অচিরে বন্দিনী হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বহুবিধ মনোরম পুষ্পময়, চলন্ত চিত্রময়, সৌন্দর্য্যে ভরপুর, হৃদয় আকুলকরা মনোহর এক উদ্যান।

উদ্যান পুষ্পময়, রূপময়, হাস্য-লাস্যময়।

উদ্যানের বৃক্ষে বৃক্ষে থরে থরে পুষ্প; এখানে পুষ্প, ওখানে পুষ্প, সেখানে পুষ্প, বৃক্ষে পুষ্প, মর্ম্মর-বেদিকায় পুষ্প, তৃণোপরি পুষ্প, পুষ্পে পুষ্পে পুষ্পময়, কুঞ্জে গুঞ্জে লতায়-পাতায় অপরূপ শোভাময়। যেন পুষ্পের দ্বীপ—বিশ্বপুষ্পের ভাণ্ডার, যেন পুষ্পরাজ্য, যেন নন্দনের পুষ্প ও

মর্ত্ত্যের পুষ্প সেই উদ্যানে একত্র মিলিত হইয়া আনন্দোৎসবে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে।

সুরম্য মর্ম্মর-বেদিকায় ও মসৃণ-কোমল তৃণদলোপরি সজীবপুষ্প-কুমারীরা সঙ্গীত-রত আর বৃক্ষস্থ পুষ্পবালারা আনন্দে অধীরা—বিহ্বলা—বিবশা হইয়া হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছিল—মাথা দোলাইয়া তাল দিতেছিল। মধুময় সে কম-কণ্ঠধ্বনি, প্রেমোময় ছন্দোময় সে সপ্তস্বরা সঙ্গীত—সবাই অধীরা! অধীরা—সৌন্দর্য্যে, অধীরা—যৌবন গর্ব্বে, অধীরা—মন-মজান সুললিত নৃত্যছন্দে। তাহাদের মুখে চোখে হাসি—বৃক্ষস্থ পুষ্পেরও মুখে চোখে হাসি। সবাই সুন্দরী, সবাই কিশোরী। মলয়—সজীব-চিত্রের সুর-লহরী আর বৃক্ষস্থিত পুষ্প-বালাদের সৌরভরাশি কাঁধে লইয়া দিগন্তে ছুটিতেছিল। সৌরভে, সৌন্দর্য্যে, সঙ্গীতে উন্মত্ত মাতামাতি কোলাকুলি চলিতেছিল। বড় সুন্দর সে দৃশ্য! সে দৃশ্য প্রেমিকার অনুভূতির—প্রেমিকের স্বপ্ন—রসিকের কল্পনা—বৃদ্ধের অতীত জীর্ণ-স্মৃতি—জ্ঞানীর কিছুনা।

সৌন্দর্য্যের-যৌবনময়ী ষোড়শী-প্রেমিকার প্রেম-সঙ্গীতে উদ্যান মুখরিত। যেন শত ভ্রমরের গুঞ্জন—কোকিলের ঝঙ্কার—পাপিয়ার তান একত্রে সংমিলিত; যেন সব মধুবাদ্য একত্রে ঝঙ্কৃত।

যদি সে সৌন্দর্য্য ও যৌবনের ঘাত-প্রতিঘাতের আলোকচ্ছটা কোন পুরুষ দেখিত বা শুনিত, তবে সে মরিত—জগতের সব ভুলিয়া সেই সজীব চিত্রময়ীদের চরণে নিজের চিত্ত বিকাইত।

সকলেই সঙ্গীতে-বিভোরা—মাতোয়ারা।

সহসা পশ্চাৎ হইতে অমিয়কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "থামিয়ে দে, থামিয়ে দে এ প্রেম সঙ্গীত—থামিয়ে দে। গাইবি যদি গান—তবে এমন গান গা, যার তানে নেচে উঠ্‌বে প্রাণ! গা—চারণীদের গান,—নির্জ্জীব প্রাণও মেতে ওঠে যে গানে।"

সকলে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, বিকানীর-রাজনন্দিনী দণ্ডায়মানা। অধরে তাঁর সরলহাস্য, নয়নে তাঁর চঞ্চল বিজলীপ্রভা, বদনে কম-শোভা, ওষ্ঠে তাঁর ললিত-লাস্যলীলা, অঙ্গে তরঙ্গায়িত যৌবন-সৌন্দর্য্যের প্রবল প্লাবন—মদনের মধুময় খেলা।

সঙ্গীত থামিল। যেন একটা সুর, একটা সজীব রেস থামিল—যেন স্বপ্ন টুটিল।

রাজনন্দিনী ইন্দুজা, বিকানীরের স্বর্গগতা প্রধানা রাজ্ঞীর গর্ভজাতা। শৈশবে মাতৃহীন হইলেও বিমাতা রাণী প্রতিভাময়ীর যত্নে ও স্নেহে তিনি মাতার অভাব অনুভব করিতে পারেন নাই।

রাজবালা অপূর্ব্ব সুন্দরী, কিশোরী, অনূঢ়া। তাঁহার সে রূপের তুলনা নাই, যেন মূর্ত্তিমতী অপ্সরা—যেন সজীব প্রকৃতি-প্রতিমা।

নৃপনন্দিনী অপূর্ব্ব বেশে শোভিতা, নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা। মস্তক মণিময় স্বর্ণসূত্রে বেষ্টিত, কর্ণে হীরক-দুল, যেন চাঁদের পাশে দুটী ফুল। কণ্ঠে মতির মালা, চাঁদের কোলে যেন অত্যুজ্জ্বল তারাহার। বাহুতে রত্নময় বলয় যেন চন্দ্রবেষ্টিত রামধনুর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। মণিমুক্তাদি-খচিত বহুমূল্য গাত্রাবরণখানি তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্রে পড়িয়া রাজকুমারীর সুকুমার অঙ্গে উঠিবার জন্য আকুল আগ্রহে লুটাইতেছিল।

রাজনন্দিনীর প্রধানা সহচরী চতুরা চপলা নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল, "রাজকুমারি! তুমি কি গান ভালবাসনা?"

"না, চারণীদের গান ছাড়া অন্য গান আমার ভাল লাগেনা।"

"কেন?"

"অন্য গানগুলার অধিকাংশই দুর্ব্বলচিত্ত যুবকযুবতীর জন্য সৃষ্টি হয়েছে। শুধু কবির অলীক কল্পনা, শুধু আড়ম্বরপূর্ণ ভাষার ঝঙ্কার! চারণীদের সঙ্গীতে মিথ্যার স্থান নেই, ত্রিভুবন-নিংড়ানো ভাষার

আড়ম্বর নেই,—অথচ প্রাণোন্মাদকারী। গা, তোরা সেই সত্যময় সজীবতাময় উন্মাদনাময় মর্ম্মস্পর্শী চারণীদের গান গা।"

আবার বিহঙ্গিনীর মধুপ-কণ্ঠে উদ্যান ভরিয়া উঠিল, স্তরে স্তরে নাচিয়া-নাচিয়া কাঁপিয়া-কাঁপিয়া সুধার ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইল। আবার সুস্বরে সুতালে, সু-মধুময় সঙ্গীতে পুষ্পবালায়-পুষ্পবালায় ঢলিয়া-ঢলিয়া টলিয়া-টলিয়া মৃদুহাসি হাসিয়া পরস্পর পরস্পরের ঘাড়ে পড়িল। অপূর্ব্ব সে সঙ্গীত। অতি সুন্দর সে স্বপ্নোত্থিতা, সপ্তস্বরাসম কণ্ঠোচ্চারিত মাতৃ সঙ্গীত। ভাষায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, ছন্দে উন্মাদনা, ভাবে ভক্তি-বিজড়িত।

রাজকন্যা সব-ভোলাপ্রাণে সে সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন।

সঙ্গীত থামিল। যেন ত্রিভুবনের ত্রি-তার-গ্রথিত বীণাবাদ্য নীরব হইল। বিহ্বল, বিভোর, বিমুগ্ধ রাজকন্যা মুগ্ধ উদাসকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আহা, কি সুন্দর! কি অমৃতময় এ সঙ্গীত! এর প্রতি মূর্চ্ছনায় জাতীয়-জীবনের উদ্বোধন, প্রতি বাক্যে অতীতের একটা গৌরবস্মৃতি, প্রতি ছন্দে দেশপ্রীতি—মাতৃভক্তি! এ সঙ্গীতের চেয়ে সুন্দর আর কি কোন সঙ্গীত আছে নীলিমা?"

"তোমার কাছে নেই বটে,—কিন্তু আছে।"

"কি সে সঙ্গীত?"

"সে সঙ্গীত প্রেমময়—মধুময়! তার ছন্দে-ছন্দে পুলক, উত্থানে-পতনে প্রেম, ভাবে-ভাষায় ভালবাসা।"

"চুলোয় যাক্, ডুবে যাক্, রসাতল-গর্ভে লীন হোক্ সে সঙ্গীত। ভালবাসা প্রেম রমণীর হৃদয়ে থাক্‌তে পারে, কিন্তু সে কি শুধু পুরুষকে দেবার জন্য?"

"তবে কাকে দেবার জন্য রাজবালা?"

"ভগবান্‌কে দেবার জন্য। আর তা যদি না দেয়, তবে জগতে

সুরধনীর মত সে প্রেম ছুটিয়ে দিক্। জগৎ সে প্রেমধারায় স্নাত হয়ে ধন্য হোক্, শীতল হোক্, পবিত্র হোক্। তা না ক'রে—যে নারী আপনাকে হারিয়ে, রমণীর উপাসক—ললনার স্তুতিকারক পুরুষের পদে সেই নির্ম্মল অগাধ জলধিসম প্রেম ঢেলে দেয়, তাকে আমি ঘৃণা করি।"

"পুরুষমাত্রেই কি রমণীর উপাসক, না ললনার স্তুতিকারক? না রাজনন্দিনি, তা নয়। তুমি যেমন পুরুষের উপর বিরক্ত, তুমি যেমন পুরুষকে ঘৃণা কর, তেমনি অনেক পুরুষ আছে—তারা রমণীর দিকে চায়না, রমণীকে তারা বিষজ্ঞান ক'রে দূরে থাকে।"

"হাঁ। পুরুষ এই রকমই হওয়া চাই। কর্ত্তব্য ও বিবেক দান ক'রে—ধর্ম্মের মুকুট শিরে তুলে—কীর্ত্তির কনক-হারে যে কণ্ঠ শোভিত করতে পারে, সেই পুরুষ। আর রমণীর অসার ক্ষণস্থায়ী রূপমোহে লিপ্ত হয়ে, যে নিজের দেহকে—আত্মাকে রূপের চরণে বলি দেয়, সে শুধু পশু নয়, মহাপাপী। যার কর্ম্ম নাই, কীর্ত্তি নাই সে পুরুষ নয়, মানুষ নয়, জড়পিণ্ড—রমণীর ক্রীড়নক—সজীব-পুতুল।"

"তা বটে, কিন্তু বীর্য্যবান, কীর্ত্তিবান, গুণবান পুরুষ কি রাজস্থানে নেই রাজনন্দিনি?"

"না নেই—তবে হাঁ, একজন ছিলেন বটে।"

"কে তিনি?"

"কে তিনি? তিনি অপ্রতিহত প্রতাপশালী পুরুষসিংহ রাজাধিরাজ ভারতেশ্বর পৃথ্বীরাজ। নীলিমা! নীলিমা! এমন বীর, এমন অমিত-তেজা যোদ্ধা, এমন সমুদ্রপ্রতিহতপ্রতাপ, এমন শমনের সাহস আর কখনও শুনেছিস্ কি? বাপ্পারাওয়ের পর এমন বীর রাজস্থান আর কখন বক্ষে ধারণ ক'রেছে কি? ওঃ, কি অমানুষিক শক্তি! একদিকে সহস্র রাজপুত রাজরাজন্যবর্গ, অন্যদিকে তিনি একা। এক হস্তে তাঁর

রমণী, অন্য হস্তে কৃপাণ। শক্তি ও পুরুষের এমন প্রকৃত মিলন—এমন অমরার অপার্থিব সংঘটন বুঝি এ যুগে আর কখনও ঘটেনি! যেন দ্বাপরের সুভদ্রা-হরণের মত—পার্থের অপার্থিব লীলা-চিত্র প্রদর্শনের মত কলিতে একবার প্রতিফলিত হয়েই চকিতে মিলিয়ে গেল।"

"সত্য বটে, পৃথ্বীরাজ এ পৃথিবীতে বীরত্বে ও শৌর্য্যে অতুলনীয় ছিলেন। কিন্তু রাজস্থান কি এখন একবারেই বীরপুরুষ-হীন?"

"শতবারের পর যদি আরও একবার বল্‌তে হয়, তবুও ব'লব, বর্ত্তমান রাজস্থানে প্রকৃত যোদ্ধা, প্রকৃত বীরপুরুষ এখন আর কেউ নেই! হাঁ, সত্যই কেউ নেই।"

"সমগ্র রাজস্থানব্যাপী শত সহস্র রাজনন্দন যাঁরা র'য়েছেন, তাঁরা তবে কি?"

"তারা সব কঙ্কাল! তাঁদের চিন্তা—প্রেম, তাঁদের আকাঙ্ক্ষা—রমণী। রমণী-হৃদয়-রাজ্য জয় ক'রতে তাঁরা সদাই ব্যাকুল, সদাই চেষ্টিত। সুশাণিত অস্ত্র দেখ্‌লে তাঁদের হৃদয়ে শঙ্কা আসে—তাই তারা অস্ত্র ফেলে যুক্ত করে রমণীর স্তুতিগানে তন্ময় হয়ে থাকেন। কোথায় কোন রাজোদ্যানে নব-পুষ্প প্রস্ফুটিত হ'ল, সেই সন্ধান রাখ্‌তেই তাঁদের সময়াতিবাহিত হয়। যেমন শুন্‌লেন, কান্যকুব্জের রাজোদ্যানে সংযুক্তা-পুষ্প প্রস্ফুটিত হ'য়েছে, অমনি লোলুপ হৃদয়ে সবাই ছুট্‌লেন—সেই কান্যকুব্জে। কিন্তু যখন ভারত-গৌরব-রবি পৃথ্বীরাজ এসে সে পুষ্পটী নিয়ে চ'লে গেলেন, তখন প্রেমিক বীরেন্দ্রবৃন্দ শুধু হাঁ করে চেয়ে রইলেন, —অস্ত্রকোষ হতে অসিনিষ্ক্রামনের বা একটু বাধা প্রদানের শক্তি, সাহস, বা সামর্থ্য কারুর হ'ল না;—এমনি বীরের বীর সেই রাজন্যবর্গ ও রাজকুমারেরা। তারপর আবার যখন শুন্‌লেন, বিকানীর রাজোদ্যানে ইন্দুজা-পুষ্প ফুটেছে, অমনি শতহস্ত প্রসারিত হ'ল। তাদের সেই অস্ত্রধারণে অক্ষম, দুর্ব্বল, ক্ষীণ কম্পিতহস্তে স্বেচ্ছায় বন্দিনী হওয়া

অপেক্ষা মরণও আনন্দের। একটা দস্যু,—প্রমত্ত দানবের মত যথেচ্ছা-চারে রাজস্থানের বক্ষের উপর তাণ্ডব নৃত্য ক'রছে, রাজ চক্রবর্ত্তীর ন্যায় নিজের শক্তিতে সারা রাজস্থান শাসন ক'রছে, চোক রাঙাচ্ছে—তার সে ভ্রুকুটী-কুটিল রক্তিম চক্ষু দু'টো উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে কারও হস্ত প্রসারিত হ'লনা—তার শক্তিকে প্রতিহত করবার সাহস বা ইচ্ছা কারও মনে একবার জাগ্‌লনা!

তারপর এই সেদিনের কথা—একটা মুসলমান এসে সমগ্র রাজ-স্থানের মস্তকে সগর্ব্ব-পদাঘাত করে, রাজবারার পুণ্য-মন্দির সোমনাথ চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধ্বংস করে চলে গেল, অথচ কেউ তার গতিরোধ করতে পারলেনা, আশ্চর্য্য বটে! তাই বলি নীলিমা, রাজস্থান এখন বীরশূন্য, জড়ের মত অকর্ম্মণ্য, বিলাসিতার ঘুমে অচেতন, স্বপ্নে বিভোর, রমণীর মোহে আচ্ছন্ন। হাসি পায়! এই সব রমণী-বসনাঞ্চলধারী পুরুষের চরণে নিজেকে বিক্রী ক'রবো? না—না, তা কখনো পারবোনা। শোন্ সব! আজ এক নূতন খেলা খেল্‌বো। মালীকে মাটী আন্‌তে বল্।"

"মাটি? মাটী কি হবে!"

"মাটীতে মূর্ত্তি তৈরি হবে। তোরা সবাই একটা ক'রে মাটীর নারী-মূর্ত্তি তৈরী করবি, আর প্রতি মূর্ত্তির চরণে নতজানু যুক্তকর, একটা করে পুরুষ মূর্ত্তি তৈরী করবি। যার নিখুঁত তৈরি হবে, তার পুরস্কার এই কণ্ঠহার।"

"এ কি অদ্ভুত খেলা, রাজকন্যা!"

"এ অদ্ভুত নয়,প্রত্যক্ষ। এ খেলা নয়,পুরুষের স্বভাবের স্বরূপ ছবি!"

"বলছ বটে, কিন্তু তোমার এ গর্ব্ব থাক্‌বেনা রাজকুমারী।"

"আমার গর্ব্ব অটুট—কখনই ভাঙ্গবেনা।"

"আমি আবার বলছি—তোমার এ গর্ব্ব ক্ষণভঙ্গুর।"

নবম পরিচ্ছেদ

আহা-হা! কি কনকোজ্জ্বল রক্তিমাময় এই প্রভাত! অতি সুন্দর স্বচ্ছ শান্ত—অতীব মধুর।

বিশ্বের উপর অমৃত নিঝর বহিয়ে, প্রকৃতিকে কনকভূষায় বিভূষিত করে তার অবগুণ্ঠণ উন্মোচনে অপূর্ব্ব স্বর্ণ-বেশে সজ্জিত হ'য়ে, একি মোহনমুর্ত্তিতে উদয় হয়েছ দিনকর? আহা, তুমি এত সুন্দর! এত সুষমা তোমার! তোমার ঐ অরুণ অলক্ত মুর্ত্তি দেখে সহস্রলোচন হবার বর প্রার্থনা ক'রতে সাধ হয়; ক্ষণভঙ্গুর-জীবনে অমরত্ব লাভ করবার বাসনা জেগে ওঠে। কিন্তু তাতো হবে না দেবতা! এ মর-জগতে থেকে ত সে আশা পূর্ণ হবার নয়; আমায় ঐ দেশেই যেতে হবে। তবে দাঁড়াও অংশুমালি, তোমার ঐ সহস্রাংশু জাল ফেলে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, আমি মরজগতের মায়াজাল ছিন্ন করি, তারপর আস্তে আস্তে তোমার জাল গুটিয়ে নিও। একটু দাঁড়াও—ভরা চ'খে একবার শেষ দেখা দেখেনি!"

শিশির-সিক্ত কমলবৎ সজল নয়নে সেনাপতি বিক্রমসিংহ তরুণ অরুণের প্রতি চাহিলেন।

সেনাপতি নদী-তীরে এক উপলখণ্ডে উপবিষ্ট। মস্তকে উষ্ণীষ বা শিরস্ত্রাণ নাই, কোষে অসি নাই, কর্ণে কুণ্ডল বা কিছু নাই। সেনাপতির কেশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, নয়ন কালিমাচ্ছন্ন, বদন বিষাদময়।

সেনাপতি সারা নিশা বিনিদ্র হইয়া শুধু চন্দ্রমার শোভা দেখিয়াছেন, এখন নবারুণের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি নয়ন ফিরাইলেন, দেখিলেন, দূর আকাশের গায়ে ধূসর-ধুমায়িত তরঙ্গায়িত পর্ব্বতমালা।

শস্যক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, যেন নীল আকাশের কোলে তাহার নয়নস্নিগ্ধকর শ্যামকান্তি মিশিয়া এক বর্ণ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে। আর বাতাস তাহাদের উপর দিয়া ঢেউ খেলিয়া বহিয়া যাইতেছে।

প্রকৃতির নগ্ন-সৌন্দর্য্য-দর্শনে সেনাপতির মনে হইল, যেন তাহারা তাহাদের মাথাগুলা নত করিয়া কোন এক অনন্ত শক্তির উদ্দেশ্যে বলিতেছে, ওগো, ওগো আমাদের বরণীয়া, ওগো আমাদের পূজণীয়া! আমাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া ধন্য কর—আমাদের শস্যজীবন সফল কর! সেনাপতি বিমুগ্ধ হইলেন। দেখিলেন, যেন আজ প্রকৃতি-সুন্দরী সবুজ রংয়ের ওড়নাখানি ধরাতলে বিস্তৃত করিয়া দিয়া আনন্দসাগরে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়াছে! বৃক্ষের শাখায়-শাখায়, কাননের লতায়-পাতায় কুসুমরাজি স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত—তাহাদের অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটায় ইন্দ্রধনুও লাঞ্ছিত—পরাজিত। দলে দলে নৃত্য-অধীরা মধুপগণ মধুগন্ধে উন্মাদিনী হইয়া পুষ্পে পুষ্পে ঘুরিয়া ফিরিয়া মধুপান করিয়া বেড়াইতেছে, আবার ক্লান্ত হৃদয়ে ফুলের চুম্বন পানে ফুলের শয্যায় ঘুমাইয়া পড়িতেছে। আহা, কি সুন্দর!

"মা, বিকানীর-জননী আমার! ত্রিদিব-সৌন্দর্য্য-হারিণী—অনন্ত অফুরন্ত শোভাশালিনী,—রূপ-রস-গন্ধময় শান্তোজ্জ্বল, করুণাময়ী মা আমার! তোকে ছেড়ে, তোর এ পবিত্র পুণ্য ক্রোড় হতে কোথায় কোন অজানা দেশে যাব মা? কি পাপ করেছিল এ দীন সন্তান তোর ও রাঙাচরণে, যার গুরুদণ্ডে জননী হ'য়ে বিতাড়িত কচ্ছিস্! না মা, আমায় বিতাড়িত করিস্‌নে মা! আমি যে তোকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবোনা মা! তুই আমার সব। আমার সাধনা—আমার ধ্যানময়ী দেবী তুই—তোর কোল ছেড়ে কোথাও যাবনা মা। তুই যে মা আমার ত্রিদিবেশ্বরী! তুই যে আমার স্বর্গ, মোক্ষ, আমার

আরাধনার দেবী। মরতে হয় তোরই ঐ সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যময়ী ভুবন-হারিণী ভুবন-মোহিনী ভুবন-ভুলান রূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে, ঐ অমল কমল রক্ত-চরণ ধ্যান করতে করতে তোরই চরণতলে মাথা রেখে মরব মা!”

কনক-বসন-পরিহিতা বর্ষাবারি প্লাবিতা তরঙ্গিণি! কোন্ অপরাধে, আমার সারা জীবনের সাধনা বাসনা, আমার কামনা প্রার্থনা সব ডুবিয়ে দিলি অতল-সলিলে? তোর হৃদয়াপেক্ষা গভীরতর কলঙ্কের মধ্যে কেন নিক্ষেপ কল্লি গম্ভীরা! একবার—একবারমাত্র মূর্ত্তিময়ী হয়ে, উচ্চকণ্ঠে বিকানীরকে বল্, এ তোরই ছলনা, এ তোরই রচনা! একবার বল্, অন্ততঃ একবার ভাষাময়ী হ'য়ে আমার রাজাকে বল্, আমি বিশ্বাসঘাতক নই, একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য এ অন্ধকার রহস্যের যবনিকা উত্তোলনে জগৎকে দেখিয়ে দে—জানিয়ে দে বারি-বাহিনী, সেনাপতি বিক্রমসিংহ বিশ্বাসঘাতক নয়—সে রাজভক্ত, মাতৃ-ভক্ত বিকানীর-জননীর স্তন্যপায়ী সন্তান। দে দে, একবার জানিয়ে দে উর্ম্মি-মালিনি!

শুন্‌লিনি, শুন্‌লিনি! তবুও তোর দয়া হলোনা জলময়ি! এত ক্রোধ—এত আক্রোশ তোর আমার উপর! তুই-ই আমার প্রাণে মৃত্যু ইচ্ছা জাগিয়েছিস্—আমায় বিশ্বের চক্ষে নিন্দিত-ঘৃণিত করেছিস্! আমার প্রাণটুকু না নিলে বুঝি তোর তৃপ্তি হবেনা, তরল-তরঙ্গা? তবে তাই নে। বিনিময়ে—যদি দয়া হয়, বলিস্ তোর জল-কল্লোলে চরাচর প্রকম্পিত করে—বলিস্, ‘সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক নয়।’ জগৎ জানুক, সেনাপতি বিক্রমসিংহ পশু নয়—মানুষ, বিশ্বাসহন্তা নয়—মাতৃভক্ত, রাজানুরক্ত বিকানীর-জননীর সেবক।”

সেনাপতি প্রবাহিনীবক্ষে ঝম্পপ্রদানে উদ্যত হইলেন।

সহসা সশস্ত্র একব্যক্তি অতিক্রুত বৃক্ষান্তরাল হইতে নির্গত হইয়া

মরণোন্মুখ সেনাপতির দক্ষিণ কর দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণে, বজ্রকণ্ঠে বলিলেন, “জগৎ তা জেনেছে সেনাপতি।”

চমকিতচিত্তে সেনাপতি পশ্চাতে চাহিলেন, তারপর বিস্ময়াপ্লুতকণ্ঠে বলিলেন, “একি ! নবীন সেনাপতি ঈশ্বরীসিংহ, তুমি ! তুমি কেন এসে সর্ব্বদুঃখহারিণী মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণে আমায় বাধা দিলে ?”

“ভেবেছ কি বিক্রমসিংহ, চক্ষের সম্মুখে মর্ত্তের এক অনৈস্বর্গীক ছবি, সজীব দেবমূর্ত্তিকে এ বারিবক্ষে ডুবে যেতে দোবো। কখনও তা দোবো না সেনাপতি। তুমি যে বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান—মানবের শিরোভূষণ।”

“মরণ-প্রয়াসীকে শ্লেষে বিদ্রুপে জর্জ্জরিত করা বীরের কার্য্য নয় নবীন সেনাপতি।”

“শ্লেষ ? না সেনাপতি, এতে শ্লেষের ঈঙ্গিত নাই, বিদ্রূপের রেখা-পাতও নাই, এ সম্পূর্ণ সরল সত্য। এ আমার অন্তরের অনাবিল কথা।”

“তথাপিও এ রঞ্জিত—বৃথা সজ্জিত। বিশ্বাসঘাতকের স্থান উর্দ্ধে নয়, নরকের নিম্নে—চিরান্ধকারে। বিশ্বাসঘাতকের তুলনা, উপমা, মানব অভিধানের বহির্ভূত। হাত ছাড় যুবক—বিশ্বাসঘাতকের মরণই শ্রেয়।”

“কে বিশ্বাসঘাতক, তুমি ? ঐ সরল সুন্দর শান্ত স্বচ্ছ অমল-কমল-বদন, ঐ করুণা-স্ফুরিত দীপ্তিমান পুণ্যালোকপ্রতিফলিত নয়ন, ঐ দেব-লাঞ্ছিত অনুপম, অতুলন, জ্যোতির্ম্ময় দেহকান্তি, ওকি সয়তান—পিশাচের আবাসভূমি হ'তে পারে ! তাহ'লে যে সৃষ্টি বৃথা—নাম মিথ্যা হবে।”

“নব সেনাপতি, আমার উপর অর্পিত এ মিথ্যা কলঙ্ক কখনও অপনোদিত হবেনা—হওয়া অসম্ভব। আমার শত শপথ—সহস্র বাক্য বৃথা হবে। জলময়ী—ভাষাময়ী মূর্ত্তিময়ী হয়ে এ অন্ধকার-যবনিকা অপসারিত না করলে, সত্যের আলোকমূর্ত্তি বিভাষিত হবে। তাই বলি,

বৃথা যুক্তিতর্কে, মিথ্যা বাক্যে অযথা বিলম্বের প্রয়োজন নাই। হাত ছাড়, ঈশ্বরীসিংহ।"

"ছিঃ বীর, ছি সৈনিক, তোমাতে এ নিবুর্দ্ধিতা শোভা পায়না।"

"এ নির্ব্বুদ্ধিতা নয়, কলঙ্কমোচন।"

"কলঙ্কের কবল হতে উদ্ধারের জন্য আত্মহত্যা—এ নির্ব্বুদ্ধিতা নয় ত কি সেনাপতি? কলঙ্কহীন মানুষ বা দেবতা কেহই নাই। তাই বলি, বৃথা প্রাণ বিসর্জ্জনে কোনও লাভ নাই, আর জীবনের বিনিময়েও ত এ কলঙ্ক মোচন হবেনা বীর!"

"তবে কি বিশ্বের অনাদৃত—মানবের ঘৃণিত হয়ে এ কলঙ্কের স্তূপ মাথায় বহন করে, বিকানীর-জননীর স্নেহচ্যুত হয়ে, দেশে দেশে আত্মগোপনে এই কায়াটীকে—এই দেহটাকে পশুর ন্যায় বহন করতে উপদেশ দাও? কিন্তু উপদেষ্টা! তোমার এই উপদেশ গ্রহণে আমি অক্ষম। যাও, গৃহে ফিরে যাও যুবক।"

"অনর্থক জীবননাশ মানুষের ধর্ম্ম নয়, সেনাপতি।"

"মানুষ! এখনতো আর মানুষ নই, এখন আমি বিশ্বাসঘাতক সয়তান! ছিলুম। একদিন মানুষ ছিলুম। যখন আমার নাম বিকানীর গর্ব্বভরে আনন্দে উচ্চারণ কর্‌ত, যখন আমার ইঙ্গিতে এককালীন লক্ষ শাণিত কৃপাণ শূন্যে উত্থিত হ'ত, যখন সভক্তি অন্তরে আমার নামে সৈন্যরা জল, স্থল, ব্যোম প্রকম্পিত ক'রত, সেই তখন—তখন আমি মানুষ ছিলুম। এখন আমি শুধু ঘৃণার আধার, কু-আদর্শ, মানবের বিপদের মত পরিত্যাজ্য, তাই আজ তুমি আমার উপদেষ্টা। কিন্তু ভাব দেখি একবার যুবক, আজ যদি তোমার শুভ্র যশোলিপ্ত শিরে—মিথ্যা, অনপণেয় এইরূপ কলঙ্ক অর্পিত হ'ত, এই রকম করে—যে জননী জন্মভূমির ক্রোড়ে হেসেছ, খেলেছ, কেঁদেছ—যার-শ্যাম-চ্ছায়ায় থেকে পরিবর্দ্ধিত পরিপুষ্ট হয়েছ, সেই সর্ব্বসৌন্দর্য্যের রাণী, সুষমার

৮১ পৃষ্ঠা—স্পর্দ্ধিত দস্যুসর্দ্দার লাফফুলানকে ভু
"সাধ্য থাকে, আমার আক্রমণ ব্যর্থ কর বাক্য-বীর

রাঠোর শিবাজী—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দস্যু সর্দ্দার—শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সিংহ (মিনার্ভা থিয়েটার)

খনি দেবীস্বরূপিণী জন্মভূমির স্নেহচ্ছায়া হ'তে, সংসারের প্রীতি-ডোর হ'তে জোর করে টেনে হিঁচড়ে তোমায় যদি দূর করে দিত, সহস্র ঘৃণার দৃষ্টি যদি তোমায় সতত দগ্ধ করত, যদি তুমি তোমার দেশের, তোমার রাজার স্নেহ করুণা বিশ্বাস হতে বিচ্ছিন্ন হ'তে, তবে—তবে বল যুবক, তুমি কি করতে! বল রাজপুত, এর চেয়েও দুঃখ, এর চেয়েও মহাশাস্তি—বল বীর, রাজপুতের অভিধানে এর চেয়েও অপরাধ আছে কি? ও হো-হো! এ যে অপরাধ নয়, এ মহানিরয়—মহা যাতনা।

নবীন সেনাপতি! কি করে—কি ভাষায় কেমন করে বোঝাব; কি এক মহা প্রলয়াগ্নি ধূ ধূ করে অন্তরে জ্বল্‌ছে! বড় জ্বালা! বড় জ্বালা! জ্বলে গেল! সমস্ত দেহ হৃদয় শিরা উপশিরা জ্বলে গেল। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ঐ শান্ত শীতল সলিলে এ জ্বালা জুড়াই। একি! একি! তোমার চোখে জল কেন? তুমি কাঁদ কেন? তোমার নয়নে এ অশ্রু কেন?"

এ সহানুভূতির অশ্রু।"

"মিথ্যা কথা। এ সহানুভূতির অশ্রু নয়, সহানুভূতির অশ্রু বিমল, শান্ত, স্নিগ্ধ। কিন্তু তোমার এ অশ্রুতে স্নিগ্ধতা নেই, আছে—উত্তপ্ততা, আছে—অগ্নির প্রদাহ। নয়নে বদনে তোমার সহানুভূতির প্রতিচ্ছবি নেই। নাসারন্ধ্র কম্পিত, চক্ষে অগ্নি-শিখা প্রজ্জ্বলিত, মুখমণ্ডল ভীষণ তীব্র তীক্ষ্ণ প্রদীপ্ত হুতাশন সম রক্তিম। বল বল, সত্য বল, কে তুমি ছদ্মবেশী যুবক!"

"আমি তোমারই ন্যায় ভাগ্যহারা, বিশ্বাসহারা।"

"তা বুঝেছি। কিন্তু তোমার পরিচয় কি?"

ঈশ্বরীসিংহ নয়ন নত করিলেন। তদ্দৃষ্টে বিক্রমসিংহ বলিলেন, "নত নয়ন, নিরুত্তর, তবে কি তুমি পরিচয়হীন!"

ঘৃতস্পর্শিত অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া নত নয়ন উন্নত করিয়া ঈশ্বরী-

সিংহ রোষপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, "সাবধান বিক্রমসিংহ। বাক্য প্রত্যাহার কর, নতুবা—"

ঈশ্বরীসিংহের পিধান নির্ম্মুক্ত অসি নবারুণের রক্তিমালোকে হাসিয়া উঠিল। বিক্রমসিংহ অবিচলিতহৃদয়ে অবিকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "নতুবা নিরস্ত্র আমি, আমায় হত্যা করবে—বাঃ, সুন্দর! পরিচয়হীনের উপযুক্ত কার্য্য।"

দূরে অসি নিক্ষেপে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ঈশ্বরীসিংহ বলিলেন, "অপরাধ হয়েছে ভাই। অমার্জ্জনীয় হলেও—বিকৃত-মস্তিষ্কজ্ঞানে মার্জ্জনা কর সেনাপতি! জেন, আমি রাজপুত। তোমারই মত স্বদেশ সেবক। বল্‌বো আমার দুঃখের কাহিনী। আমার নিরুদ্ধ হৃদয়দ্বার তোমার নিকট উন্মুক্ত করবো। কিন্তু তোমার রাজার নামে, জন্মভূমির নামে শপথ কর, কখনও পরিচয় আমার প্রকাশ করবেনা?"

"শপথ করলুম যুবক।"

"তবে শোনো সেনাপতি। আমি স্বর্গীয় কান্যকুব্জেশ্বর জয়চাঁদের কনিষ্ঠ পৌত্র—শিবাজী।"

"সে কি! তুমি জয়চাঁদের পৌত্র?"

"পরিচয়ে মৃত্যুইচ্ছা জাগে, কিন্তু আমার মৃত্যুতে তো বংশকালিমা যাবেনা, তাই আমি মরতে চাইনা। আমি পিতামহের কলঙ্ক বিদূরিত করতে চাই, নব হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এস ভাই, সমব্যথার ব্যথী, সমদুঃখের দুঃখী, সমপথের পথিক! দু'জনায় সাধনার পথে অগ্রসর হয়ে এ কলঙ্ক-কালিমা বিধৌত করি! যে দস্যুর জন্য তুমি এ কলঙ্কভার বহন কচ্ছ, সেই দস্যুর রুধিরাক্ত ছিন্ন কবন্ধ রাজচরণে উপহার দানে, দস্যুর শোণিত-সাগরে বিশ্বাসঘাতকতা ভাসিয়ে দাও। আর আমি পিতামহের নিমন্ত্রিত পাঠানকে ভারতবর্ষ হতে বিতাড়িত করে, ভারতবর্ষেই পুনঃ হিন্দুরাজ্য স্থাপন করে জগতকে দেখাই, জয়চাঁদ-

পৌত্র—জয়চাঁদ নয়। এস ত ভাই! সমতালে সমলক্ষ্যে সমপদক্ষেপে সমপথে দৃঢ়হৃদয়ে অগ্রসর হই; শত বাধা বিঘ্ন উন্মত্ত বারনবৎ পদদলিত করে মাতৃমন্ত্রে উদ্দীপিত হ'য়ে আলোকের পথে ছুটে যাই!"

"তাই চল বীর। নয় কলঙ্কমোচনে জীবন—আর নয় মরণ।" সংলিপ্ত করে উভয়েই অগ্রসর হইলেন। সহসা গম্ভীরকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "দাঁড়াও!"

নিরুদ্ধ গতিতে স্পন্দিত হৃদয়ে উভয়ে পশ্চাতে দৃষ্টিক্ষেপে দেখিলেন, বিকানীর-রাজ্যেশ্বর চন্দ্রনারায়ণ সোলাঙ্কি দণ্ডায়মান! উভয়েরই ঈষৎ আশা-উৎফুল্লিত নয়নদ্বয় নিষ্প্রভ নিষ্কম্প হইল। কয়েকপদ অগ্রসরে পূর্ব্ববৎভাবে, পূর্ব্বঅনুরূপকণ্ঠে রাজা বলিলেন, "দাঁড়াও, অমনি ভাবে অমনি করে দাঁড়াও, নোড়োনা। বিশ্ব এখনও সম্পূর্ণ জাগেনি, তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে—এ চিত্র তাদের সম্মুখে ধরতে হবে, তাই বলি—দাঁড়াও।"

বিরসবদনে বিমলিননয়নে বিশুষ্ককণ্ঠে ঈশ্বরীসিংহ বলিলেন, "রাজা! আমরা আপনারই অনুরক্ত, আজ্ঞাধীন। আমরা কোনও অসদভিপ্রায়ে যাচ্ছিলুম না, আমরা যাচ্ছিলুম—"

বাধাদানে রাজা বলিলেন, "চুপ্ চুপ্, কথা ক'য়োনা। কোনো কথা শুনবনা, শোনবার শক্তিও নেই। বাঃ, চমৎকার! চমৎকার শোভা! চমৎকার সংঘটন! স্বর্গ মর্ত্ত এক হয়ে গেছে, ত্রি-দিবের শোভা মর্ত্তে নেমে এসেছে, অমরা—বিশ্বের মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হয়েছে। একাকার একাকার সব একাকার—ত্রিভুবন আজ একাকার হয়ে উঠেছে। পুণ্য-পুলক-স্পন্দনে সব নেচে উঠেছে—মেতে উঠেছে। বাঃ, কি সুন্দর, কি মহিমোজ্জ্বল চিত্র! এমনি করে দু'টিতে আমার দু'টি হাতের মত, দু'টি বক্ষের পঞ্জরের মত, দু'টি নয়নের মত আমার সঙ্গে আমার অঙ্গে লিপ্ত হয়ে থাকো, আমায় শক্তিমান করে তোলো। বিক্রম! পুত্র!

বৎস! যেমন তুমি বিকানীর-শক্তির পরিচালক ছিলে, তেমনিভাবে বিকানীর শক্তিকে পরিচালনা কর—তেমনিভাবে সৈন্যদের প্রাণে নব প্রেরণা—নবশক্তিসঞ্চারে তাদের অনুপ্রাণিত কর।"

স্তম্ভিত বিস্ময়ে সেনাপতি বলিলেন, "রাজা! ভৃত্যকে শাস্তি দিতে হয় দিন্, কিন্তু শ্লেষে জর্জ্জরিত করে তার হৃদয়কে দীর্ণ করে দেবেন না; তবে এটা স্থির জানবেন, আমি বিশ্বাস রক্ষক—ঘাতক নই।"

"কোনো কৈফিয়ৎ চাইনা, কোনো কৈফিয়তের প্রয়োজনও নেই। অতীত পৃথিবীর মত এ রহস্য—অন্ধকারের বুকেই থাকুক। সেই অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ করে দেখতে চাইনা, তোমার চরিত্র কি ভাবে তাতে অঙ্কিত আছে। স্বকর্ণে যা শুনেছি, স্বচক্ষে যা দেখছি, তাই যথেষ্ট—আর কিছু দেখ্‌বার শোন্‌বার আবশ্যক নেই। আর শিবাজী! আজ থেকে তুমি বিকানীরের প্রধান অমাত্য। তোমরা দু'টিতে বিকানীরকে সঞ্জীবিত কর, পুণ্য ও ধর্ম্মালোকে উদ্ভাসিত করে দাও, আদর্শ চরিত্রে দেবতার ঈর্ষা জাগিয়ে তোলো। তোমাদের নামে পাপ নরক দূরে যাক্, ন্যায় ও নিষ্ঠা আনন্দে নেচে উঠুক, সপ্তস্বর্গ হতে তোমাদের মস্তকে আশীষ-ধারা বর্ষিত হোক্। বাদ্যের ঝঙ্কারে, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায়, প্রণবধ্বনির মত তোমাদের নাম বেজে উঠুক্।"

দশম পরিচ্ছেদ

"এ কার মূর্ত্তি চামেলীয়া!"

"সেনাপতি বিক্রমসিংহের।"

"মূর্ত্তিটি গড়েছিস্ বেশ।" এই বলিয়া উদ্যানের রক্তিমপথে রক্তিম-বরণী রাজনন্দিনী সহচারিণীদের সহিত অগ্রসর হইলেন। উভয়পার্শ্বে

দণ্ডায়মানা রমণীর মৃ-মুর্ত্তি, আর প্রত্যেকের পদতলে নতজানু যুক্তকর এক একটী পুরুষ মূর্ত্তি। প্রত্যেকের মূর্ত্তিটি দেখিতে দেখিতে সহসা রাজকুমারী একটি মূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া থামিলেন, বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "একি, এ কার মূর্ত্তি! তারপর পার্শ্বস্থিত এক সহচরীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেছে ?"

চম্পকা নাম্নী এক সহচরী সানন্দে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমি।"

"করেছিস্ কি, করেছিস্ কি, ভেঙ্গে দে। এখুনি ভেঙ্গে দে। ভেঙ্গে দিয়ে, যদি পারিস্, এ মূর্ত্তি সিংহাসনে স্থাপন করে, পদতলে এই-সব রমণী মূর্ত্তিগুলোকে লুটিয়ে দে। ভারত-কেতন ভারত-ভাস্কর, রণ-দেবতা, পুণ্যময় পৃথ্বীরাজের চরণতলে শত রাজন্যের শির এখনও প্রণত, ভারতের নরনারী এখনও তাঁর নামে মস্তক আনত করে, আর তুই তাঁর মূর্ত্তি এভাবে গডতে সাহস করেছিস্ ? দেখ্ছি তুই বুদ্ধিহীনা—দে দে, শীঘ্র ও মূর্ত্তি ভেঙ্গে দে।"

অবাকভাবে চম্পকা বলিল, "মহারথী পৃথ্বীরাজকে প্রত্যক্ষ দেখা দূরের কথা ; আমি তাঁর চিত্র পর্য্যন্ত কখনও দেখিনি।"

"তবে এ কল্পনা-মূর্ত্তি কোথা থেকে পেলি ?"

"এ কাল্পনিক মূর্ত্তি নয় রাজকন্যা।"

সাশ্চর্য্যে ইন্দুজা বলিলেন, "কাল্পনিক নয়, তবে এ কার মূর্ত্তি !"

"এ মূর্ত্তি বিকানীরের নবাগত নব-মন্ত্রী রাঠোরবীর—শিবাজীর।"

"শিবাজীর ! এত সাদৃশ পৃথ্বীরাজের আলেখ্যে ও এই মূর্ত্তিতে ? বাঃ, সুন্দর ! একটা বীরের মত চেহারা বটে। চূর্ণ কর এই নত মূর্ত্তি। পরিবর্ত্তে—উন্নত, স্ফীত-বক্ষ কর্, সোজা করে দাঁড় করিয়ে দে।"

মুখরা নীলিমা এতক্ষণ মূকের কত নির্ব্বাকে দাঁড়াইয়াছিল এক পার্শ্বে। এখন সে অগ্রসর হইয়া বলিল, "কেন রাজকন্যা, এ বীরমূর্ত্তি কি সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত নয় ?"

"মূর্ত্তি উপযুক্ত হলেও তার কার্য্য নয়। বিশেষ শিবাজী—জয়চাঁদের পৌত্র—রাজস্থানের কলঙ্ক—মানবের ঘৃণিত।"

"ছিঃ মা, এমন বাক্য উচ্চারণ করে ন্যায়ের অসম্মান ক'রোনা!"

বিস্ময়-চকিতা ইন্দুজা দেখিলেন, অদূরে রাজা। সহচরীরা সভয়ে ধীর গমনে উদ্যান হইতে অন্তর্হিত হইল। নীলিমা উদ্যান ত্যাগ করিল না, তবে সরিয়া দাঁড়াইল। মন্থর পদক্ষেপে রাজা কন্যা সমীপে আসিয়া বলিলেন, "শিবাজী ঘৃণিত নয় মা, পূজিত—বীরের আদর্শ—মানবের উচ্চ উপমা। সে তোমার পিতার প্রাণরক্ষক, বিকানীরের বরেণ্য। মা, কর্ণের চরিত্র কি বিস্মৃত হচ্ছো? সুত-পুত্রের সেই সতেজ বাক্য স্মরণ কর,—'আমি আমার জন্মের জন্য দায়ী নই, আমার কর্ম্মের জন্য দায়ী।' শোন মা, তুমি বিকানীরের ভবিষ্যত উত্তরাধিকারিণী। তোমার উপর বিকানীরের ভবিষ্যত মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর কচ্ছে। প্রজার সুখ দুঃখ সবই তোমার বিবেক বিবেচনায় সংলিপ্ত। বিবাহের বয়সও তোমার উত্তীর্ণ। এখন আর পুরুষের উপর তোমার এ ঘৃণা শোভা পায়না। আর জেনো, তোমার পিতাও পুরুষ। পুরুষজাতির অবমাননায় তোমার পিতাকে অপমানিত করা কন্যার কার্য্য নয়!

"না বাবা, আমি পুরুষকে ঘৃণা করিনা, কিন্তু তীক্ষ্ণতাহীন অসিকে কি কেউ সযত্নে পিধানে আবদ্ধ রাখে? রাখেনা। কারণ সে অপদার্থ অকর্ম্মণ্য। তেমনি মানুষে যদি মনুষত্ব না থাকে তবে সেও অকর্ম্মণ্য, জগতের আবর্জ্জনা, মাংসপিণ্ডমাত্র। বাবা, আমি কার্য্যকে ভালবাসি, কীর্ত্তিকে পূজা করি, মানুষকে শ্রদ্ধা ভক্তি করি। কিন্তু এ জগতে মানুষ ক'জন আছে বাবা! যে শুধু নিজের উদর পূরণের জন্য অর্থ সঞ্চয়ে ব্যস্ত; যে স্বার্থের দাস, প্রবৃত্তির সেবক, সে কি মানুষ?"

"কিন্তু সবাই যদি মানুষ হয়, তাহলেও যে মানুষের আদর ও পূজা সব চলে যায়। কে কার পূজা করবে?"

"পরস্পর পরস্পরের পূজা করবে।"

"মানুষ—মানুষ হয় কিসে, ইন্দুজা ?"

"দানে, উপকারে, চরিত্রে, কর্ম্মে, জ্ঞানে, বিদ্যায় আর প্রতিভায়। যার যা আছে, সে ইচ্ছা করলেই তার পরিপূর্ণতায় মানুষ হতে পারে। ধনবান—ঐশ্বর্য্য দানে পৃথিবীর দুঃখ দৈন্য বিদূরিত করুক, নিঃস্ব—পরোপকারে আত্মোৎসর্গ করে বরেণ্য হ'ক্, চরিত্রবান—চরিত্রের আদর্শ দেখিয়ে উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের শৃঙ্খলা আনয়ন করুক, কর্ম্মবীর—এক একটি কর্ম্মের স্বর্ণ-সোপান নির্ম্মাণে অলস অকর্ম্মণ্যের প্রাণে নব প্রেরণা এনে দিক্, জ্ঞানী—দীপ্ত জ্ঞানবিকাশে অজ্ঞানের হৃদয়ে আলোক বিকীর্ণ করুক্, বিদ্বান—বিদ্যার ছটায় জগতের তামস ডুবিয়ে দিক্,কবি—বীণার ঝঙ্কারে প্রকৃতির বুকে সুরতরঙ্গ, ভাবপ্রবাহ, আনন্দোৎস ছুটিয়ে দিক্, গায়ক—বিশ্বে সুর তাল-মান-লয়ে জীবের চক্ষে নূতন স্পন্দন এনে দিক্, বক্তা—গম্ভীর জীবন্ত ভাষায় শ্রোতার হৃদয়কে উত্তেজনায় ক্ষেপিয়ে তুলুক, যোদ্ধা—অস্ত্রচালনায় জগতে একাধিপত্য বিস্তার করুক্, তাহ'লেই সব মানুষ মানুষের পূজা করবে, বাবা! বীর—কবির বীণা নির্ব্বাক-বিস্ময়ে আনন্দ বিমুগ্ধ অন্তরে শুন্‌বে, আবার কবি—বীরের অদ্ভুত অস্ত্রচালনা, অমানুষিক শক্তি দর্শনে সম্ভ্রমপূর্ণ-নয়নে বীরের প্রতি চেয়ে থাক্‌বে, এইরূপে পরস্পর পরস্পরের পূজা করবে!"

"মা, দস্যুসর্দ্দার লাক্ষফুলান প্রায় বিংশসহস্র সৈন্যসহ বিকানীর আক্রমণোদ্দেশে কোন মতে উপস্থিত হয়েছে। এখুনি যুদ্ধ বাধবে, তাই তোমাকে সত্বর দুর্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে আর উপদেশ দিতে এসেছিলুম। কিন্তু উপদেশ দিতে এসে উপদেশ নিয়ে যাচ্ছি। শুধু তাই নয়, তোর বাক্য এক নবশক্তি আমার প্রাণে এনে দিলে। আর তোকে কিছু বলবোনা, বলবার নেইও কিছু। দুর্গে যাবার জন্য এখুনি প্রস্তুত হও মা।"

"যুদ্ধে কে কে যাচ্ছে বাবা ?"

"আমি, আর সেনাপতি বিক্রমসিংহ।"

"দুর্গ রক্ষা করবে কে ?"

"বিকানীরের প্রধান সচিব—রাঠোর শিবাজী।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাজা চন্দ্রনারায়ণ ও সেনাপতি বিক্রমসিংহ উভয়ে প্রায় পঞ্চবিংশ সহস্র সৈন্য লইয়া দস্যু দমনার্থে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজার ইচ্ছা, 'কলুমদে'ই লাক্ষফুলানকে আক্রমণ করেন, একটা দস্যুকে অগ্রে আক্রমণের সন্ধান দিতে ইচ্ছুক নন্। কিন্তু রাজার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। বিকানীর নগর-দ্বার হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইবামাত্র দস্যুদল প্রবলবেগে রাজ-সৈন্যের উপর আপতিত হইল। রাজা অনুমানে বুঝিলেন, দস্যুসৈন্য অধিক নহে, পঞ্চদশসহস্র হইবে, আর তাঁহার সৈন্য সংখ্যা পঞ্চবিংশসহস্র। উপেক্ষায় রাজা বা সেনাপতি ব্যূহ রচনা না করিয়াই দস্যুসৈন্য আক্রমণ করিলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধান্তে দস্যু-সৈন্য পশ্চাতে হটিতে লাগিল, মহোল্লাসে রাজ-সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। সহসা উভয় পার্শ্ব হইতে অশ্বপদধ্বনি উত্থিত হইয়া উল্লসিত বিকানীর-সৈন্যগণের, বিজয়োৎফুল্ল রাজা ও সেনাপতির গতি রুদ্ধ করিল। কণ্টকিত রোমাঞ্চিত দেহে, আতঙ্কিত হৃদয়ে, শঙ্কাজড়িতনয়নে সকলে দেখিল, উভয় পার্শ্ব হইতে অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্য আসিতেছে। চক্ষের পলকে জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় দূরাগত সৈন্যদল রাজসৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সর্দ্দার লাক্ষফুলানও কেশরী-বিক্রমে সম্মুখ হইতে রাজসৈন্যকে আক্রমণ করিল। দস্যুসৈন্য সুকৌশলে রাজসৈন্যের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টনে

জীবন তুচ্ছ করিয়া ভীষণভাবে ভীমতেজে আক্রমণ করিল। সে প্রবল আক্রমণে রাজসৈন্য একে একে ধরাশায়ী হইতে লাগিল। দূত প্রেরণে দুর্গ হইতে সাহায্যের উপায় নাই; শত্রুর এ ঘনবদ্ধ ব্যূহভেদ করিয়া জীবিত বহিষ্ক্রমণের ও উপায় নাই। রাজা ও সেনাপতি উভয়ে প্রমাদ গণিলেন, রাজসৈন্যেরা যুদ্ধজয়ে নিরাশ হইয়া পড়িল। দীপ্ততেজে জ্বলিয়া উঠিয়া অগ্নিমত বাক্যে উচ্চকণ্ঠে রাজা বলিলেন, "সৈন্যগণ! নির্ব্বাপিত প্রদীপের মত উজ্জ্বল হ'য়ে একবার জ্বলে ওঠো, মরণোন্মুখের মত একবার তোমাদের জননী জন্মভূমিকে শেষ দেখে নাও, একবার তারস্বরে, কম্বুনাদে জলধিতল কম্পিত করে, জাতীয় গান গেয়ে নাও। একবার—শেষবার রাজপুতের বীরত্ব-বহ্নির গগনস্পর্শী লেলিহান শিখায় শত্রুর অঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার অঙ্গ দগ্ধ করে দাও! এসো, বীর ব্রতধারী মাতৃমন্ত্র উপাসক, বিকানীর-জননীর প্রিয় পুত্রগণ! এসো, জীবনের ব্রত সাধন করতে আমার সঙ্গে এসো!"

বলিতে বলিতে রাজা উৎক্ষিপ্ত-তরঙ্গের ন্যায় শত্রুর উপর আপতিত হইলেন। পশ্চাতে 'জয় মা ভবানী' নামে চরাচর কম্পিত করিয়া উল্কা শক্তিতে সৈন্যদল ছুটিল। রাজা তখন বাহ্যজ্ঞান বিরহিত, যেন পাগল প্রমথেশের ন্যায় শত্রুসংহারে রত। সে অপূর্ব্ব অদ্ভুত বীরত্ব দর্শনে শত্রু মিত্র সকলেই বিস্মিত হইল, সে বিজলীগতিসম্পন্ন অস্ত্রচালনা দর্শনে সর্দ্দার লাক্ষফুলান বিচলিত হইল। বুঝিল, রাজাকে হত্যা বা বন্দী না করিলে তাহার এই অসংখ্য সৈন্য মুষ্টিমেয়তে পরিণত হইবে। তখন সর্দ্দার লাক্ষফুলান উচ্চকণ্ঠে স্বীয় সৈন্যদের লক্ষ্যে বলিল, সর্ব্বজয়ী সৈন্যগণ! আজ তোমাদের গর্ব্ব দর্প মান মর্য্যাদা সব চূর্ণ হ'তে বসেছে। যদি তা অক্ষুণ্ণ রাখতে চাও, যদি বিজয়ভেরী বাজাতে চাও, তবে রাজাকে সবাই একযোগে আক্রমণ কর, নতুবা তোমাদের গৌরব, গর্ব্ব, প্রতিষ্ঠা—রাজার অস্ত্রাঘাতে শতচূর্ণ হয়ে মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হবে।"

সর্দ্দার অগ্রসর হইল। প্রোৎসাহিত সৈন্যগণ 'জয় মা শঙ্করী' ধ্বনিতে রাজসৈন্য আক্রমণ করিল। তখন উভয়দলে ভীষণ সংঘর্ষ হইল, পলে পলে উভয়পক্ষের সৈন্যগণ নিয়তি-হৃদয়-বিদারক আর্ত্ত-ধ্বনিতে ভু-লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। রাজা উন্মাদ ঝঞ্ঝার মত ইতঃস্তত ভ্রমণে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিতেছিলেন; চতুর্দ্দিক হইতে তাহার উপর অবিরত নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হওয়ায় রাজার বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন হইল, রুধীরে অঙ্গ স্নাত হইয়া উঠিল, তথাপিও তাঁহার ঘৃণিত অসি ক্ষান্ত হইল না, উপর্য্যুপরী কয়েকটা দারুণ আঘাতে অত্যধিক শোণিতক্ষয়ে রাজা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। হস্ত অবশ হইল, তরবারির গতিও শিথিল হইল। তখন রাজা বাম হস্তে ঢাল ত্যাগে, উভয় হস্তে অসি ধারণে সংহার মূর্ত্তিতে শত্রুশির কর্ত্তিত করিতে লাগিলেন। সহসা শন্ শন্ রবে অদূরনিক্ষিপ্ত একটা তীর আসিয়া সজোরে রাজার বক্ষ বিদীর্ণ করিল। "ওঃ, জগদীশ্বর !" বলিয়া রাজা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইলেন। রাজসৈন্যের মধ্যে আকুল ব্যাকুল ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। নিরাশায় মর্ম্মাহত সৈন্যেরা পলায়নতৎপর হইল। সেনাপতি বিক্রম-সিংহ শত উৎসাহে, শত চেষ্টাতেও তাহাদের সংযত ও একত্রিত করিতে পারিলেননা। বিজয়ী দস্যুসর্দ্দার লাক্ষফুলান—সগর্ব্ব হৃদয়ে, সগর্ব্ব পদক্ষেপে সানুচর নগরের দিকে অগ্রসর হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিকানীরের প্রস্তরনির্ম্মিত সু-উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গশিখরোপরি দুইটী অনিন্দ্যনীয়া সুন্দরী কিশোরী দণ্ডায়মানা। উভয়েই রূপ-লাবণ্য-ময়ী, উভয়েই নয়ন-মনবিমোহন-কারিণী উজ্জ্বল মণিময় অলঙ্কারে অপূর্ব্ববেশে শোভিতা, উভয়েরই মৃদু হাস্যময়ী। তবে প্রথমার রূপ

তীব্র তীক্ষ্ণ, বেশও অন্যাপেক্ষা উজ্জ্বল মূল্যবান। যদি সে মদন উন্মাদ-করন্নপ দর্শনে কেউ পাগল হয়, তাই তাঁর পদ্ম-বদনে ঈষৎ অবগুণ্ঠন। উভয়েই দুর্গ-শিখর হইতে যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। সহসা প্রথমা রূপসী দ্বিতীয়ার অঙ্গে মৃদু কর-সংঘাতে বলিয়া উঠিলেন, "নীলিমা, নীলিমা, বাবা যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। দেখ্‌তে পাচ্ছিসনা, দস্যু-সৈন্য পিছু হটেছে! তুই কি দিন-কাণা?"

"না রাজকন্যা, দিন-কাণা নই, তাহ'লে কি বিক্রমসিংহের বীরমূর্ত্তি এতদূর থেকে দেখ্‌তে পেতুম? দেখ দেখি, বিক্রমসিংহের কি ক্ষিপ্র-কারিতা, কি অস্ত্র চালনা!"

ঈষৎ হাস্যে রাজনন্দিনী ইন্দুজা বলিলেন, "তোমার চোখে বালি পড়ুক। এতই যদি বিক্রমসিংহকে মনে ধরে—"

সহসা পশ্চাতে অস্ত্র-কোষের শব্দ উত্থিত হইল। রাজনন্দিনীর বাক্য আর শেষ হইলনা। শঙ্কা-জড়িত হৃদয়ে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, এক সশস্ত্র, দীর্ঘায়তদেহ বীরমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। একি! এ যে সেই চম্পকার গঠিত মৃন্মূর্ত্তি, সজীব প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি! আহা, এত সুন্দর! সজীবতায় এত সৌন্দর্য্য!"

রাজকন্যা আত্ম-সংযমে অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে অতি সূক্ষ্ম মস্‌লিনের অবগুণ্ঠন, তাঁহার দৃষ্টিকে যুবকের বদন হইতে হইতে ফিরাইতে পারিলনা। যুবক অন্যমনস্কে আসিতেছিলেন। সহসা দুইটী রূপসী ষোড়শীকে দুর্গ-শিখরে দণ্ডায়মানা দেখিয়া তিনিও সাশ্চর্য্যে দাঁড়াইলেন। নির্ভীকা মুখরা নীলিমা যুবককে প্রশ্ন করিল, "কে আপনি?"

নত নয়নে যুবক বলিলেন, "আমি বিকানীরের প্রধান মন্ত্রী, শিবাজী। উপস্থিত এই দুর্গের অধ্যক্ষ।"

রাজকন্যার বক্ষঃস্থল একটু প্রসারিত হইয়া যুবকের বীরত্ব-শৌর্য্য-

মণ্ডিত বদনোপরি নিবদ্ধ হইল। নীলিমা পুনরায় প্রশ্ন করিল, "তা এখানে কি উদ্দেশ্যে এসেছেন ?"

"ঐ দুর্গ-শিখরটি অধিকার করতে।"

"রাজ্য অধিকার করবার শক্তি হারিয়ে, এই রমণী-অধিকৃত দুর্গ শিখরটি অধিকার করতে এসেছেন ? বাঃ, সুন্দর! চমৎকার আপনার

শিবাজীর মুখ-মণ্ডল রক্তকমলবৎ রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। কুপিত স্বরে বলিলেন, "শক্তি আছে কি না আছে, সে পরীক্ষা আপনার নিকট দিতে আসিনি। উপস্থিত ঐ শিখর দেশটা আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

"এই দুর্গচুড়াটুকু হঠাৎ আপনার এত প্রয়োজন হলো কেন ?"

"যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনের জন্য !"

"আপনি তো মন্ত্রী, যুদ্ধের কি জানেন ?"

"না জান্‌লেও আমি এখন দুর্গাধিপতি। প্রয়োজন বুঝ্‌লে রাজার সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ করতে হবে। এখন ঐ শিখরদেশ পরিত্যাগ করুন। রাজ-আত্মীয়া জ্ঞানে আপনার প্রত্যেক প্রশ্নের সম্ভ্রম রক্ষা করে উত্তর দিয়েছি,—আর অধিক কৈফিয়ৎ দিতে বা বিলম্ব করতে অক্ষম আমি।"

"যদি এ স্থান পরিত্যাগ না করি !"

"বিকানীরের শত্রুবোধে আপনাদের অন্য ব্যবস্থায় স্থানচ্যুত করাতে বাধ্য হবো।"

"অর্থাৎ রক্ষী দিয়ে, কিম্বা নিজে হিড়্ হিড়্ করে টেনে, আমাদের মত মস্ত বড় দু'টো বীরকে ফেলে দেবেন, এই তো ?"

"আপনি বুদ্ধিমতী।"

"কিন্তু আমরা কে, তা আপনি জানেন ?"

"কিছু জানবার প্রয়োজন নেই। আপনারা যদি রাজনন্দিনী এবং

বিকানীরের মহারাণীও হন, তথাপি ঐ স্থান ত্যাগে আমি আপনাদের বাধ্য করাব।"

এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে উভয়েই চমকিত হইলেন। রাজকন্যা তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে নীলিমার প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে সোপান শ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইলেন। নীলিমা রাজকুমারীর সে তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টির অর্থ বুঝিল—সেও রাজকন্যার পদাঙ্ক অনুসরণ করিল। কিন্তু মুখরার মুখ বন্ধ হইলনা, সোপান অবতরণ করিতে করিতে সে বলিল, "ক্ষুদ্রা অসহায়া রমণীর প্রতি এ বীরত্ব, আপনার ন্যায় বীরেরই শোভনীয়, অপরের নয়।"

"এ বীরত্ব কর্ত্তব্যজ্ঞান-পরায়ণ বীরেরই নিকট শোভনীয়, কর্ত্তব্যজ্ঞান-হীন—শুধু অস্ত্রধারী মূঢ় পশুর নিকট এ বীরত্ব অশোভনীয়। কারণ, রমণীর স্তুতিবাক্যেই তাঁহাদের রসনা চিরভ্যস্ত। কিন্তু নারি! ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, প্রাণনাশী কীটকে সবল মানুষ এক আঘাতে সংহার না করে দংশনের সুযোগ দেয় কি? শিশু যদি অগ্নি জ্বালায়—বালক এসে যদি শত্রু সম্মুখে নিজের বুক পেতে দাঁড়ায়—তাহ'লে বিঘ্ন জ্ঞানে তাকে বলপূর্ব্বক সরিয়ে দেওয়া কি কর্ত্তব্য নয় নারি?"

উভয়েই শিখরনিম্নে আসিয়া উপনীত হইলেন। শিবাজী-কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া দুর্গ-চূড়াপরি আরোহন করিলেন। রাজকন্যা একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া শিবাজীর মুখ-কমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সে বদন হাস্যময়। ক্রমে সে হাস্য ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল, ক্রমে মিলাইয়া যাইল। উৎকণ্ঠা-ব্যগ্রকণ্ঠে রাজনন্দিনী মৃদুস্বরে নীলিমাকে বলিলেন, "মন্ত্রী কি দেখ্‌ছেন, জিজ্ঞাসা কর্।"

আদেশানুযায়ী নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখ্‌ছেন মন্ত্রী-প্রধান?"

"দেখ্‌ছি—শত্রুসৈন্য সংখ্যায় রাজ-সৈন্যের চতুঃগুর্ণ।"

"সেকি! ভূল দেখেছেন, শত্রুসৈন্য রাজসৈন্যের অপেক্ষা সংখ্যায় অতি অল্প। দস্যু-সৈন্য পলায়নতৎপর।"

"সেটা দস্যু-সর্দ্দারের কৌশল, সে আমাদের চক্ষে ধূলি দিয়েছে। তার অসংখ্য সৈন্য বালুস্তূপ ও প্রস্তর স্তূপের অন্তরালে লুকিয়েছিল, এখন সুযোগ বুঝে একযোগে সবাই রাজাকে আক্রমণ করেছে। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত!"

"কি?"

"রণোন্মাদ রাজা একাকী শত্রুব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করছে! সহস্র তরবারী তাঁর শিরোপরি উত্থিত,—আর মুহূর্ত্ত বিলম্বে বিকানীরের সব যাবে। আমি চল্লুম।"

বলিতে বলিতে দুর্গ-শিখর হইতে শিবাজী লম্ফ প্রদান করিলেন। শঙ্কাকুলিতহৃদয়া পিতৃ-ভক্ত রাজ-বালার অবগুণ্ঠন সরিয়া গেল। শঙ্কিত কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "হে বীর-শ্রেষ্ঠ! এই মুহূর্ত্তে আপনার তেজস্বী অশ্ব ছুটিয়ে দিন্। যদি আমার বৃদ্ধ পিতাকে, বিকানীরের মৃতপ্রায় গৌরবকে দস্যু কবল হতে পুনঃ জীবিত করতে পারেন,—তবে আমার এই কণ্ঠহার, এই সমুদয় অলঙ্কার আপনাকে উপহার দেবো।"

গমনোদ্যত শিবাজী একবার রাজনন্দিনীর প্রতি চাহিলেন; সে মূর্ত্তি দর্শনে শিবাজীর হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্য বিচঞ্চল হইয়া উঠিল। চলিতে চলিতে শিবাজী বলিলেন; "রাজপুত কখন কোনও স্বার্থের জন্য বা উপহারের প্রলোভনে কার্য্য করেনা রাজকন্যা। এ আমার কর্ত্তব্য কার্য্য, আমি করবোই, হৃদয়ের শোণিত বিনিময়েও আপনার পিতাকে, আমার গৌরবময় রাজাকে উদ্ধার করবোই।"

শিবাজী অতি দ্রুতগতিতে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শিবাজী পূর্ব্বাহ্নেই দুর্গে বিংশসহস্র সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পঞ্চসহস্র সৈন্য রক্ষার্থে রাখিয়া, পঞ্চদশ সহস্র সৈন্যসহ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মধ্যপথে পলায়িত রাজসৈন্যের নিকট রাজার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে শিবাজী মুহ্যমান কাতর হইয়া পড়িলেন ;—কিন্তু সে মূহুর্ত্তের জন্য। কাতরতার স্থানে ক্রোধ ও প্রতিশোধ আকাঙ্খায় ক্ষিপ্ত হৃদয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা পরিবর্দ্ধিত গতিতে অগ্রসর হইলেন। সহসা শিবাজী দেখিলেন, অদূরে এক তেজস্বী অশ্বপৃষ্ঠোপরি এক তেজ-সম্পন্ন যুবক বায়ুগতিতে আসিতেছেন। নিকটে আসিলে শিবাজী অশ্বারোহীকে চিনিলেন, বজ্রকণ্ঠে শিবাজী ডাকিলেন, “সেনাপতি বিক্রমসিংহ?”

অতি বেগগামী অশ্ব, সেনাপতির রশ্মি আকর্ষণসত্ত্বেও অনেকটা অগ্রসর হইয়া পড়িল। পুনরায় অশ্ব ঘুরাইয়া শিবাজীর সম্মুখে আসিয়া সেনাপতি অশ্বগতি রোধ করিলেন। পূর্ব্ববৎকণ্ঠে শিবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, “বীরকুলশ্রেষ্ঠ, মহা-ধুরন্ধর সেনাপতি বিক্রমসিংহ! তোমার বিজয়শ্রী-মণ্ডিত ললাট কুঞ্চিত কেন? সদা উন্নত মস্তক ম্লান নত কেন?”

নতভাবেই অনুচ্চকণ্ঠে সেনাপতি বলিলেন, “উন্নত মস্তক আজ নত করে দিয়েছে মন্ত্রী।”

“নত করে দিয়েছে! কে সে মরণ-বিজয়ি?”

“দস্যুসর্দ্দার লাক্ষফুলান।”

“একটা দস্যু তোমার মস্তক নত করে দিয়েছে, আর তুমি সান্ত্বনার জন্য বুঝি অন্তঃপুরে রমণীর বসনাঞ্চলে যাতনার অশ্রু মুছ্‌তে যাচ্ছ? এই বাহ্যিক সৌন্দর্য্যময় দেহটায় এত মমতা তোমার?”

“বৃথা অভিযোগ, অন্যায় তিরস্কার করছেন সচীব। রাজার মৃত্যুতে

সৈন্তেরা সব ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল, আমার শত চেষ্টা সমস্ত উদ্যমও তাদের একত্রিত করতে পারলেনা।”

“তুমিও কেন রাজার সঙ্গে সেই মহান দেশে চলে গেলে না, সেনাপতি? রাজাকে রণস্থলে শুইয়ে রেখে একাকী কলঙ্কিত মুখ নিয়ে প্রত্যাবর্ত্তনে তোমার মৃত্যু ইচ্ছা জাগলনা? আশ্চর্য্য! কি আর বলবো তোমায় সেনাপতি! কোন্ ভাষায় তোমায় ধিক্কার দেবো?—তোমায়—না থাক্, আমি চল্লুম সেসাপতি।”

বেদনা-পুর্ণ কাতরকণ্ঠে সেনাপতি বলিলেন, “সত্যই আমি ধিক্কারের অতীত। রাজা নেই, আমার পিতা নেই, অথচ আমি জীবিত! শুনুন মন্ত্রী প্রতিজ্ঞা আমার। রাজার প্রাণনাশের প্রতিশোধ নোব। বিকানীর বক্ষে শোণিততরঙ্গ প্রবাহিত করবো, বিকানীরের বালুস্তূপ রক্তিম বর্ণ ধারণ করবে, দস্যুসৈন্তের শবদেহে পর্ব্বত নির্ম্মাণ করবো। হত্যার প্রতিশোধ—হত্যা! শোণিতের বিনিময়—শোনিত চাই! ছোটাবো—হত্যার তাণ্ডবলীলা ছোটাবো।”

“তবে এস বীর, এস সেনাপতি, দস্যুসর্দ্দারের রক্তাক্ত কবন্ধ এনে শোক সন্তপ্ত রাণীর পদতলে উপহার দিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা করতে হবে।”

উভয়ে বিদ্যুৎগতিতে অশ্ব ছুটাইলেন। নগরদ্বার সন্নিকটে উপনীত হইয়া শিবাজী দেখিলেন, সানুচর লাক্ষফুলান দ্বারপথে প্রবেশোদ্যত। জলদ গম্ভীরকণ্ঠে শিবাজী আদেশ করিলেন, “দ্বাররুদ্ধ কর।” তন্মুহূর্ত্তে সশব্দে বিশালকায় লৌহদ্বার রুদ্ধ হইল। শিবাজী তখন স্বীয় সৈন্য-গণকে লক্ষ্যে বলিলেন, “সৈন্যগণ! রজ্জু ও কাষ্ঠ-সোপান প্রাচীর-গাত্রে সংলগ্ন কর। একলিঙ্গদেবের জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চসহস্র তীর ধনুকধারী সৈন্য প্রাচীরোপরি উঠা চাই-ই।”

সেই দণ্ডে দূর্গাভিমুখে পবনবেগে কয়েকজন সৈন্য ছুটিল। অবিলম্বে

তাহারা বহু কাষ্ঠ ও রজ্জু-সোপান লইয়া আসিল। প্রাচীরগাত্রে পঞ্চসহস্র সোপান সংলগ্ন হইল। পঞ্চসহস্র তীরধনুকধারী সৈন্য শিবাজীর আদেশ প্রতীক্ষায়, সোপান নিম্নে দণ্ডায়মান হইল!

শিবাজী আদেশ স্বরূপ একলিঙ্গদেবের জয়ধ্বনি করিলেন। অমনি সেই তীরধনুকধারী পঞ্চসহস্র সৈন্য একলিঙ্গদেবের নামোচ্চারণে প্রাচীরোপরি উঠিয়া, অব্যর্থ লক্ষ্যে শত্রুসৈন্য সংহার করিতে লাগিল। শিবাজী ও বিক্রমসিংহ নগরদ্বার উন্মুক্ত করিয়া—সু-উচ্চ পর্ব্বত নিঃসৃত জলধারার ন্যায় শত্রুর উপর নিপতিত হইলেন। সে প্রবল প্লাবনে দস্যু সৈন্য ভূ-লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হওয়ায় সর্দ্দারও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। পলে পলে তাহার সৈন্যসংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল। শিবাজীর ব্যূহ রচনা দর্শনে লাক্ষফুলান বুঝিল, এ ব্যূহ ভেদ তাহার অসাধ্য। চিরবিজয়ী চিরনির্ভীক অক্ষুণ্ণ প্রতাপশালী দস্যুসর্দ্দার লাক্ষফুলানের বক্ষও শঙ্কায় বিকম্পিত হইয়া উঠিল। রোষে ক্ষোভে জ্বলিতে জ্বলিতে উন্মত্তের ন্যায় সর্দ্দার রাজসৈন্য শ্রেণীভেদ করিয়া শিবাজীকে প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করিয়া গর্জ্জনময় ভাষায় বলিল, "রাঠোর বীর, একবার শৃগালের ন্যায় ভীরুতার আশ্রয়ে আমায় পরাজিত করেছিলে, কিন্তু আজ আর তোমার নিস্তার নেই, ঈশ্বরের নাম স্মরণ কর যুবক। এই মুহূর্ত্তেই তোমার জীবনের যবনিকা পতিত হবে।"

লাক্ষফুলানের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া শিবাজী বলিলেন, "বাক্য আর কার্য্য এক হয়না দস্যু। শিবাজী বালক নয়; বাক্যের গর্জ্জনে সে ভীত হয়না। স্পর্দ্ধিত দস্যুসর্দ্দার! রাঠোরের হৃদয় বা হস্ত যে দুর্ব্বল নয়, তোমার বক্ষ-শোণিতে, অসি-ফলকে এ কথা রাজস্থানের মৃত্তিকায় খোদিত করবো। সাধ্য থাকে, আমার আক্রমণ ব্যর্থ কর বাক্য-বীর।"

সত্যই সর্দ্দার, শিবাজীর সে ভীষণ আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারিল না। অস্ত্রবিদ্ধ হৃদয়ে, রাজস্থানদর্প-হারী মহাঅত্যাচারী সর্দ্দার লাফ্ফ-ফুলান অশ্বপৃষ্ঠোপরি হইতে ভূলুণ্ঠিত হইল। একটা সজীব অত্যাচারের মূর্ত্তি, প্রবল একটা শক্তি চিরতরে নিদ্রিত হইল। চিরতরে একটা মহাদম্ভ—অশান্তির অনল—অনন্ত-সলিলে নির্ব্বাপিত হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড

—ঃ*ঃ—

প্রথম পরিচ্ছেদ

কান্যকুব্জের এক সুবৃহৎ প্রাসাদের দ্বিতলোপরি শত আলকোজ্জ্বল সুশোভিত, পুষ্প-সুরভিত নয়নাভিরাম কক্ষে দুইটী তরুণ যুবক একখানি বহুমূল্য কোমল আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথনে রত; উভয়েই বহুমূল্যবান বেশে ভূষিত, উভয়েই সশস্ত্র। যুবকদ্বয়ের মধ্যে একজন পাঠান, অপরটী রাজপুত। পাঠান যুবকটীর পার্শ্বে আজাদ আলি নামক তাঁরই এক প্রিয় অনুচর মদ্যপাত্র ধারণে দণ্ডায়মান! পাঠান যুবকটী মধ্যে মধ্যে মদিরা-সুন্দরীর উপাসনা করিতেছিলেন। এই যুবকদ্বয় বড় সামান্য ব্যক্তি নন্। পাঠান যুবকটী ভারতবর্ষের ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট শাহবুদ্দীনের প্রতিনিধি—অথবা পাঠান সেনাপতি মহা শৌর্য্য বীর্য্যশালী বহু যুদ্ধজয়ী—নাসীরুদ্দীন কবাচার। আর হিন্দু যুবকটি—বিকানীর-রাজ্ঞী রাণী প্রতিভাময়ীর সহোদর, রাও মহীপতি।

গম্ভীরাননে মহীপতি পার্শ্বোপবিষ্ট পাঠান সেনাপতিকে লক্ষ্যে বলিলেন, "শুনুন সেনাপতি, রাজার এই সহসা মৃত্যুতে বিকানীর-সিংহাসন শূন্য। সেনাপতি বিক্রমসিংহ অথবা মন্ত্রী শিবাজী, এই দু'জনের মধ্যে একজন সিংহাসন অধিকার করবেন। আমার ভগ্নী, প্রজা-সাধারণের উপর প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ভারার্পণ করেছেন। প্রজাদের নিকট আমি একরূপ অপরিচিত, তারা সেনাপতি ও মন্ত্রী এই দু'জনরে মধ্যে একজনকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবে।"

"অধিক সম্ভাবনা কার ?"

"মন্ত্রী শিবাজীর।"

"আর বিকানীরের শক্তিমান সেনাপতি নীরব থাকবে, একি সম্ভব !"

"শুধু নীরব থাকবেননা, শিবাজীর সিংহাসন লাভের জন্য তিনিই প্রধান উদ্যোগী ও সহায়। যদিও আমার পরামর্শে, আমার চেষ্টায় সামন্তরাজগণ শিবাজীর বিপক্ষে, তথাপিও আমার বিশ্বাস, সেনাপতির চেষ্টাই সফল হবে। এই শিবাজী যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি শক্তিবান। পথের ভিক্ষুক থেকে নিজের শক্তিতে নিজের বিচক্ষণতায় সে আজ বিকানীরের প্রধান মন্ত্রী—হয়তো বিকানীর সিংহাসনে বসবে। শিবাজীর অস্ত্রে বিদ্যুৎ খেলে, নয়নের তারায় অগ্নি জ্বলে। সে যদি একবার কোন রকমে সিংহাসনে বসতে পায়, তাহ'লে বিক্রমসিংহের সহায়ে এমন সুদৃঢ় লৌহ প্রাচীরে বিকানীর রাজ্য ঘিরে ফেলবে যে, তখন আপনার শত সহস্র সুশাণিত অস্ত্র প্রহার, সে লৌহ-ভিত্তিতে প্রতিহত হবে।"

"হুঁ", তাহলে এখন কি করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন ?"

"শিবাজীকে বিকানীর সিংহাসনে বসতে দোবনা, এটা স্থির জানবেন। তাকে বিকানীরের কারাগারে বন্দী করাব।"

"কি প্রকারে ?"

"আমার কৌশলে আর আপনার সহায়তায়।"

বিস্ময়সূচককণ্ঠে সেনাপতি বলিলেন, "আমার সহায়তায় ! আপনার কথা আমি বুঝ্তে পাচ্ছিনা।"

"এ আর বুঝতে পাচ্ছেননা ? আমি প্রমাণ করাব যে, শিবাজী বিশ্বাসঘাতক, সে আপনার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে। এই গুরুতর অপরাধে তার সিংহাসনলাভে বাধা দেবো, তাকে বন্দী করাব।

আমার বিকানীর-রাজ্ঞীর আদেশ এবং সমস্ত রাজগণের সহায়তায় আমিই বিকানীর সিংহাসনে বসব; তখন আপনার বিকানীর জন্যে একটা প্রাণীহত্যা বা একবিন্দু শোণিত ক্ষয় হবেনা। আপনার আক্রমণেই আমি সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক আপনার বশ্যতা স্বীকার করে, কর প্রদান করব। এখন আপনার সাহায্য পেলেই আমার ও আপনার কার্য্য সিদ্ধি হয়।"

"এ অতি সুন্দর যুক্তি। আমি আপনার সহায়তার জন্য প্রস্তুত। কি করতে হবে, বলুন!"

"শুনুন তবে। প্রথমে বিক্রমসিংহের উপর সন্দিহান ও সামন্ত-রাজগণের বিপক্ষতায় ভীত হয়ে, শিবাজী যেন আপনার সহায়তা লাভের জন্য আপনাকে পত্র লেখে। আপনি তাকে সাহায্য করতে সম্মত হয়ে, বিকানীর আক্রমণ করবার জন্য শিবাজীর নিকট পত্র লিখ্ছেন—আপনার স্বাক্ষরিত এইরূপ একখানা পত্রের প্রয়োজন। আপনার এই পত্রই তাকে কারাগারে টেনে আনবে।"

"দেখ্ছি আপনি কৌশলী, অতি বুদ্ধিমান। উত্তম, পত্র লিখে দিচ্ছি।"

"ইঙ্গিতে আজাদআলি লিখনির সরঞ্জাম আনয়নে প্রভুর সম্মুখে ধারণ করিল, লেখনি গ্রহণে সেনাপতি পত্রে লিখিলেন—

ভবিষ্যৎ বিকানীর অধিপতি বীরবর শিবাজী।—

আপনি, সেনাপতি বিক্রমসিংহের প্রতি সন্দিহান হইয়া ও সামন্তরাজগণের বিপক্ষতাচরণে, বিকানীর সিংহাসনলাভ অসম্ভব বোধে—আমার সাহায্য লাভার্থে যে পত্র লিখিয়াছেন সে পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আপনার ন্যায় বীরের সাহায্য করা গৌরবের কথা। আপনি বিকানীরের প্রধান মন্ত্রী। ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ রাজার অবর্ত্তমানে বিকানীর সিংহাসন আপনারই, শুধু তাই নয়—

বিত্তায় বুদ্ধিমত্তায়, বিচক্ষণতায় বিকানীর সিংহাসনের আপনিই উপযুক্ত। আমি অতি আনন্দের সহিত আপনাকে আমার যথাশক্তি সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি। কখন, কোন্ সুযোগে, কোন্ পথে আক্রমণ করিতে হইবে জানাইবেন; আপনার আদেশমাত্র বিকানীরের দ্বারে আমার অস্ত্রঝঙ্কার ধ্বনিত হইবে।

ইতি—

প্রীতিপ্রার্থী পাঠান সেনাপতি, নাসির উদ্দীন কবাচার।

লিখন সমাপ্তে সেনাপতি পত্রখানি মহীপতির হস্তে প্রদান করিলেন। আগ্রহে পত্র গ্রহণে—ততোধিক আগ্রহে পত্র পাঠান্তে সরল-হাস্যে মহীপতি বলিলেন, "বাঃ, এ অতি উত্তম লেখা হয়েছে—হঁ্যা, আর একটু সাহায্য আপনাকে করতে হবে।"

"কি বলুন!"

"আপনার এই আজাদআলিকে আমার প্রয়োজন।"

"কেন?"

"আমি দেখাব, আজাদ যেন এই পত্রের বাহক। শিবাজীকে ছদ্মবেশে পত্র দিতে বিকানীরে এসেছিল, আমি সন্দেহে তাকে ধৃত করে এই পত্রখানি পাই। তাতে আর কারও সন্দেহ হবেনা।"

কম্পান্বিত কলেবরে—কম্পণযুক্ত স্বরে আজাদ বলিয়া উঠিল, "এঁ্যা! আমি কেন! আমি কেন! আমার উপর এ মেহেরবাণী কেন! জঁাহাপনার তো আরও অনেক লোক রয়েছে, তাদের উপর এ মেহেরবাণী করুননা।"

আজাদকে আশ্বাসিত করিবার জন্য মহীপতি বলিলেন, "ভয় নেই আজাদ, দূত বা গুপ্তচর রাজপুতের অবধ্য। আর আমি যখন রয়েছি তখন তোমার কোন শঙ্কা নেই, শুধু তাই নয়; এতে তুমি প্রচুর পুরস্কার পাবে।"

"না না, তা বলছিনা, তবে কিনা--এই তবে কিনা—এই বুঝছেন কিনা, তা আমি এই নূতন সাদী করেছি কিনা? তা আপনি যখন বলছেন, তখন যমের বাড়ীতেও যেতে পারি।"

মহীপতির প্রতি প্রংশসাসূচক দৃষ্টিক্ষেপে সেনাপতি বলিলেন, "চমৎকার কৌশল আপনার! আজাদ, নর্ত্তকীদের ডাক, নৃত্যগীতে রাজশ্যালকের চিত্ত বিনোদন করুক।"

"আজ্ঞে হাঁ-জাঁহাপনা, সে'টা চাই বই কি।"

আজাদ কক্ষ ত্যাগ করিল, এবং অনতিকাল মধ্যে একদল সেনাপতির বেতনভুক্ত নর্ত্তকীসহ কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "এস এস, রূপসী প্রেয়সী মহিষীরা এস, কুরঙ্গ-লোচনা, বিদ্যুৎবরণী, পুরুষ-সংহারিনী বাঈজী বিবিরা এস। জাঁহাপনা! এই নিন্—মেওয়ার দল, চিড়িয়ার পাল এনেছি। নাও,নাও—হুরী বিবিরা নাচো, কোকিলের ঝঙ্কার তোল, গাও, স্ফুর্ত্তি ওড়াও, প্রেম ছোটাও, দিল বিলাও, দিল নাও—বাজুক নূপুর ঝুম্-ঝুমাঝুম্।"

নূপুর ধ্বনিতে, হাস্য-কল্লোলে, বাদ্য-ঝঙ্কারে কক্ষ মাতিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুনির্ম্মল প্রভাতে পুষ্প-সৌরভ-প্লাবিত নয়নাভিরাম শয়নকক্ষে অমল-ধবল শ্বেত মর্ম্মরোপরি বিস্তৃত এক বহুমূল্য আসনে রাজনন্দিনী ইন্দুজা উপবিষ্টা। রাজকন্যার সন্মুখে কতিপয় আলেখ্য পতিত, কেবল একখানি সশস্ত্র বীরের তৈলচিত্র তাঁর দক্ষিণ হস্তে, আর বামদিকে রাজকুমারীর স্বহস্ত-গ্রথিত এক পুষ্প মাল্য বিরহিনীর ন্যায় ভূপতিতা। রাজ-

তনয়া কখনও আলেখ্য রাখিয়া পুষ্প-অঙ্গুলী সঞ্চালনে পুষ্পে পুষ্পে সংযোজনা করিতেছিলেন, আবার কখনও পুষ্প-নয়ন হু'টিতে বীরের মূর্ত্তি দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে হাস্য-রঞ্জিত-অধরা এক কিশোরী ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে রাজকন্যার সম্মুখে উপবেশনে কোমল মধুসিঞ্চিতকণ্ঠে বলিল, "রাজকন্যা, দেখে ফেলেছি।"

ভূপ-বালা ত্রস্তে পুষ্প-মাল্য ও আলেখ্য লুকাইয়া হাস্যযুক্ত বদনে বলিলেন, "কি দেখে ফেলেছিস্ নীলিমা ?"

"তোমার ঐ লুকান মালা ও ছবি।

"ছবি দেখায় কি এত অপরাধ যে তোকে দেখে লুকোবো।"

"দেখায় অপরাধ নেই, কিন্তু গোপানে দেখায় অপরাধ। রাজকন্যা, বলবে ?"

"কি ?"

"ও ছবিখানি কার ?"

"বলবোনা।"

"তুমি না বল্লেও আমি বুঝেছি, ও ছবি রাঠোর-শিবাজীর !"

"তোমার মরণ !"

"তা হোক্, তোমার যে পতিবরণ! গোপনে আবার মালাও গাঁথছিলে। এ মালা কার জন্যে গাঁথ্ছিলে রাজকুমারি !"

"তোমার জন্য প্রিয়তম।"

"সত্য বলবো, কার জন্য মালা গাঁথ্ছিলে ?"

"বল্ দেখি !"

"তোমার সম্মুখস্থিত রাঠোর বীরের প্রতিমূর্ত্তির কণ্ঠে পরাবার জন্য, রাজকন্যা! যে পুরুষকে ঘৃণায় অবজ্ঞায় যুক্তকরে রমণীর চরণে লুণ্ঠিত করেছিলে, আজ সেই পুরুষের মৃ-মুর্ত্তির সম্মুখে তুমিই ভিখারিণীর ন্যায় উপবিষ্টা, একি বিপরীত রঙ্গ রাজবালা !"

"এ বিপরীত রঙ্গ নয়, এ বীরত্বের পূজা।"

"এ বীরত্বের পূজা নয়, এ প্রেমের পূজা।"

"প্রেমপাগলিনী, তুমি যমের সঙ্গে প্রেম করগে যাও।"

এই বলিয়া রাজকুমারী স্বীয় কুসুম-কোমল কুসুমকরে একটি কুসুম-লইয়া সহচরী নীলিমার কুসুম অঙ্গে নিক্ষেপ করিলেন। কুসুম-অঙ্গস্পর্শে কুসুমটী ভূমে পতিত হইল, তাহার পল্লব খসিয়া পড়িল। কলহাস্যে নীলিমা বলিল, "দেখলে রাজকন্যা ?"

"কি ?"

"এই কুসুমের কোমলতা একটু মাত্র আঘাতও সহ্য করতে পারলেনা, ঝরে প'ড়ল। রমণীও ঠিক এই কুসুমেরই মত কোমল। সামান্য আঘাতের ভারও সহ্য করতে পারেনা। একটু তিরস্কারে, একটু অনাদরে শুকিয়ে যায়। অভিমানে হৃদয় কেঁপে ওঠে, অশ্রুর নদী সৃষ্টি করে। তাই পুরুষ রমণীকুসুমকে সযত্নে, আদরে, প্রেমবারিসিঞ্চিত করে রাখে, পাছে না ঝ'রে পড়ে—না শুকিয়ে যায়।"

নত নয়নে রাজকন্যা চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাই কি ? নীলিমা, তাই কি ?"

"হাঁ, তাই।"

"নীলিমা !"

"কেন রাজনন্দিনি ?"

"মনে পড়ে ?"

"কি ?"

"তোর সেদিনের সে কথা মনে পড়ে ?"

"পড়ে।"

"নীলিমা, তোর কথাই ঠিক হ'লো, তুই-ই জিত্‌লি, সত্যই আজ আমি পরাজিতা।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিকানীর আজ পরিণয়ের পাত্রীর ন্যায় অতুল শোভায় সাজিয়াছে। পুষ্পে পতাকায় হাস্য হিল্লোলে আনন্দ-কল্লোলে বিকানীর আজ মাতোয়ারা! সুবিশাল সুসজ্জিত রাজ-দরবার লোকে পরিপূর্ণ। মধ্যস্থলে শূন্য রত্নময় সিংহাসন—সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে সেনাপতি বিক্রমসিংহ ও মন্ত্রী শিবাজী দণ্ডায়মান। সিংহাসনের সোপান সন্নিকটে এক প্রবীন সামন্তরাজ দণ্ডায়মান। সম্মুখে রাজন্যবর্গ, সর্দ্দার ও সামন্তগণ এবং সম্ভ্রান্ত প্রজামণ্ডলী উপবিষ্ট। বিরাট জনময় দরবারগৃহ নীরব চঞ্চলতাহীন। দণ্ডায়মান প্রবীণ সামন্তরাজ মহীপতির পক্ষে মহীপতির দোসর। শিবাজীকে লক্ষ্যে উক্ত সামন্তরাজ বলিলেন, "রাঠোর বীর! আপনি এই বিশাল রাজ্যের মন্ত্রী, কর্ণধার। আপনারই মন্ত্রণার উপর রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল স্থাপিত। সুতরাং আপনিই প্রথমে—কে এই সিংহাসনের উপযুক্ত অনুমোদন করুন, আপনার অভিমত শুনতে আমরা সকলেই উৎসুক।"

শিবাজী জলধি-গর্জ্জনবৎকণ্ঠে বলিলেন, "আমার অভিমত, শৌর্য্যে বীর্য্যে, কর্ম্ম-দক্ষতায় যে বিকানীররাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; বিকানীর সিংহাসন তাঁরই। বিক্রমসিংহই বিকানীর সিংহাসনের একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি।"

শিবাজীর গুরু গম্ভীরধ্বনি নীরব হইল। নীরব দরবার গৃহে মৃদু আনন্দ-কল্লোল উত্থিত হইল। তদ্দৃষ্টে সেনাপতি বিক্রমসিংহ বলিলেন, "শুনুন আপনারা, বিকানীরের মধ্যে শিবাজীই শ্রেষ্ঠ বীর, আদর্শ চরিত্র, মহান পুরুষ, বিকানীর সিংহাসনে অধিকার একমাত্র তাঁর। আপনাদের কি অভিমত জান্‌তে চাই।"

সামন্তরাজ তদুত্তরে বলিলেন, "আমি সমস্ত সামন্তরাজ ও প্রজাবর্গের প্রতিনিধিস্বরূপ বল্‌ছি, শিবাজী বিকানীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হ'তে পারেননা। আমরা তাঁর অধীনতা স্বীকার কর্‌তে সম্মত নই।"

বিক্রমসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কারণ জান্‌তে পারি কি ?"

"কারণ—শিবাজী নবীন যুবক, অপরিপক্কবুদ্ধি, রাজ্য শাসন করা বালকের খেলা নয়।"

"তা জানি সামন্তরাজ, কিন্তু এ উক্তিও আপনার মুখে শোভা পায়না।"

"কেন ?"

"জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধির সঙ্গে বয়সের সম্বন্ধ নেই, এ কথাটা স্মরণ রাখবেন।"

"তা না হ'লেও শিবাজীর জন্মস্থান বিকানীর নয়, বিকানীরের প্রতি তাঁর মমতা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকতে পারেনা। আপনি বিকানীর সিংহাসনে বসুন, আমরা স-সম্ভ্রমে মাথা নোয়াব, জয়গানে আকাশ মুখরিত করবো।"

"স্বীকার করি, শিবাজীর জন্মস্থান বিকানীর নয়, কিন্তু রাজস্থান তো বটে! আর এ উক্তি শিবাজীর জন্য নয়, অপরের জন্য। শিবাজীর হৃদয় সঙ্কীর্ণ বা গভীরতার মধ্যে আবদ্ধ নয়; শিবাজীর হৃদয়—শিবাজীর কার্য্য গৌরব-মণ্ডিত, হিরণ-কিরণভূষিত। তা নাহ'লে বিকানীরের জন্য তিনি হৃদয়-শোণিত উৎসর্গ কর্‌তেন না, স্বেচ্ছায় শত্রু তরঙ্গে ঝাঁপ দিতেননা। বিকানীরের সিংহাসন তাঁর নিকট ঋণি, আর বিশেষতঃ শিবাজী যখন বিকানীরের প্রধান মন্ত্রী, তখন সিংহাসনে তাঁরই অধিকার।"

"সব বুঝি সেনাপতি, তথাপি রাজপুতনার মহা শত্রু, রাজপুত

জাতির মহাকলঙ্ক জয়চাঁদের পৌত্র বিকানীর সিংহাসনে কিছুতেই বস্‌তে পারেননা। তাহলে বিকানীরেও জয়চাঁদের রোপিত বৃক্ষের বিশ্বাসঘাতক ফল ফলতে পারে।"

ক্রোধপূর্ণ-কণ্ঠে বিক্রমসিংহ বলিলেন, "একটু সাবধানতা সহকারে বাক্য-প্রয়োগ করবেন সামন্তরাজ। তর্কে আমার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন—শিবাজীকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করান। আমি শুদ্ধ জান্‌তে চাই, আপনাদের সকলেরই কি এক মত ?"

অনেকেরই কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "একমত।"

বিক্রমসিংহ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "আর আমি যদি সিংহাসনে উপবিষ্ট হই ?"

সমস্বরে উত্তর হইল, "আমরা অবনত মস্তকে আপনাকে রাজা ব'লে স্বীকার কর্‌বো।"

"উত্তম।" বিক্রমসিংহ ধীর পদক্ষেপে সোপানাতিক্রমে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অমনি শত সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "জয় বিকানীর অধিপতি—রাজা বিক্রমসিংহের জয়।"

জয়-ধ্বনি নীরব হইলে বিক্রমসিংহ সু-উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "সামন্ত-রাজগণ, রাজন্যবর্গ, সম্ভ্রান্ত প্রজামণ্ডলি! আপনাদের ইচ্ছানুসারে আমি বিকানীর সিংহাসনে বসেছি! আমার আদেশ রাজার আদেশের মতই আশা করি আপনারা অবনত শিরে ন্যায়-অন্যায় না বিচার ক'রে গ্রহণ কর্‌বেন। আর একটা কথা, সিংহাসন সম্পূর্ণভাবে আমার ?"

শতকণ্ঠে উত্তর হইল, "নিশ্চয়ই।"

"উত্তম, তবে রাজার অধিকার নিয়ে পূজনীয়া মহারাণীর নাম স্মরণে এ সিংহাসন আমি শিবাজীকে প্রদান করলুম।"

বিক্রমসিংহ সিংহাসন ত্যাগে নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মুগ্ধ

দর্শক, মুগ্ধ-নয়নে বিক্রমসিংহের পুণ্য-প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিল। মুগ্ধ শিবাজী, মুগ্ধ হৃদয়ে বলিলেন, একি নূতন ছবি, নূতন মূর্ত্তি প্রকটিত কর্‌লে সেনাপতি! এ যে ধারণার অতীত, সাধনার দ্রব্য। যেন মহত্বের পূণ্য-প্রবাহ, স্বর্গের আলোক-প্রপাত। এই অতুল সম্পদ, অতুল সম্ভ্রম উপেক্ষা করে, একটা সুবিশাল রাজ্যের অধীশ্বর পদ অবহেলায় দলিত করে, বিকানীরের ষড়ৈশ্বর্য্যমণ্ডিত সিংহাসন ধূলিকণার মত যে বিলিয়ে দিতে পারে, সে মানুষ নয়, দেবতা— বুঝি তারও বড়। সেনাপতি, বন্ধু, তোমার স্পর্শসুখে আমাকে ধন্য কর।"

বিমুগ্ধ শিবাজী, বিক্রমসিংহকে আলিঙ্গন করিলেন! দুইটী করুণা-মহত্বপূর্ণ-হৃদয় এক হইল। সকলে নির্ণিমেষে ক্ষণিক সে মিলন নীরবে দেখিল। আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া সেনাপতি কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিলেন, "মানুষ যদি হয়ে থাকি, তবে তোমারই করুণায় হয়েছি। তুমিই আমায় স্বর্গের আলোক দেখিয়েছ, ধর্ম্মের ভেরী তুমিই আমায় শুনিয়েছ। তুমি প্রভু, আমি ভৃত্য। তুমি গুরু, আমি শিষ্য। শিষ্য বহুমুল্যবান বেশে বিভূষিত হ'য়ে মণি-মাণিক্য-খচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট থাক্‌বে, আর গুরু সিংহাসন নিম্নে, শিষ্যের আদেশ প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাক্‌বে! এ অস্বাভাবিক কখনও হ'তে পারেনা। দ্বিরুক্তি ও অনুরোধ না ক'রে সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সিংহাসনের শোভা সম্পাদন কর; তোমার আদেশ পালনে ধন্য হই।"

"মহানুভব সেনাপতি, যতদিন বিকানীর থাক্‌বে, ততদিন তোমার কীর্ত্তি বিলুপ্ত হবেনা! তোমার নামে শিশুর অধরে হাস্য স্ফুরিত হবে, ব্যধিগ্রস্থ রোগীর যন্ত্রণার উপশম হবে, সকলে স-ভক্তিতে তোমার নামে মাথা নোয়াবে। যাও ভাই, সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে মহত্বের উজ্জ্বল আলোকপ্রভায় সমগ্র বিকানীর প্লাবিত কর, সে আলোকে

বিকানীর রাজ্যের অন্ধকার বিদূরিত হোক, বিকানীর শ্রদ্ধানত হৃদয়ে তোমার দেবোপম বীরমূর্ত্তি পূজা করুক।"

"শিবাজী, রাজা কে?"

"একমাত্র তুমি।"

"রাজা ব'লে আমায় স্বীকার কর?"

"সহস্রবার করি।"

"বিকানীরের রাজা সকলের প্রভু?"

"শুধু প্রভু নয়,—দেবতা।"

"রাজাদেশ পালনে সকলে বাধ্য কি না?"

"রাজাদেশে সকলে জীবনদানেও বাধ্য।"

"উত্তম, তবে আমার আদেশ; সিংহাসনে উপবেশন কর।"

"পরাজয় স্বীকার করলুম। বেশ, তবে তাই হোক।"

শিবাজী সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সামন্তরাজ অথবা অন্য কেহই বাধা দানে বা আপত্তি করিতে সাহসী হইলেননা। সহসা অতি দ্রুতবেগে মহীপতি দরবারগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সিংহাসন সন্নিকটে আসিয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধনে বলিলেন,"আপনাদের সকলেরই নিকট আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে।"

পূর্ব্বোক্ত প্রবীণ সামন্তরাজ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "কি, বলুন।"

"অপুত্রক রাজার অবর্ত্তমানে বিকানীর সিংহাসনের যথার্থ অধিকারী কে? রাণী প্রতিভাময়ী, না বিদেশী ভৃত্য শিবাজি!"

আবার দরবার কক্ষ প্রকম্পিত করিয়া সমস্বরে ধ্বনিত হইল, "মহারাণী প্রতিভাময়ী।"

"আপনারা রাণীর আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত?"

বহুকণ্ঠে উত্তর হইল, "নিশ্চয়ই।"

তখন শিবাজীর প্রতি সগর্ব্ব দৃষ্টিক্ষেপে সদর্প বাক্যে মহীপতি বলি-

লেন, "তবে রাণী প্রতিভাময়ীর আদেশে তাঁর প্রতিনিধিস্বরূপ আমি বল্‌ছি, সিংহাসন থেকে নেমে এস শিবাজী।"

নত নয়নে, নত মস্তকে শিবাজী সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন। বিক্রমসিংহ এতক্ষণ বিস্ময়ে নীরব ছিলেন, এখন শিবাজীকে সত্যই সিংহাসন হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া রোষদীপ্তকণ্ঠে মহীপতিকে লক্ষ্যে বলিলেন,"আর আমি রাণী প্রতিভাময়ীর প্রধান ভৃত্যের অধিকারে এবং বিকানীরের প্রধান সেনাপতির দায়িত্বে বলছি, বিকানীর-রাজ্ঞীর স্বাক্ষরিত আদেশপত্র ব্যতীত শিবাজীই বিকানীরের রাজা।"

"তাও আছে সেনাপতি। এই দেখুন সামন্তরাজ, রাণী প্রতিভাময়ীর অনুজ্ঞাপত্র। তিনি আমাকেই বিকানীর সিংহাসন দান করেছেন।"

এই বলিয়া সত্যই মহীপতি মহারাণীর স্বাক্ষরিত অনুজ্ঞাপত্র সামন্তরাজের হস্তে প্রদান করিলেন। সামন্তপ্রবর অনুজ্ঞাপত্র উচ্চকণ্ঠে পাঠান্তে বলিলেন, "রাণী প্রতিভাময়ীর আদেশ আমাদের সর্ব্বদাই শিরোধার্য্য। আপনিই বিকানীরের রাজা।"

গর্জ্জিতকণ্ঠে সেনাপপতি বিক্রমসিংহ বলিলেন, "তা হতে পারে না সামন্তরাজ। আপনারা এই নীচ, ঘৃণ্য সয়তান মহীপতির পাদুকা বহন করতে পারেন, কিন্তু বিক্রমসিংহ তা করবেনা। আমি একা সহস্র লোকের শক্তি ধারণ করে, মহীপতির সিংহাসনলাভে বাধা দেবো। শক্তি থাকে আপনারা রোধ করুন।"

ঔদার্য্যময়কণ্ঠে শিবাজী বলিলেন, "রাণীর বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে সেনাপতি?"

"রাণীর বিপক্ষে নয়, এই নরাধম মহীপতির বিপক্ষে।"

"সে একই কথা। রাণীই ন্যায়ত ধর্ম্মতঃ বিকানীরের অধীশ্বরী। তিনি তাঁর সিংহাসন যাকে ইচ্ছা দান করতে পারেন, এতে ক্রুদ্ধ হবার কি আছে ভাই?"

চতুর মহীপতি উপস্থিত জনমণ্ডলীকে চিন্তার কিছুমাত্র অবকাশ না দিয়া বলিলেন, "আপনাদের সকলেরই তাহলে একমত? স্পষ্টাক্ষরে মুক্ত হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে বলুন, কি আপনাদের অভিমত।"

প্রবীণ সামন্তরাজ একবার সকলের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আমরা সকলেই আপনাকে বিকানীরের রাজা বলে অভিবাদন কচ্ছি।"

অমনি চতুর্দ্দিক হইতে মহীপতির জয়ধ্বনি উঠিল। সদম্ভে মহীপতি পদভরে সিংহাসন সোপান কম্পিত করিয়া সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন, শিবাজী ও বিক্রমসিংহের প্রতি একবার অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিপাতে বলিলেন, "রাণীর প্রতি আপনার অকৃত্রিম গাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা দর্শনে বড়ই প্রীত হলেম। আশা করি এই ভক্তি ও শ্রদ্ধা অটুট অক্ষয় থাক্‌বে। রাজার প্রধান কর্ত্তব্য, দুর্ব্বলকে রক্ষা ও অপরাধীর দণ্ডবিধান করা। সিংহাসনের যে শত্রু, সে জাতির শত্রু, দেশের শত্রু। সুতরাং সিংহাসন অধিরোহণের সঙ্গে সঙ্গে আমি সে শত্রুকে বিদূরিত করতে চাই। শিবাজী, তুমিই সেই শত্রু।"

বিস্ময়ের একটা তড়িৎপ্রবাহ সেই বিশাল জনতার মধ্যে প্রবাহিত হইল। বিস্ময়ে শিবাজী বলিলেন, "আমি!"

"হাঁ, তুমি।"

"প্রমাণকারী কে?"

স্বয়ং বিকানীরের রাজা।"

"অপরাধ গুরুতর, তুমি রাজ-বিদ্রোহী।"

"রাজ-বিদ্রোহী? অসম্ভব! মিথ্যাকথা।"

"স্তব্ধ হও বিশ্বাসঘাতক। বিকানীরের রাজা মিথ্যাবাদী এ বাক্য উচ্চারণ করতে তোমার বক্ষ কেঁপে উঠ্‌লোনা? আশ্চর্য্য!"

বিকানীরের রাজা হলেও তিনি ন্যায়ের দাস, বিচারের অধীন। অপরাধের প্রমাণ আবশ্যক।"

"অবশ্য সে প্রমাণ আছে। রক্ষী! বন্দীকে নিয়ে এস।"

শিক্ষিত রক্ষী প্রস্থান করিল, এবং অনতিকাল মধ্যে আজাদ আলিকে লইয়া উপস্থিত হইল। উচ্চকণ্ঠে রাজা মহীপতি বলিলেন, "সামন্ত ও সম্ভ্রান্ত প্রজাগণ! সন্দেহের বশীভূত হয়ে আমি এই লোকটাকে ধৃত করি। এ লোকটা রাজপুত নয়, মুসলমান। পাঠান সেনাপতি নাসীর-উদ্দীন কবাচারের অনুচর। অনুসন্ধানে এর নিকট হতে একখানা পত্র পাই; পত্রখানি শিবাজীর পত্রের পত্রোত্তর। এই দেখুন সেই পত্র।"

এই বলিয়া মহীপতি তাঁহারই মতানুযায়ী লিখিত পাঠান সেনাপতির পত্রখানি সামন্তরাজের হস্তে প্রদান করিলেন। সামন্তরাজ কর্ত্তৃক উচ্চকণ্ঠে পত্রখানি সমুদয় পঠিত হইল। মহীপতি বলিলেন, "শিবাজী যে বিশ্বাসঘাতক, তাতে আর সন্দেহ নাই।"

নিষ্প্রভ নয়নে নিষ্পন্দ দেহে জ্বালাময় হৃদয়ে শিবাজী জগদীশ্বরের পবিত্রমূর্ত্তি অন্তরে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "একি করলে পরমেশ্বর! বংশের কলঙ্কমোচন করতে নিজের জীবন উৎসর্গ করলুম, তার পরিবর্ত্তে আরও কলঙ্কের পর্ব্বতভার মাথায় এসে প'ড়ল। একি তোমার নির্ম্মল বিচার, বিধাতা? 'বিশ্বাসঘাতক!' নাম স্মরণে সমস্ত দেহ কণ্টকিত হয়, উচ্চারণে জিহ্বা জড়িত হয়, সেই বিশ্বাস-ঘাতক আমি! কোন্ অপরাধে এ বিচার দয়াময়? শুধু তোমায় মাথায় রেখে, ধর্ম্মকে সম্মুখে স্থাপন করে কর্ত্তব্য পালন করেছি, এই কি আমার অপরাধ?"

শ্লেষ বাক্যে বিদ্রূপ নয়নক্ষেপে মহীপতি বলিলেন, "যেমন বৃক্ষ তার তেমনি ফল। বিশ্বাসঘাতকের বৃক্ষে বিশ্বাসঘাতক ফলই ফলে থাকে।"

শিবাজীর সমস্ত দেহে যেন একটা অনলপ্রবাহ ছুটিল। শিবাজী

ক্ষিপ্রবৎ অস্ত্র নিষ্কাসনে অশনি-ধ্বনিবৎ ভীষণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মহীপতি !"

মহীপতি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন, "বিশ্বাসঘাতকের চক্ষু রক্তিমবর্ণ হয় ; এও একটা নূতন দৃশ্য দেখালে শিবাজী।"

দমিত ক্রোধে, নমিত অস্ত্রে শিবাজী বলিলেন, "অপরাধ হয়েছে রাজা। ক্রোধের বশে ভুলে গিয়েছিলুম যে, আমি বিকানীরের প্রজা। রাজার বিচারে যে দণ্ড হয়, মাথা পেতে নীরবে সে দণ্ড গ্রহণ করবো। তবে একটা কথা—সূর্য্য সহস্র পূঞ্জীভূত মেঘে আবৃত হলেও তার কিরণ লুপ্ত হয়না। মেঘ কেটে যায়, সূর্য্য পূর্ণ-কিরণে উদ্ভাসিত হয়। সত্যও সেইরূপ মিথ্যার আবরনে কখনই আবৃত থাকেনা, একদিন না একদিন প্রকাশ পাবেই।"

"রক্ষি ! শিবাজীকে বন্দী কর। উপস্থিত তুমি বিকানীরের কারাগারের শোভা বর্দ্ধিত কর। পরে বিবেচনা করে অতি নির্ম্মম, নিষ্ঠুর দণ্ডের ব্যবস্থা করব। আর পাঠান অনুচর, তুমি মুক্ত। চর—রাজপুতের অবধ্য।"

আজাদ প্রস্থান করিল। রক্ষী কম্পিত দেহে নীরবে দণ্ডায়মান রহিল, শিবাজীর গাত্রস্পর্শে সাহসী হইলনা। তদ্দর্শনে তিরস্কারকণ্ঠে মহীপতি বলিলেন, "রাজপুতানার মহাশত্রু রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাকতকে বন্দী কর, নতুবা রাজবাক্য অবহেলার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবো।"

এবার কম্পান্বিত কলেবরে ইষ্টনাম স্মরণে রক্ষী অগ্রসর হইল। শিবাজীকে বন্দী করিতে তাহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইলনা। স্বেচ্ছায় শিবাজী হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন। মহাবীর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র শিবাজী সামান্য রক্ষী কর্ত্তৃক বন্দী হইলেন।- মহীপতি রক্ষীকে লক্ষ্যে পুনরায় বলিলেন, "যাও রক্ষী, শিবাজীকে কারাগারে নিয়ে যাও !"

রক্ষী শিবাজীকে লইয়া অগ্রসর হইল। শত সহস্র নেত্র শিবাজীর

প্রতি স্থাপিত হইল। আবার অনেকের রহস্য-কুটিল নয়নও পতিত হইল। সহসা সমস্ত দরবার কক্ষ বিলোড়িত করিয়া ধ্বনিত হইল, "দাঁড়াও।"

রক্ষী, প্রধান সেনাপতির আদেশ—প্রভুর ঈঙ্গিত সত্ত্বেও অবজ্ঞা করিতে পারিলনা, সভয়ে দাঁড়াইল। শিবাজীর সন্নিকটে আসিয়া সেনাপতি বলিলেন, "একি শুন্‌ছি শিবাজী! ধর্ম্মের পূর্ণজ্যোতিঃ নরকের অন্ধকারে পরিণত হলো, একি সত্য?"

বাষ্পরুদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে শিবাজী বলিলেন, "সেনাপতি, তার পূর্ব্বে ধর্ম্ম নরকে মাথা গুঁজবে, নরক সদর্পে এসে ধর্ম্মের রাজ্য অধিকার করবে। আর যে যা বলে বলুক, যে যা বিশ্বাস করে করুক, কিন্তু তুমি আমায় অবিশ্বাস ক'রো না; তাহলে ধর্ম্মের ক্ষীণ-রশ্মি যেটুকু নয়নে প্রদীপ্ত হচ্ছে, তাও নিভে যাবে, বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। যে দিন একবিন্দু বিশ্বাসঘাতকতার ছায়া আমার হৃদয়ে পতিত হবে, সেদিন যেন হৃদয়ের শোণিতপ্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যায়,—ঈশ্বরের রোষানলে যেন দগ্ধ হয়ে যাই, সমস্ত দেহটা গুঁড়িয়ে গিয়ে যেন স্তূপে পরিণত হয়। সেনাপতি, ধর্ম্ম যদি নিদ্রিত না থাকে, ঈশ্বর যদি বধির না হন, সত্য যদি উন্মাদ না হয় তবে স্থির জেনো, এ অন্ধকার বিদূরিত হয়ে স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, বিমল নির্ম্মল আলোকরাশি প্রকাশ হবেই হবে।"

"বিধাতৃচরণে প্রার্থনা করি, তাই যেন হয়। এ মেঘ কেটে যাক্,—বিকানীর-আকাশে পূর্ণ শশধরের ন্যায় আবার তুমি প্রকটিত হয়ে কর্ত্তব্যের ভেরী আবার বাজাও—ধর্ম্মের জ্যোতিতে বিকানীরকে আবার আলোকজ্জ্বল কর।"

"অবশ্যই তোমার অকৃত্রিম, আন্তরিক প্রার্থনা পূর্ণ হবে। তবে বিদায় সেনাপতি—"

"বিদায়।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজঅন্তঃপুরের এক নিভৃততম কক্ষে রাণী প্রতিভাময়ী একাকিনী বসিয়া ভাবিতেছিলেন,—"কিছুই তো বুঝ্‌তে পারলুমনা। একি হতে পারে! যে শিবাজী স্বর্গীয় রাজার প্রাণ-রক্ষার্থে নিজের প্রাণদানে উদ্যত হয়েছিল, যে শিবাজী বিকানীরের গৌরব—বিকানীরের মান দস্যুর কবল হতে নিজের বিপদ উপেক্ষা করে রক্ষা করেছিল, যে শিবাজী রাজার আদেশে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে সতত প্রস্তুত ছিল, সেই শিবাজী বিশ্বাসঘাতক, একি হতে পারে! সত্য মিথ্যা কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনা, অথচ মহীপতি যে প্রমাণ দেখালে তাও তো অবিশ্বাস্য নয়। কিন্তু তবু—তবুও হৃদয় আমার বল্‌ছে, শিবাজী নির্দ্দোষী; বাতাস যেন বলছে, শিবাজী নির্দ্দোষী। যেদিন দস্যু-দমনে সে যাত্রা করে, সেদিন তাকে দেখেছি। দেখলুম, তার সে সরল সুন্দর বদনে স্বর্গীয় আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে—দেখলুম, নয়নে তার পবিত্রতার আলোকচ্ছটা ফুটে উঠ্‌ছে—দেখ্‌লুম, দেহে অপূর্ব্ব জ্যোতি—ললাটে অপূর্ব্ব প্রতিভা-দীপ্তি। না না, সে সরল সুন্দর বদনে, সে উজ্জ্বল মধুর নয়নে বিশ্বাস-ঘাতকতার লেশমাত্র নাই, থাকৃতে পারেনা। জয়চাঁদের পৌত্র হলেও সে দেবতা। নতুবা স্বর্গীর রাজা না জেনে, না বুঝে বিকানীর-রাজ্যের রশ্মি তার হস্তে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারতেননা, না—কথনই তা পারতেননা। ভুল করেছি, ভুল করে দেবতাকে পিশাচ ভেবেছি, এ ভুল রাখবোনা।"

স্থির নেত্রে ক্ষণিক কি চিন্তান্তে উচ্চকণ্ঠে রাণী ডাকিলেন, "প্রভাতি! প্রভাতি!"

উত্তরদানে সহচরী রাজ্ঞীর সম্মুখে উপস্থিত হইল

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিবাজী যে কারাগারে বন্দী, সেটি সাধারণ কারাগার নহে। মহীপতি একেবারে সাধারণ কারাগারে শিবাজীকে বন্দী রাখিতে সাহস করে নাই। ধীরে ধীরে অতি সতর্কে সে অগ্রসর হইতেছিল। সেই কারাগারের একটী ক্ষুদ্রায়ত কক্ষে হীন শয্যায়, ম্লান নেত্রে, কুঞ্চিত ললাটে, বিরস বিশুষ্ক বদনে মহাপ্রাণ শিবাজী উপবিষ্ট। শিবাজী ভাবিতেছিলেন, "অধর্ম্মের এত প্রকোপ যে ধর্ম্ম তার ভয়ে মাথা নীচু করে—জগৎ তার চরণে আনত হয়। অধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি যে, সে সিংহাসনে মানব পূজিত—আর যে অধর্ম্ম কাকে বলে জানেনা; সারা জীবন শুধু ধর্ম্মের আরাধনা, ধর্ম্মের পূজা করেছে, সে অন্ধকারাগারে। তবুও সমুদ্র গর্জ্জে উঠে জগৎ ধ্বংস করছেনা? আকাশ পৃথিবীর বুকে ভেঙ্গে পড়ছেনা? নরকের অন্ধকার এসে বিশ্বকে ঢেকে ফেল্‌ছেনা? একি অত্যাচার, এ কি অবিচার, এ কি অনিয়ম তোমার বিধাতা! পিতামহ জয়চাদ রাজপুতানার বক্ষে কলঙ্কের যে বিশাল পর্ব্বত স্থাপন করে গেছেন, আমি বংশধর—বাহুবলে সে পর্ব্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে দৃঢ় মুষ্টিতে অস্ত্রধারণ করলুম; পর্ব্বত নত করেছি, আবার সে নমিত পর্ব্বত আরও স্ফীত, আরও বর্দ্ধিত হয়ে ভাগ্যাকাশ ছেয়ে ফেল্লে।

সাধনার পথে একি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ঘিরে দিলে দয়াময়! এ প্রাচীর উত্তীর্ণ হয়ে নির্ম্মল পবন অঙ্গে মেখে, বিমল হাস্যে জনসমাজে আর কি ভ্রমণ করতে পা'রব? না। এ—মরুমধ্যে পুষ্করিণী খনন অপেক্ষাও অসম্ভব! নদী-স্রোতে বালির বাঁধ যেমন—এও তেমনি।"

নির্ম্মম নিষ্ঠুর ঈশ্বর!—না, তোমার অপরাধ কি? অপরাধ আমার কৃতকর্ম্ম ফলের, অপরাধ তোমার উপর সন্দেহে। বিরাট ঘনান্ধকারে কোথায় কি কোন্ রত্ন, কোন্ মঙ্গলালোকে লুকিয়ে রেখেছ, তা তুমিই জান। হয়তো এও একটা তাই। অমঙ্গলে মঙ্গল, এতো বিচিত্র নয়! ভগবান! শুধু তোমার করুণা চাই, আর কিছু চাইনা।"

সহসা কোমল রমণীকণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "আর কিছু চাওনা?"

চিন্তিতভাবেই শিবাজী বলিলেন, "আর কি চাইবার আছে আমার?"

"কেন, মুক্তি?"

"কে তুমি রমণি! কোমল কণ্ঠস্বরে পিশাচিনীর নির্ম্মম হৃদয় নিয়ে নিষ্ঠুর শ্লেষে—আমার ব্যথিত ক্ষুধিত হৃদিতন্ত্রী ছিন্ন করে দিতে এলে, কে তুমি পিশাচিনি?"

"হৃদি তন্ত্রী ছিন্ন করে দিতে আসিনি। তোমার নীরব হৃদিতন্ত্রীকে নূতন তারে গ্রথিত করে নূতন স্পন্দনে, নূতন ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত করতে এসেছি। বল শিবাজী, তুমি মুক্তি চাও?"

"আবার! আবার সেই শ্লেষবাক্য! তুমি মানবী, না পিশাচিনি?"

"আমি বিকানীরের মহারাণী।"

"বিকানীরের মহারাণী!"

সাশ্চর্য্যে নত নয়ন উন্নত করিয়া শিবাজী রমণীর প্রতি চাহিলেন, রমণীর মস্তকের কনক-কীরিটের উজ্জ্বল আভায় নয়ন তাঁর উজ্জ্বলিত

হইয়া উঠিল! বিস্ময়-চকিতকণ্ঠে শিবাজী বলিলেন, "তাই তো। সত্যইতো বিকানীর-রাজ্ঞী। না দেখে না জেনে অপরাধ করেছি, মার্জ্জনা করুন!"

"অপরাধের বিচার করতে আসিনি, এসেছি তোমায় মুক্ত করে দিতে। বল শিবাজী, তুমি মুক্তি চাও?"

"একি লীলা তোমার লীলাময়! যা স্বপ্নের অগোচর, কল্পনার অতীত, সেই দৃশ্য দেখাচ্ছ, বিকানীরের অধিশ্বরী বন্দীর কারাগারে! মহারাজ্ঞী, রত্ন ফেলে কেউ ধুলিমুষ্টির আকাঙ্ক্ষা করেনা, অমৃত ছেড়ে হলাহল কেউ স্বেচ্ছায় পান করেনা, আলোক ত্যাগ করে অন্ধকার কেউ চায়না।"

"তা যদি চাও, মুক্ত তুমি। শুধু মুক্ত নও,—বিকানীর-সিংহাসন তোমার।"

"একি রহস্য, রহস্যময়ি! নিপীড়িত দীন হতভাগ্য ভৃত্যকে রহস্যের জালে জড়িত করবেননা!"

"এ রহস্য নয় শিবাজী, সত্য। বিকানীরের রাণী বন্দীর সঙ্গে রহস্য করতে আসেনি। সত্যই তোমায় মুক্ত করে দোবো, বিকানীরের সিংহাসনে বসাব।"

"করুণাময়ী, এত করুণা তোমার! যে জগতের নিকট শুধু কঠোরতা, শুধু ঘৃণা উপেক্ষা, শুধু নির্ম্মমতা নিষ্ঠুরতা লাভ করে এসেছে, যে ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে বন্দী, তার প্রতি এত করুণা! শপথ কচ্ছি করুণাময়ী রাণী, আপনার আজ্ঞা আমার ধর্ম্ম, আপনার কার্য্যেই আমার পুণ্য। রাজস্থানের পর্ব্বতে পর্ব্বতে উপত্যকায় উপত্যকায় স্তম্ভে স্তম্ভে আপনার এ করুণা-কাহিনী হৃদয়ের শোণিতে লিপিবদ্ধ করে দোবো, উচ্চকণ্ঠে গগন কম্পিত করে এই করুণার কাহিনী জগতে ছড়িয়ে দোবো।"

"কিন্তু শোন শিবাজী, আমি এর বিনিময় চাই।"

"দীন আমি, এর বিনিময়ে মহারাণীকে কি দেবো! এক প্রাণ, আর তো আমার কিছু দেবার নেই!"

"সেই প্রাণই আমি চাই। এক রমণী তোমার জন্য উন্মাদিনী, তার জন্য তোমার প্রাণ চাই। সেও তোমায় প্রাণ দিয়েছে, তুমিও তাকে প্রাণ দাও। সেই জন্যই আজ আমি তোমার নিকট ভিক্ষার্থিনী।"

"কে এমন রমণী, যার জন্য বিকানীরের মহারাণী বন্দির নিকট ভিক্ষার্থিনী—কে এমন রমণী?"

"সে রমণী তোমার সম্মুখেই রয়েছে, সে রমণী বিকানীরের মহারাণী।"

বিস্ফারিত নেত্রে উন্মাদকণ্ঠে শিবাজী বলিয়া উঠিলেন, "কি, কি! কি বল্লে! আবার বল!"

"সে রমণী বিকানীরের মহারাণী।" উচ্ছৃঙ্খল-বিকৃতস্বরে শিবাজী বলিলেন, "বিকানীরের মহারাণী—এ বাক্য শোনবার পূর্ব্বে কর্ণ বধির হলো না! হৃদ-স্পন্দন নীরব হলো না! শোণিতপ্রবাহ রুদ্ধ হলো না! না না একি হতে পারে! এ যদি সত্য হয়, তবে এখুনি বাড়বানলে বিশ্ব পুড়ে যাবে, ঈশ্বরের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সব ভস্মীভূত হয়ে যাবে—প্রলয়ের হুঙ্কারে সব কেঁপে উঠে মাটির ভেতর বসে যাবে—অন্ধকার করাল বদন-ব্যাদন করে সব গ্রাস করবে। ঐ, ঐ দেখ, অন্ধকার ভীষণ মূর্ত্তিতে গ্রাস করতে ছুটে আস্‌ছে! পালাও পালাও কুহকিনী, নতুবা আমারও নিস্তার নেই।

কি প্রলোভন দেখাচ্ছিস্ পিশাচিনী! অধর্ম্মে বিকানীর সিংহাসন ত' অতি তুচ্ছ; পৃথিবীর সিংহাসন—কুবেরের ঐশ্বর্য্যও চাইনা। সরে যা, চলে যা, দূরে যা মায়াবিনী; বিকানীরের রাণী মরেছে।

আছে যে, সে তাঁর ছায়া—তাঁর কঙ্কাল! তুই প্রেতিনী। যা প্রেতিনী, দূর হয়ে যা। নরকের পূতিগন্ধও তোর বিষ নিঃশ্বাসে নাসিকা কুঞ্চিত করবে, তোকে দেখে পিশাচও চক্ষু মুদ্রিত করবে, রসাতলে পৃথিবীর চিহ্ন বিলুপ্ত হবে। এও কি সম্ভব! না না, এত অস্বাভাবিক বিধাতার রাজ্যে হতে পারেনা, এ ছলনা—পরীক্ষা। মহারাণী! মাতৃহীন আমি, তুই আমার মা, আমি তোর সন্তান। সন্তানকে স্নেহে সিঞ্চিত করে কোলে তুলে নে মা! প্রহেলিকা সরে যাক্—স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকটিত হোক্!"

সহসা জগজ্জননীরূপিণী, শত কৌমুদী-কিরণময়ী এক রমণী কারাকক্ষে আবির্ভূতা হইয়া কোমল বাদ্য-ঝঙ্কারবৎকণ্ঠে বলিলেন, "তাই হোক্ বৎস। আজ থেকে তুই আমার সন্তান, আমি তোর জননী। ভুল ভেঙ্গেছে, সন্দেহের আবরণ টুটে গেছে। সফল আমার পরীক্ষা। শিবাজী, বীর, তোমায় সন্তানরূপে লাভ করে আমিও ধন্যা। যে—ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুন্ন রাখ্‌তে, রমণীর রূপের প্রলোভন বা বাঞ্ছনীয় বিকানীর সিংহাসন, প্রার্থনার সম্পদ সব ধূলির মত উপেক্ষা করতে পারে, সে এই শঠতা-পূর্ণ জগতে বিধাতার একটা উচ্চ আদর্শ, ধর্ম্মের একটা উজ্জ্বলতম প্রতিমূর্ত্তি। তুমি আশীর্ব্বাদের অতীত, দেবগুণসম্পন্ন, সৌভাগ্যের অত্যুচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। তোমার প্রার্থিত কিছুই নাই, তবে এই আশীর্ব্বাদ করি, তোমার এই মহতীমহান চরিত্র চির অটুট, অক্ষয় থাকুক। এস রথীশ্রেষ্ঠ পুরুষশ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় সন্তান, আমার সঙ্গে এস।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দরবারে সমাগত ব্যক্তিবর্গের দিকে প্রসারিত দৃষ্টিতে একবার নিরীক্ষণ পূর্ব্বক প্রবীণ সামন্তরাজের প্রতি নয়ন স্থাপনে রত্ন-সিংহাসন হইতে মহীপতি বলিলেন, "নাসীরউদ্দীন কবাচারের অসীম শক্তি, অগাধ ঐশ্বর্য্য, লক্ষ শাণিত কৃপাণ তাঁর আদেশ প্রতীক্ষায় সতত উন্মুক্ত; তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা বিড়ম্বনা মাত্র।"

তদুত্তরে সেনাপতি বিক্রমসিংহ বলিলেন, "এ জীবনও একটা বিড়ম্বনা রাজা, এই বিড়ম্বনার জন্য কত লক্ষ লক্ষ বীরের শোণিতে রাজপুতানার মৃত্তিকা প্লাবিত হয়েছে, কত লক্ষ লক্ষ বীর বিডম্বনা বলেই অবহেলায় হাস্যমুখে—উন্নত মস্তক শত্রুর অসিতলে পেতে দিয়েছেন, তবুও সূচাগ্র ভূমি কেউ দেন্‌নি।"

"কিন্তু আমি এই বিড়ম্বনার আশ্রয় গ্রহণ করে স্বেচ্ছায় রাজ্য ঐশ্বর্য্য সিংহাসন হারিয়ে, বিকানীরকে শ্মশানে পরিণত করিতে চাই না।"

"আর স্বেচ্ছায় রাজপুতও পাঠানের পরাধীনতা, পাঠান-পাদুকা বহন করেনা। তার চেয়ে যদি বিকানীর শ্মশানে পরিণত হয়, সেও ভাল। তাতে কলঙ্ক নেই, শ্লেষ নেই, গরল নেই, আছে শুভ্র গৌরব—আছে স্বচ্ছ শান্তি।"

"সে গৌরব অর্জ্জন করতে হ'লে লক্ষ বীরের শোণিতের প্রয়োজন, অগাধ ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন; বিকানীরে তা নাই।"

"আছে বই কি। বীর না থাকে, রমণী আছে। মহিষ-মর্দ্দিনী,

বিশ্ব-সংহারিণী রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তিতে অসিধারণ করে, শত্রুর বক্ষ কাঁপিয়ে দেবে। নিরাভরণ হয়ে, দেশের জন্য অলঙ্কার প্রদান করবে।"

"পরাজয় অনিবার্য্য জেনে আমি বিপদকে আহ্বান করতে পারি না; উন্মাদের মত সর্ব্বস্ব খুইয়ে সাধের বিকানীরকে প্রান্তরে পরিণত করতে পারিনা। আমি সন্ধি করবো।"

এই বলিয়া তিনি সম্মুখে দণ্ডায়মান পাঠান দূতবেশী আজাদআলির প্রতি চাহিয়া কি বলিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁর বাক্য উচ্চারণের পূর্ব্বেই সেনাপতি জীমুতনাদে বলিলেন, "তা হয়না রাজা। বিকানীর প্রান্তরে পরিণত হয় হোক্, ইতিহাস—রাজপুতানার এ গৌরব কাহিনী কীর্ত্তন করে রাজপুতের গরিমার কিরণ জগতে ছড়িয়ে দেবে। শুনুন রাজা, সেনাপতি বিক্রমসিংহের ধমনীতে একবিন্দু শোণিতপ্রবাহ যতক্ষণ বইবে, নিশ্বাস প্রশ্বাস যতক্ষণ না রুদ্ধ হবে, ততক্ষণ সে পাঠানের পরাধীন হবেনা।"

"রাজকার্য্য তোমার নয়, তোমার কার্য্য রাজাদেশ পালন করা।"

"কে রাজা! শঠ্, খল, বিকানীর-অন্নে পুষ্ট যবন গুণগ্রাহী তুমি! তুমি রাজা নও, রাজবেশধারী শৃগাল? তোমার স্পর্শে বিকানীর কলঙ্কিত। মহীপতি, তোমার অন্তরের ছবি বদনে ফুটে উঠ্‌ছে, নয়নে নরকের প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। শোন মহীপতি, তুমি শুধু রাজা, সে আমার অনুকম্পায়—মহারাণীর অনুজ্ঞায়।"

"স্পর্দ্ধা তোমার ক্রমেই বর্দ্ধিত হচ্ছে বিক্রমসিংহ। সামন্তরাজগণ, আপনাদের সর্ব্বসমক্ষে ভৃত্য—রাজাকে, বিকানীরকে অপমান করছে, আর আপনারা নীরব রয়েছেন!"

মহীপতির বাক্যে তাঁহার পক্ষভুক্ত দু' একজন সামন্ত দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "সত্য সেনাপতি, রাজার আদেশের প্রতিবাদ করা আপনার অনুচিত।"

ক্রোধে গর্জ্জিয়া বিক্রমসিংহ বলিলেন, "স্তব্ধ হও, হীন ষড়যন্ত্রকারীর দল।"

এই অপ্রত্যাশিত সত্য স্পষ্ট উত্তরে সামন্তরাজদ্বয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। সত্য ঘটনা, জনমণ্ডলীও কতকটা বুঝিল। শত সন্দেহাকুল নয়ন বিক্রমসিংহের উপর আপতিত হইল। মহীপতিও একটু বিচঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তথাপিও সাহস সংগ্রহে বলিলেন, "উন্মাদের বাক্যে আমি আমার ন্যায়সঙ্গত আদেশ প্রত্যাহার করতে পারিনা। শোন দূত, পাঠান সেনাপতিকে সাদর অভিবাদন জানিয়ে বল্‌বে, আমি সন্ধির প্রয়াসী।"

দূত প্রস্থানোদ্যত হইল। জীমূতমন্দ্রে বিক্রমসিংহ বলিলেন, "দাঁড়াও।" শুনুন সামন্তরাজগণ, শুনুন সর্দ্দারগণ; জল, স্থল ব্যোমে যেখানে যত দেব দেবী আছেন, সকলের নাম স্মরণ করে এই তরবারি স্পর্শে প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, জীবিত দেহে পাঠানকে বিকানীরের তিল মাত্র ভূমি দোবোনা। এতে সহস্র বিপদ, সহস্র ঝঞ্ঝাবাত যদি মাথা পেতে নিতে হয়, তাও নোব, ঈশ্বরের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা যদি করতে হয়, তাও করবো,—তবুও স্বেচ্ছায় বিধর্ম্মীর অধীনতা-শৃঙ্খল কণ্ঠে ধারণ করে কুকুরের ন্যায় তার পদলেহন করবনা। যাও দূত, তোমার প্রভুকে জানাও গে—রাজপুত ক্ষীণ দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করেনা। বিকানীর এখনও বীর হীন হয়নি, অসির তীক্ষ্ণতা এখনও মলিন বা বিলুপ্ত হয়নি, যুদ্ধক্ষেত্রে বিকানীরের সহস্র তরবারী একসঙ্গে সূর্য্যকিরণে ঝল্‌সে উঠে, উল্কার মত গিয়ে পাঠানের মস্তকে পতিত হয়ে তাঁর সমস্ত ভ্রম ভেঙ্গে দেবে, যাও।"

"বিকানীরের রাজা তুমি নও, আমি। যাও দূত, রাজ আজ্ঞা পালন কর।"

নীরব অভিবাদনে পাঠানদূত প্রস্থান করিল। রক্তিমবদনে ক্রোধ-অঙ্কিত নয়নে জলদ নিঃস্বনে সেনাপতি বিক্রমসিংহ বলিলেন, "শোন মহীপতি, এত শক্তি আমার আছে যে, আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে সিংহাসন থেকে টেনে এনে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ভৃত্যকে সিংহাসনে বসাতে পারি। এতদিন তা করিনি কেন জান? শুধু রাজভক্তির ক্ষুন্নতার জন্য। কিন্তু আর নয়। যে বিকানীরের স্বাধীনতা বিধর্ম্মীর করে অম্লান বদনে ডালি দিতে পারে সে রাজা নয়, সে রাজপুত নয়—এস, সিংহাসন থেকে নেমে এস রাজপুত কলঙ্ক।"

ক্ষিপ্তবৎ বিক্রমসিংহ সিংহাসন সোপানে আরোহণে বামহস্তে মহীপতির দক্ষিণ কর আকর্ষণে সিংহাসন নিম্নে আনয়ন করিয়া দীপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "বিকানীর সিংহাসনে শুধু মুকুট থাক্‌বে।"

কোমল মধুর পিক-কাকলীবৎকণ্ঠে দরবার-কক্ষ ঝঙ্কৃত করিয়া ধ্বনিত হইল, "সে মুকুট এনেছি বিক্রমসিংহ।"

অতিমাত্র বিস্ময়ে বিক্রমসিংহ দেখিলেন, রাজার প্রবেশদ্বারপথে রাণী প্রতিভাময়ী, পার্শ্বে তাঁর শিবাজী দণ্ডায়মান! অবাক বিস্ময়ে বিক্রমসিংহ বলিয়া উঠিল, "এ কি! বিকানীর অধীশ্বর!"

বিস্ময়-তরঙ্গে বিশাল জনতা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। এককালীন শত সহস্র শির নত হইল। রাণীর জয়ধ্বনিতে বিচারালয় প্রকম্পিত হইল। তাহাদের জয়ধ্বনিতে বাধা দিয়া রাণী বলিলেন, "রাণীর জয় নয়, বল, বিকানীর অধিপতি-রাজ শিবাজীর জয়।"

"জয় বিকানীর-রাজ শিবাজীর জয়।"

প্রবীণ সামন্তরাজ বিস্ময়সূচককণ্ঠে বলিলেন, "বিকানীরের রাজা, শিবাজী!"

"হাঁ, শিবাজী। তৎপরে ভর্ৎসনাপূর্ণ নয়নে স্বীয় সহোদরের প্রতি

চাহিয়া তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, “মহীপতি! কলঙ্কিত মুখ আর দেখিওনা। তোমার স্বরূপ মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে। সিংহাসন নিম্নে রাজমুকুট রক্ষা করে, এ বীর-জন-শোভিত দরবারগৃহ ত্যাগ কর।”

নীরবে মহীপতি রাণীর আদেশে রক্তিম আননে প্রস্থান করিলেন। প্রবীণ সামন্তরাজ পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, “কিন্তু জানতে চাই, বিশ্বাস-ঘাতককে, কোন্ প্রমাণে—”

বাধাদানে রাণী বলিলেন, “প্রমাণ তার পবিত্রতার ভাতি, সত্যের জ্যোতিঃ আর প্রমাণ আমার বাক্য। অধর্ম্ম যার দর্শনে সঙ্কুচিত হ'য়ে মাথা গোঁজে, বিশ্বাসঘাতকতা যার ছায়াস্পর্শেও সাহসী হয়না, সেই শিবাজী বিশ্বাসঘাতক! এ ভুল ধারণা, ভ্রান্ত বিশ্বাস হৃদয় হতে উন্মুলিত করুন সামন্তরাজ। শিবাজীর হৃদয় এ মর্ত্তের ধাতুতে গঠিত নয়, বিশ্বের স্বার্থপরতার ছায়াস্পর্শে কলঙ্কিত নয়। তরুণ তপনের অমল-ধবল কিরণে হৃদয় তার উদ্ভাসিত, নির্ম্মল কমলবদনে তার স্বর্গের পবিত্র আলোকচ্ছটা স্ফুরিত, কুসুমকোমল সরল শুভ্র চরিত্রে তার—দেবতারও ঈর্ষা জাগিয়ে তোলে।”

“তথাপিও—”

সামন্তরাজের অপূর্ণ প্রশ্নেই রাণী বলিলেন, “আপনার প্রশ্নের পূর্ব্বেই আমি প্রশ্ন করছি, এ সিংহাসন কার?”

“আপনার।”

“আমার আদেশ পালনে আপনারা সম্মত কি না।”

“সহস্রবার।”

“তবে আমার আদেশ, শিবাজীকে বিকানীরের রাজা বলে স্বীকার করুন। এস শিবাজী, ধর্ম্মের জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্মান হয়ে সিংহাসন উজ্জ্বল কর।”

শিবাজীকে সিংহাসনে বসাইয়া রাণী স্বহস্তে মস্তকে মুকুট

পরাইয়া দিলেন, অমনি সহস্রকণ্ঠে নিনাদিত হইল, "জয় রাজা শিবাজীর জয়।"

নিরাশ হৃদয়ে, ম্লান নয়নে, সামন্তরাজ স্ব-আসন গ্রহণ করিলেন। রাণী প্রতিভাময়ী বিক্রমসিংহকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেশভক্ত সেনাপতি বিক্রমসিংহ, আমার এ দানে, এ আদেশে কারও বদনে অসন্তোষের চিহ্ন যদি প্রকটিত হতে দেখ, তবে অস্ত্র প্রয়োগে সে অসন্তোষরাশি বিদূরিত ক'রে দেবে।"

"বিকানীর-রাজ্ঞীর আদেশ শিরোধার্য্য।"

"সন্তুষ্ট হলুম।"

কৃতজ্ঞতা-উচ্ছ্বাস-জড়িতকণ্ঠে শিবাজী বলিলেন, "মহারাণী! জননি! সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এ গুরু দায়ীত্বভার বহনে সক্ষম হই।"

"আশীর্ব্বাদ করি বৎস, তোমার সুযশ কাহিনী রাজপুতনার পর্ব্বত কন্দরে-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হোক্, তোমার প্রদীপ্ত প্রতিভা—মধ্যাহ্ন-ভাস্করের তেজে রাজস্থানের আকাশে ছড়িয়ে পড়ুক—তোমার অস্ত্র-ঝঙ্কারে শত্রু চমকিত—জগৎ বিস্ময়ে পুলকিত হোক্, ধর্ম্ম তোমার রাজদণ্ডে আবির্ভূত হোন্, কর্ত্তব্য তোমার সহায়—বিবেক তোমার মন্ত্রী—ন্যায় তোমার অঙ্গের ভূষণ হোক্, আর সহস্র ধারায় ঈশ্বরের করুণাধারা তোমার মস্তকে বর্ষিত হোক্,—স্বাস্থ্য চিরবিনিদ্রিত হয়ে রক্ষুক তোমায়।"

আশীর্ব্বাদান্তে রাণী প্রস্থান করিলেন। শিবাজী সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধনে বলিলেন, "শুনুন সকলে, প্রজা আমার ভ্রাতা, বন্ধু—প্রজা আমার পুত্র,—সখা.প্রজা আমার হৃৎপিণ্ড, দেহের শোণিত। জীবন দানেও প্রজাকে বিপদাপদে রক্ষা করবো, নিজের সর্ব্বস্ব দিয়েও প্রজার সুখ শান্তি বর্দ্ধন করবো। আমার এ বাক্যের স্বাক্ষী সূর্য্য,

স্বাক্ষী ধর্ম্ম, স্বাক্ষী আমার আত্মা—আর স্বাক্ষী আপনারা। আজ এই শুভদিনে সমস্ত কারাগার উন্মুক্ত করে দিন্, অন্ধ আতুরের জন্য কোষাগারের দ্বার মুক্ত করে দিন্, আনন্দ উৎসবে সমগ্র বিকানীর সজ্জিত হোক্।"

নতশিরে নতকণ্ঠে বিক্রমসিংহ বলিলেন, "এ আদেশের পূর্ব্বে ভৃত্যের একটা নিবেদন শুনুন রাজা।"

"তুমি ভৃত্য নও, রাজার শক্তি, বিকানীরের স্তম্ভ। কি বলবার আছে বল সেনাপতি।

"তুর্ক সেনাপতি নাসিরুদ্দিন কবাচার বিকানীর ধ্বংসে দৃঢ় সংকল্প হ'য়ে প্রায় অর্দ্ধলক্ষ সুসিজ্জত সৈন্যসহ বিকানীর রাজ্যপ্রান্তে শিবির সন্নিবেশ করে আক্রমণের সুযোগ অপেক্ষা করছে।"

ক্রোধোদ্দীপ্তকণ্ঠে শিবাজী বলিলেন, "এত স্পর্দ্ধা সে যবনের? তার স্পর্দ্ধা গুঁড়িয়ে দিতে হবে। এ সংবাদ কখন পেলে সেনাপতি?

"এই মাত্র।"

"এই মাত্র! অথচ সকলে নীরব নির্ব্বাক! শত্রু বিকানীর গ্রাসে দ্বারে উপস্থিত, অথচ বীরের কোষে অস্ত্রের ঝঙ্কার নেই, উৎসাহের ধ্বনি নেই? আশ্চর্য্য! সেনাপতি, এই মুহূর্ত্তে যত পার সৈন্য সজ্জিত করে পাঠান সেনাপতিকে আক্রমণ কর। জানি আম্যদের পরাজয় অনিবার্য্য, তথাপিও বিনাযুদ্ধে বন্দীত্ব স্বীকার করবনা। সেনাপতি, তুমি অগ্রসর হয়ে কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র পাঠানের শক্তি প্রতিহত কর, ইতিমধ্যে আমি নব সৈন্যদল সজ্জিত করে তোমার সঙ্গে যোগ দেবো। সামন্তরাজগণ! সর্দ্দারগণ! লক্ষ-কীর্ত্তি খচিত, লক্ষ বীরকাহিনী বিজড়িত, লক্ষ বীরের স্পর্শে পবিত্র বিকানীর-সিংহাসন আজ পাঠান ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংসাপূর্ণ লোলুপ দৃষ্টিতে গ্রাস করতে ছুটে আস্‌ছে। বিকানীরের এ ঘন ঘোর দুর্দ্দিনে, মান অপমান

দ্বেষা-দ্বেষী সব ভুলে, সকলে এক প্রাণ এক লক্ষ্য হয়ে সমুদ্র গর্জ্জনের মত গর্জ্জে উঠে, সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় শক্রর শিরে আছ্‌ড়ে পড়ে শক্রকে ভাসিয়ে দিতে হবে। পাঠানের গর্ব্বকে বিকানীর সিংহাসনতলে নমিত করে দিতে হবে, তারে জানিয়ে দিতে হবে, —বিকানীরের প্রতি ধূলিকণাও যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ

“অপমান, অপমান, ঘোর অপমান—প্রকাশ্য দরবারে অপমান। এ যেন একটা প্রহেলিকার লীলা, যেন একটা স্বপ্নের বিভীষিকা! অতি দীন হীনের ন্যায় সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিলে। যার সহায়ে, যার ভরসায়, যার শক্তিতে শক্তিমান ছিলুম আমি, সেই ভগ্নীও কর্কশ বাক্যে আমায় তাড়িয়ে দিলে। এ অসম্ভব অস্বাভাবিক ব্যাপারের হেতু কি সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করা, না অন্য কিছু। কি জানি, সবই যেন একটা রহস্য-জালে আবৃত। এ রহস্য-জাল ছিন্ন করতে চাইনা, আমি শুধু এ অপমানের প্রতিশোধ চাই, নরকের গাঢ় অন্ধকারে বিকানীরকে ঘিরে ফেলবো, সয়তানের আর্ত্তনাদে বিকানীরকে কম্পিত করে দোবো, অত্যাচারের কষাঘাতে বিকানীরকে জর্জ্জরিত করবো, তবে এ ক্রোধের শান্তি হবে। যে স্বাধীনতার গর্ব্বে বিকানীর এত অহঙ্কৃত, এত উন্নত, বিকানীরের সেই স্বাধীনতা অপহরণ করবো। দেখাবো, মহীপতির ক্রোধ কি ভীষণ, তার প্রতিহিংসা কি নিষ্ঠুর, কি নির্ম্মম!”

সত্যই রাও মহীপতির নয়নদ্বয় প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া উঠিল, ক্রোধে ললাটের শিরা সকল স্ফীত হইল, মুখমণ্ডলে এক পৈশাচিক ভাব প্রকটিত হইল। রাজশ্যালকের চিন্তা-স্রোতে বাধা দানে পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল, "বন্দেগী রাজাসাহেব।"

চমকিত চিত্তে রাও দেখিলেন, পাঠান অনুচর আজাদ-আলি। বিষাদজড়িত স্বরে রাও বলিলেন, "রাজা? না আজাদ-আলি, আর আমি রাজা নই। এখন আমি বিকানীরের সামান্য প্রজা অপেক্ষাও হীন।"

"কিন্তু আমরা আপনাকেই রাজা বলে জানি।"

"তা যদি জান, তবে একটা কাজ কর আজাদ। আমি সেনাপতি সাহেবকে একখানা পত্র লিখে দিচ্ছি, তুমি সেখানা তাঁকে দেবে।"

"বেশ, দিন্।"

"অপেক্ষা কর, লিখে দিচ্ছি।" কক্ষেই লিখিবার সব সরঞ্জাম ছিল। মহীপতি লেখনী গ্রহণে পত্র লিখিতে লাগিলেন। যে কক্ষটীতে মহীপতি একাকী চিন্তা করিতেছিলেন, সেটী তাঁর গুপ্ত মন্ত্রণা কক্ষ। কক্ষে দুইটী দ্বার। একটী প্রকাশ্য, একটী অপ্রকাশ্য। মহীপতি যেস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহারই পশ্চাতে সেই গুপ্ত দ্বারটি অবস্থিত। দ্বারটি যে উন্মুক্ত আছে, তাহা চিন্তা-বিকৃত, প্রতিহিংসা-ক্ষিপ্ত মহীপতি বিস্মৃত হইয়া ছিলেন। পত্র লিখনান্তে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া, রাও পত্রখানি নিবিষ্টচিত্তে নীরবে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময়ে এক সশস্ত্র বীর পুরুষ অতি ধীরে, অতি নিঃশব্দে সেই মুক্ত গুপ্তদ্বার পথে আবির্ভূত হইলেন। মহীপতির দ্বারের অতি নিকটেই বসিয়াছিলেন। মহীপতির পত্রের উপরিভাগে বৃহৎ অক্ষরে লিখিত সম্বোধন বাক্যগুলি—আগত বীরের নয়নাকৃষ্ট করিল। মহীপতি আবৃত্তিতেই মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। তিনি

বীরের আগমন কিছু মাত্র জানিতে পারিলেননা। মহীপতি না পারিলেও আজাদ সে বীর পুরুষকে দেখিল, চিনিল। ভয় চকিত নয়নে শুষ্ক কম্পিত জড়িতকণ্ঠে সে ডাকিল, "রাজাসাহেব ?"

মহীপতি পত্র হইতে নয়ন ফিরাইবার পূর্ব্বেই সদ্য আগত পুরুষটী—সহসা আকর্ষণে মহীপতির হস্ত হইতে পত্রখানি গ্রহণ করিলেন। স্পন্দিতবক্ষে সভয়ে মহীপতি দেখিলেন, পত্র গ্রহণকারী স্বয়ং শিবাজী। মহীপতির সমস্ত দেহ তড়িতের গতিতে কাঁপিয়া—উঠিল। সংযত হৃদয়ে মহীপতি রূঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "কোন অধিকারে তুমি আমার পত্র বল পূর্ব্বক গ্রহণ কর শিবাজি ?"

সামান্য প্রজার নিকট বিকানীরের রাজা সে কৈফিয়ৎ প্রদানে বাধ্য নয়, নীরব থাকো মহীপতি।"

নিজের নিরস্ত্র অবস্থা ও বর্ত্তমানে শিবাজীর ক্ষমতা স্মরণে নিরুপায়ে রাও মহীপতি নীরবে রহিলেন। শিবাজীও নীরবে পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রে লিখিত ছিল,—

প্রবল প্রতাপান্বিত সেনাপতি নাসীর উদ্দান কবাচার :-

সন্ধিস্থাপনের জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। আমার বাক্য সত্য কি মিথ্যা, তাহা আপনার বিশ্বাসী অনুচর আজাদ আলিকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। শুধু তাই নয়, এই সন্ধির জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। আমার উপর সেনাপতি ও প্রজামণ্ডলী ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছে। যার জন্য এত চক্রান্ত, এত কৌশল অবলম্বন করিলাম, সেই আমার পরম শত্রু শিবাজী এখন বিকানীর সিংহাসনে। আর আমার কোন হাত নাই, কোন উপায়ও নাই। তবে একটা উপায় আছে, অদ্যই এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র আপনি যদি স্ব-সৈন্যে আসিয়া বিকানীর দুর্গের পশ্চিমদিক আক্রমণ করেন,

তবে সুনিশ্চয় দুর্গ অধিকৃত হইবে, কারণ দুর্গের পশ্চিম দিক অরক্ষিত, ভগ্ন, বিকানীর সৈন্যও অপ্রস্তুত, এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হইতে পারিবেও না। নিরাশার এই একমাত্র আশা, একমাত্র ভরসা। যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবেন, তবে আমার কোন অপরাধ নাই। আমার সেলাম জানিবেন। ইতি—

সাম্নুগত—

রাও মহীপতি

পত্র পাঠান্তে দন্তে দন্ত নিপীড়নে রাজা বলিলেন, "বাঃ, সুন্দর! চমৎকার! এবার আর পাঠানের স্বাক্ষর নাই। এবার রাজপুতের স্বাক্ষর, রাজ-শ্যালকের স্বাক্ষর। মহীপতি, এ স্বাক্ষর করতে তোমার হস্ত খসে গেলনা? অসাড় অবস হয়ে গেলনা? আশ্চর্য্য! তুমি কি রাজপুত? তুমি কি মানুষ? না, তুমি নরকের জীব, নরকের প্রেত প্রতিমুর্ত্তি। মানুষের হৃদয় এত নীচ হতে পারেনা। যে নিজের স্বাধীনতাধন বিধর্ম্মীর হস্তে তুলে দিতে পারে, তার জন্মস্থান রাজবারায় নয়। কে আছ?"

রাজ-আহ্বানে দুইজন সশস্ত্র রক্ষী প্রবেশ করিয়া সসম্মানে রাজাকে অভিবাদনপূর্ব্বক নীরবে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। শিবাজী রক্ষীদ্বয়কে লক্ষ্যে বলিলেন,"এই সয়তান দু'টোকে বন্দী করে কারাগারে নিয়ে যাও। বন্দী-মহীপতিকে ভূমে শায়িত করে আবদ্ধ করবে, যেন নড়তে না পারে। আর তার দেহের ঠিক উর্দ্ধে একখণ্ড প্রস্তর ঝুলিয়ে অনবরত দোলাবে, যাও। মহীপতি, এই তোমার দণ্ড নয়, কল্পনায় এখনও তোমার কঠোর দণ্ড আন্‌তে পারিনি। আগে যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করি, তারপর ভেবে চিন্তে তোমায় দণ্ড দোবো—যা দেখে বিশ্বাসঘাতকতার ছায়া কেউ মাড়াতে সাহস করবেনা।" শিবাজী

প্রস্থানোদ্যত হইলেন। আকুল ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন-কাতরকণ্ঠে আজাদ রাজার পথ রোধে বলিল, "রাজা, রাজা, আমি আজ্ঞাবহ গোলাম মাত্র, প্রাণে মারবেননা। দোহাই রাজা, এ ক্ষুদ্র মুষিকের উপর মেহেরবাণী করুন, রাজা।"

আজাদের করুণ কাতরবাক্যে, করুণহৃদয় রাজা বলিলেন, "দাও রক্ষী, এই সয়তান অনুচরটাকে ছেড়ে দাও। কিন্তু সাবধান পাঠান, বিকানীর নগরমধ্যে জীবনে আর প্রবেশ করোনা, ক'রলে প্রাণ হারাবে।"

আজাদকে পশ্চাতে ফেলিয়া শিবাজী প্রকাশ্য দ্বারের প্রতি অগ্রসর হইলেন। তথাপি আজাদআলি পশ্চাৎ হইতেই তাঁহার উদ্দেশ্যে দশটা সেলাম ঠুকিল। রাজা নয়নান্তরালে যাইলে, একটা সজোর নিঃশ্বাস ত্যাগে আজাদআলি বলিল, "বাবারে! প্রাণপাখী উড়ু উড়ু হয়েছিল আর কি। জরুর বড় জোর বরাত, তাই বেঁচে গেছি। বাবা, কি ভয়ানক জাত এ রাজপুতটা। মুখে যেন দপ্ দপ্ করে আগুন জ্বলে। ভয় ডর কিছু নেই, নিস্পরোয়া। বাঘের মত গর্জ্জে ওঠে, কথায় কথায় তড়াক্ করে খাপ্ থেকে তরোয়াল বের করে। জান খোয়াবে, তবু কথা খোয়াবে না। এ রকম আর দেখিনি, বোধ হয় আর নেইও। আচ্ছা, বন্দী রাজা সাহেব?— তুমি কি সত্যই রাজপুত? আমার তো বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয়না। আর যদিই আপনি রাজপুত হন, তাহলে--আপনাকে কেন যে এখনও জীবিত রেখেছেন, তাও তো বুঝতে পারিনা। বুঝিয়ে দিতে পারো রাজা?"

প্রজ্জ্বলিত ক্রোধে মহীপতি বলিলেন, "সাবধান পাঠান, বাক্য সংযত কর।"

"ও বাবা, পদ্ম গোখ্রোর চেয়েও হেলের বিষ যে বেশী দেখ্ছি।

বলি, এ তেজটা দেশের কল্যাণের জন্য, দেশের শত্রুর শিরে উদ্গীরন করলেনা কেন রাজা সাহেব?”

“বিশ্বাসঘাতক পাঠান! বন্দী না হলে এর উত্তর পদাঘাতে তোমায় দিতুম।”

“বিশ্বাসঘাতক পাঠান, না তোমরা? যদি বিশ্বাসঘাতক না হতে, তবে সাধ্য কি রাজা, সুদূর দেশ থেকে একটা বিদেশী বিধর্ম্মী তোমাদের সোনার ভারতে এসে তোমাদের শিরে পদাঘাত করে! পাঠান বিশ্বাস-ঘাতক, ঈর্ষান্বিত হতে পারে, কিন্তু সে ব্যক্তিগত—জাতিগত নয়। পাঠান—জাতির গৌরব চায়। শত সহস্র স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে দেখ দেখি রাজা! একটা সামান্য দরিদ্র পাঠানের নিকট হতে কেমন করে তার ঘরের খবর পাও? পাবেনা। যাতে জাতির অমঙ্গল, অপযশ, সে কাজ পাঠান ঘৃণা করে। বিশ্বাসঘাতক, জাতিদ্রোহী, দেশদ্রোহী মহীপতি? আমিই তোমায় পদাঘাত করি।”

সজোরে ভূমে পদাঘাত করিয়া আজাদআলি দ্রুত প্রস্থান করিল। নিস্ফল ক্রোধে রাও মহীপতি শুধু আজাদের গমন দিকে অগ্নি দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

“একি করলি ভবানি! বালুকণার ন্যায় বিপক্ষের অগণিত সৈন্যের নিশ্বাসেই মুষ্টিমেয় সৈন্য আমার উড়ে গেল। বিকানীর, জননী জন্মভূমি আমার, তোমায় আর রক্ষা করতে পারলুমনা। কি করবো

উপায় নাই। মুষ্টি শিথিল, দেহ অলস; অস্ত্রধারণেও শক্তি নাই। ওঃ, ভবানী!"

ক্লান্ত, আহত সেনাপতি বিক্রমসিংহ রণস্থলের রুধির-সিক্ত মৃত্তিকার উপরই বসিয়া পড়িলেন। এমন সময়ে সংযত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে কে ডাকিল, "সেনাপতি বিক্রমসিংহ?"

"কে ও—পাঠান সেনাপতি! কি বল্‌ছো সেনাপতি?"

"আর কেন বীর, এখনও অস্ত্র ত্যাগ কর, বিকানীর সিংহাসনে তোমায় বসাব।"

"স্বাধীনতার বিনিময়ে—পাঠানের নিকট করুণাপ্রাপ্ত বিকানীর সিংহাসন! ও কথা আর উচ্চারণ কোরোনা নাসিরুদ্দিন, শ্রবণেও মহাপাপ। পৃথিবীর বিনিময়েও সেনাপতি বিক্রমসিংহ দেশের স্বাধীনতা বিদেশীর করে বিক্রয় কর্‌বেনা।"

"বিকানীরের স্বাধীনতা তুমি বিক্রয় না কর্‌লেও আমার প্রতাপে বিকানীর সিংহাসন পাঠানের চরণে নত হ'য়ে পড়েছে। বিকানীরের আর একটিও সৈন্য নাই। বিকানীরের আশা-প্রদীপ একমাত্র তুমি, তাও নিভে যেতে বসেছ। তবে বৃথা কেন প্রাণ হারাবে সেনাপতি?"

"বৃথা নয় পাঠান, আমার মৃত্যুতে লক্ষ বীরের নিদ্রা ভঙ্গ হবে। লক্ষ বীর, লক্ষ বিকানীর-সন্তান, লক্ষ রমণী বিকানীরের স্বাধীনতাধন রক্ষার্থে ছুটে আসছে। হৃদয়-শোনিত ঢেলে দেবে, তবুও স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেবেনা। বিকানীর—বিকানীর সমুদ্রের মতন স্বাধীন, আকাশের মত উদার, সূর্য্যের মত উজ্জ্বল।"

"এখন তবে কি কর্‌তে চাও হিন্দুবীর?"

অসির উপরে ন্যস্ত দেহভারে উঠিয়া সেনাপতি বিক্রমসিংহ গর্ব্বিত কণ্ঠে বলিলেন, "কি করতে চাই তা আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছো? অভিমন্যুর মত রাজপুত—মাতৃগর্ভ থেকে রাজপুতের বীরত্ব কাহিনী শ্রবণ করে—

বীরত্বের পূজা, দেশের সেবা শিক্ষা করে—স্বাধীনতার ব্রত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারপর হৃদয়তন্ত্রী নিস্পন্দ না হওয়া পর্য্যন্ত রাজপুত সেই ব্রতই পালন করে। এস পাঠান, যুদ্ধ দান কর। আজ বিক্রম-সিংহের সব নীরব নিথর হয়ে যাক্।"

দেহের সমস্ত শক্তি বিনিয়োগে যেন ঐশী-শক্তি বলে আহত সেনাপতি বিক্রমসিংহ অমিত বিক্রমে পাঠান সেনাপতিকে আক্রমণ করিলেন। সে অলৌকিক পরাক্রম দর্শনে পাঠান সেনাপতি বিমুগ্ধ হইলেন। তীব্র উচ্ছাসে সেনাপতি বিক্রমসিংহের ক্ষতস্থান হইতে শোণিত ধারা ছুটিল। দেহ অবস, হস্ত অবসন্ন হইল, শিথিল মুষ্টি হইতে অসি দূরে নিপতিত হইল। দুর্ব্বল কম্পিত দেহ মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইল। ক্ষুদ্ধচিত্তে প্রশংসিত নয়নে পাঠান সেনাপতি বলিলেন, "ধন্য তুমি বীর! অদ্ভুত, অলৌকিক তোমার রণশিক্ষা। তুমি মুষ্টিমেয় সৈন্য-সহায়ে আমার বহু-সৈন্য ভূপতিত করেছ। তোমার আসন্ন হস্তের অসি প্রহারে আমার দৃঢ় মুষ্টিও শিথিল হ'য়ে গেছে।"

"আমার এ শোনিতদানেও যদি বিকানীরের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পার্‌তুম, তাহ'লে ইন্দ্র অপেক্ষা নিজেকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান কর্‌তুম। বিকানীর! তোকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌লুমনা, ক্ষমা করিস্—অক্ষম সন্তানকে ক্ষমা করিস্ জননী!"

"বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি বিক্রমসিংহ, ধন্য তোমার দেশভক্তি। তোমার এ দেশভক্তির এক কণিকা আমায় দাও, আমার জীবন ধন্য হোক্। বীরচূড়ামণি, তোমার এই অন্তিম সময়ে—তোমার বীরত্বের প্রভাবে, মহত্বের আদর্শে, দেশভক্তি ও মাতৃভক্তির মহিমার নিকট পরাজয় স্বীকার কর্‌লুম। আশীর্ব্বাদ কর সেনাপতি, যেন তোমার মত দেশভক্তি লাভ করি, যেন এমনি ভাবে দেশের জন্য, দেশের কার্য্যে, দেশ সেবায় প্রাণ বলি দিয়ে—দেশের মাটির উপর শুয়ে মরতে পারি।"

বীরেন্দ্র-কুল-কেতন সেনাপতি বিক্রমসিংহের তখন বাক্‌শক্তিও নাই, শুধু অস্ফুট-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বিকানীর! বিকানীর! জননী আ-মা-র—আঃ—"

শেষ কণ্ঠধ্বনি অশেষের রাজ্যে চলিয়া গেল। শ্রদ্ধানত হৃদয়ে পাঠান সেনাপতি নিজ অন্তরে বলিলেন, "শত ধন্য এই রাজপুত জাতি। জানিনা, কোন্ রাজ্যের উপাদানে কোন্ ধাতুতে খোদা এদের সৃজন করেছেন। এদের প্রত্যেক কার্য্যটি কীর্ত্তির এক একটা সোপান। এরা প্রস্তরের মত কঠিন, আবার কুসুমের মত কোমল। হিমালয়ের মত গাম্ভীর্য্যময়, আবার শিশুর মত হাস্যময়। এক এক সময়ে ইচ্ছা হয়, এদের নিকট বীরত্ব, মহত্ত্ব, রণ-কৌশল, আতিথেয়তা শিক্ষা করি। গুরু ব'লে, দেবতা ব'লে পূজা করি। জগৎকে যেন শিক্ষা দিতে খোদা এই রাজপুত জাতিকে নিজের গুণ গরিমায় ভূষিত করে মর্ত্তে পাঠিয়েছেন।"

সহসা সাগরোর্ম্মিসংঘাতকণ্ঠে রণস্থল বিকম্পনে ধ্বনিত হইল, "বিকানীর এখনও বীরশূন্য হয় নাই, আত্ম রক্ষা কর পাঠান সেনাপতি।"

বিক্রমসিংহের মৃতদেহ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া পাঠান সেনাপতি দেখিলেন, বিকানীর অধিশ্বর রাজা শিবাজী দণ্ডায়মান, পশ্চাতে তাঁর ক্ষুদ্র এক সৈন্যদল।

শ্লেষ হাস্যে সেনাপতি বলিলেন, "যেখানে জীবনের আশঙ্কা, শক্তির অল্পতা,—আত্মরক্ষা সেইখানেই প্রয়োজন। তোমার এই মুষ্টিমেয় সৈন্যদলকে পাঠান ভয় করেনা। আত্ম-রক্ষা দূরের কথা, পাঠানের শুদ্ধমাত্র পদ প্রহারে তারা মাটির সঙ্গে এক হ'য়ে যাবে।"

"যেখানে কার্য্যের অভাব, সেইখানেই অসার বাক্যের প্রাদুর্ভাব। বাক্যই কার্য্য নয় সেনাপতি। রাজপুত সৈন্যগণ, পাঠানকে আক্রমণ

কর, পাঠানের শোণিতে তোমাদের পিতৃসম-সেনাপতির তৃপ্তি সাধন কর—তর্পণ কর।”

জীমূতমন্দ্রে সেনাপতি বলিলেন, “পাঠান, পাঠান, রাজপুতকে আক্রমণ কর, রাজপুতের নাম লুপ্ত কর—ধ্বংস কর।”

উভয় সৈন্যদলে উন্মত্ত রণ বাধিল। রাজা নাসীরউদ্দিনকে আক্রমণে বলিলেন, “পাঠান! রাজপুতের বাহুর শক্তি সতেজ সুদৃঢ় কিনা দেখে যাও। যদি জীবিত থাক, তোমাদের স্বরাজ্যে গিয়ে গল্প করবে।”

তদ্রূপভাবে পাঠান সেনাপতিও বলিলেন, “আর তুমিও গর্ব্বিত রাজপুত, তুমিও আজ পাঠানের বাহুবলে যে কত হস্তীর বল, তা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝে নাও। স্থির জেন, পাঠানের শৃঙ্খলই তোমাদের কণ্ঠভূষণ হবে।”

উভয় বীরই উভয়কে বীরবলে আক্রমণ করিলেন। অসংখ্য পাঠানসৈন্যের আক্রমণে মুষ্টিমেয় রাজপুতসৈন্য একে একে ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। হাস্যমুখে রণশয্যায় অস্ত্র উপাধানে বীর রাজপুত-সৈন্যগণ শয়ন করিল, তথাপি একজনও পলায়ন বা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলনা। এক একটী রাজপুতসৈন্য তিন চারজন পাঠানের প্রাণ বিনিময়ে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিল, পঞ্চসহস্র রাজপুত প্রায় দ্বাদশসহস্র পাঠানসৈন্য সংহারে অন্তিম শয্যায় শয়ন করিল। যখন সব শেষ হইল, যখন সমস্ত রাজপুত সৈন্য বীর-ব্রত উদ্যাপনে অনন্তে চলিয়া গেল, তখন বিজয়ী পাঠানসৈন্য ভীমনাদে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য কৌতূহলে শিবাজী যেমন পশ্চাতে চাহিলেন, সেই অবসরে অব্যর্থ লক্ষ্যে পাঠান সেনাপতি শিবাজীর অস্ত্রধৃত হস্তে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। শিবাজীর অসি হস্তচ্যুত হইয়া দূরে নিপতিত হইল।

উচ্চকণ্ঠে সেনাপতি বলিয়া উঠিলেন, "সৈন্যগণ! রাজাকে বন্দী কর।"

সহসা জল-স্থল-ব্যোম কম্পিত করিয়া শত সাগর-গর্জ্জনতুল্য কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "আমি জীবিত থাক্‌তে, কার সাধ্য রাজার অঙ্গ স্পর্শ করে। আল্লার নাম স্মরণ কর পাঠান।"

স্তম্ভিত-বিস্ময়ে রাজা দেখিলেন—বাহিনীর সর্ব্বাগ্রে অশ্বপৃষ্ঠে বিকানীরের নির্ব্বাসিত সহকারী সেনাপতি রণেন্দ্রনারায়ণ! বিস্ময়াভূত রাজা বলিলেন, "একি! রণেন্দ্রনারায়ণ! তুমি!"

অগ্রসর হইয়া রণেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন "হাঁ রাজা, আমিই সেই হতভাগ্য। এখন বাক্যের প্রয়োজন নেই, অবসরও নেই।"

তড়িতগতিতে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া রাজার ভূ-নিপতিত অস্ত্রগ্রহণে রাজার হস্তে তাহা প্রদান পূর্ব্বক, শঙ্খ-নিনাদিতকণ্ঠে রণেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "এই নিন্ রাজা আপনার অস্ত্র, অস্ত্রের স্থান মৃত্তিকায় নয়, শত্রুর বক্ষে। অগ্রসর হোন্ রাজা, সমুদ্র প্রতাপে শত্রুর শিরে আছ্‌ড়ে পড়ে, তার গর্ব্বিত শির নত করে দিন, রাজপুতের বীরত্ব-গরিমালোকে বিকানীর উজ্জ্বল শ্রীধারণ করুক।"

চকিতে অশ্বারোহণে স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি লক্ষ্যে পূর্ব্ববৎকণ্ঠে রণেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "সৈন্যগণ! বীর জননীর সন্তানগণ! দেশ সেবকগণ! তোমাদের মাতৃস্তন্য পানের, জীবন ধারণের, মানবজন্মগ্রহণের সার্থকতা দেখাও। শত্রুসংহারে বীরের প্রতিষ্ঠা—অব্যয় অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন কর, জগতের বরেণ্য হও। কর—আক্রমণ কর, যায় যাক্ প্রাণ, থাকুক জননীর মান।"

সহস্র সহস্রকণ্ঠের "জয় ভবানীর জয়" রবে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিল। পশু পক্ষী শঙ্কায় ত্রাস্তে দূরে ছুটিল। হিন্দুমুসলমানে জীবন মরণ সংগ্রাম বাধিল। প্রহরণের ঘাত-প্রতিঘাতে ভূধর-বিস্ফাটনের

শব্দ সৃষ্টি করিল। বীরের ভীম ভৈরব গর্জ্জনে, আহতের শমন-হৃদয়-বিদারী কাতরধ্বনিতে বিশ্বের বুকে মহা কোলাহল তুলিল। বহুক্ষণ যুদ্ধ চলিল। রণশ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত, পিপাসার্ত্ত, দুর্ব্বল পাঠান-সৈন্যেরা, বলদীপ্ত রাজপুত সৈন্যের প্রবল প্রভঞ্জনসম আক্রমণবেগ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইলনা। সেনাপতি নাসীরউদ্দীন কাবাচার রাজার হস্তে বন্দী হইলেন। তদ্দৃষ্টে নিরাশ কাতর পাঠান সৈন্যেরা পলায়ন করিল। শমনের ক্ষুধা মিটিল, যুদ্ধ থামিল। রণেন্দ্রনারায়ণকে আলিঙ্গনে—আবেগ-কৃতজ্ঞতা-সিঞ্চিত, প্রীতিপ্রেম-সম্পূরিতকণ্ঠে রাজা বলিলেন, 'রণেন্দ্রনারায়ণ, আজ তুমি আমার প্রাণদান করলে, বিকানীরের মানরক্ষা করলে। তুমি প্রার্থনার অতীত, আশীর্ব্বাদের বহু দূরে। তোমার এ মহৎ কার্য্য বর্ণনায় ভাষা যে মূক হয়ে যায়!"

"বিনম্রকণ্ঠে রণেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "রাজার কার্য্যসাধনে প্রজা কখনও প্রসংশার্হ হতে পারেনা, সে যে তার কর্ত্তব্য। আর এ শুধু আমার কর্ত্তব্য নয়, আমার মায়ের আহ্বান—দেশের কার্য্য—আমার ধর্ম্ম—আমার মনুষ্যত্ব।"

"তুমি মানুষের উর্দ্ধস্তরে উঠেছ বীর। সার্থক তোমার অস্ত্রশিক্ষা, সফল তোমার জীবন, ধন্য তোমার মাতৃভক্তি। ঐ দেখ রণেন্দ্র-নারায়ণ, বিকানীরের রাজার শক্তি প্রতিহত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—বিকানীরের গৌরবস্তম্ভ চূর্ণ হয়ে ধরণী বক্ষে পতিত, বিকানীর আকাশের বীরত্ব-সূর্য্য কক্ষচ্যুত হয়ে ধুলায় লুণ্ঠিত। বিকানীর-আকাশে উড্ডীন হয়ে, দীপ্ত বীরত্ব-কিরণে বিকানীরকে আলোকিত করে ঐ দেখ, আদর্শ বীর বিক্রমসিংহ অজানা অজ্ঞাত রাজ্যে বিলীন হয়ে গেছে। বিকানীরের স্তম্ভ পুনরায় বিকানীর আকাশ-তলে দণ্ডায়মান যদি কেউ করতে পারে, সে একমাত্র তুমি। তোমার অস্ত্র চালনায় যে বিদ্যুৎ ঝলক্ দেখেছি, সে বিদ্যুৎ খেলা

বিক্রমসিংহের অস্ত্র ব্যতীত আর কারও অস্ত্রে কখনও দেখিনি। রণেন্দ্রনারায়ণ! বিক্রমসিংহের শূন্য স্থান পূর্ণ করে—এস বন্ধু, এস ভাই, এস সখা! দুজনায় মিলে একটা প্রবল শক্তির উদ্ভব করি; বংশের কলঙ্করাশি, মিথ্যা অপবাদ সে শক্তিচাপে গুঁড়িয়ে দিয়ে—একলক্ষ্যে, এক ধ্যানে, একপ্রাণে সাধনার পথে ছুটে যাই, এস!"

নবম পরিচ্ছেদ

প্রাসাদ-কারাগারে ভূ-শায়িত শৃঙ্খলাবদ্ধ মহীপতি। তাঁহার দেহের ঠিক উর্দ্ধে বৃহৎ একখণ্ড প্রস্তর দোদ্দুল্যমান। একজন প্রহরী রজ্জু সাহায্যে অবিরত প্রস্তরখণ্ড দুলাইতেছে। মহীপতির মনে হইল, ঐ রজ্জু ছিন্ন হইয়া প্রস্তরখণ্ড তাঁহার উপর বুঝি পতিত হয়। প্রতি পলে তিনি প্রস্তর পতনের আশঙ্কা করিতেছিলেন। এই অনির্ব্বাণ আশঙ্কায় তিনি ক্ষিপ্তবৎ বলিয়া উঠিলেন, "ঐ, ঐ পড়লো, দুলিয়োনা! এখুনি আমার ওপর পড়বে, দেহটা গুঁড়িয়ে দেবে। গেল—গেল, ঐ, ঐ, আবার দোলায়! দুলিয়োনা—দুলিয়োনা—সরিয়ে নাও! ও পাথর পড়লে আমি বাঁচবোনা—আমি বাঁচবোনা।"

"মৃত্যুকে এত ভয় মহীপতি!" বলিতে বলিতে এক দীর্ঘাকৃতি দিব্যকান্তি যুবক ধীর মন্থর গমনে কারাকক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রহরী স্বসম্মানে অভিবাদন করিল। মহীপতির মস্তক সঞ্চালনে

ফিরিয়া দেখিবারও উপায় ছিলনা, এমনি কৌশলে তাঁহার নড়িবার সামর্থ্যটুকুও বন্দী হইয়াছিল। ভীতি-কম্পিতকণ্ঠে মহীপতি জিজ্ঞাসা করিল, "কে—কে ডাকে?"

"আমি শিবাজী।"

"শিবাজী, শিবাজী, তোমার পায়ে পড়ি ও পাথর সরিয়ে নিতে বল, কখন ও পাথর পড়ে আমার দেহটাকে ধূলার মত গুঁড়িয়ে দেবে! সরিয়ে নিতে বল, সরিয়ে নিতে বল!"

"মহীপতি, এখন বুঝছ? রাজার সিংহাসনও ঐ রকম শূন্যে দুল্‌ছে। কখন যায়, কখন পড়ে, তার স্থিরতা নাই। তুমিও যেমন সর্ব্বদাই ভাব্‌ছো, কখন ঐ প্রস্তর—রজ্জু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমাকে গুঁড়িয়ে দেবে; রাজার চিন্তাও সেইরূপ, কখন শত্রু এসে রাজ্য নিয়ে, সিংহাসন নিয়ে প্রাণ সংহার করবে।

এখন জান্‌ছ, রাজার সিংহাসন কুসুমাবৃত নয়—কণ্টকাকীর্ণ? এখন দেখ্‌ছ, রাজার জীবনে সুখ শান্তি কিছু নেই, কেবল চিন্তা অশান্তি আশঙ্কা? রাজার একটুমাত্র ভুল—লক্ষ প্রজার অনিষ্ট সাধন করে, রাজা মৃত্যুকে নিয়ে রাজ্য করে। ঐ প্রস্তরখণ্ড অপেক্ষা শত সহস্র গুরুভার রাজা মস্তকে বহন করে—আর তুমি একটা প্রস্তর পতনের ভয়ে শঙ্কিত! এই দুর্ব্বল হৃদয় নিয়ে সিংহাসনে বসেছিলে?"

"ঠিক বলেছ শিবাজী, ভুল ভেঙ্গেছে। এখন বুঝেছি, সিংহাসনে সুখ নেই। আর সিংহাসন চাইবনা, আর শত প্রলোভনেও প্রলোভিত হয়ে নিজের সর্ব্বনাশ, বিকানীরের সর্ব্বনাশ ডেকে আনব না। বুঝেছি, তুমি বিধাতার নির্ব্বাচিত বিকানীরের রাজা। রাজার হৃদয় বিধাতা স্বতন্ত্র ধাতুতে গঠিত করেন। রাজা, রাজা, আর অপরাধ করব না, ভৃত্যের মত তোমার আদেশ

পালন করবো—দেবতা জ্ঞানে তোমার পূজা করবো—আমায় মুক্ত করে দাও রাজা !”

“মুক্তি দিতেই এসেছি মহীপতি। প্রহরি, বন্দীর বন্ধন মুক্ত করে দাও।”

প্রহরী তন্মুহূর্ত্তে রাজাজ্ঞা পালন করিল। মুক্ত মহীপতি বাষ্পাকুল কণ্ঠে বলিলেন, “মুক্তিদাতা ! করুণাবান ?”

বাধাদানে রাজা বলিলেন, “মুক্তিদাতা ? না মহীপতি, আমি তোমার মুক্তিদাতা নই, এই পত্রই তোমার মুক্তিদাতা। পাঠ কর তা হ'লেই বুঝবে—কে তোমার মুক্তিদাতা।”

শিবাজী একখানি পত্র মহীপতির হস্তে প্রদান করিলেন। বিস্ময়ে মহীপতি পত্র গ্রহণে দেখিলেন, রমণী হস্তাক্ষরে—পত্র শিরোনামে রাজার নাম লিখিত। অতিমাত্র আগ্রহে মহীপতি পত্র খানি পাঠ করিতে লাগিলেন,—

যমরূপী শত্রুজয়ী মহাধুরন্ধর মহাপরাক্রমশালী বিকানীর অধীশ্বর রাজা শিবাজী—

আমার ভ্রাতা রাও মহীপতি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে রাজ আদেশে কারাগারে বন্দী। অপরাধের তুলনায় শাস্তি অতি লঘু হয়েছে; তথাপিও সে আমার ভাই। স্নেহের আধার ভায়ের প্রতি ভগ্নীর স্নেহ মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় প্রবাহিত হয়, বাধা বিঘ্ন মানেনা। ভায়ের শত আব্দার, অত্যাচার, অপরাধ সে স্নেহের ধারায় ভেসে যায়। তাই রাজা, তার মুক্তি ভিক্ষায় এই প্রার্থনাপত্র লিখ্‌ছি। রাজা, বড় অভাগিনী, বড় দুঃখিনী আমি। এ সংসারে বিধবার ঐ একটী মাত্র ভাই ছাড়া আর কেউ নেই। সেই ভাই, যে ভাইকে পুত্রের স্নেহে লালন পালন করেছি, সেই ভাই বন্দী, শৃঙ্খলাবদ্ধ, প্রহরীবেষ্টিত, কদর্য্য আহারে তার উদর পুষ্ট, ভূমিতলে

সুখসিক্ত কোমল দেহ ন্যস্ত। রাজা, রাজা, আমার ভাইকে মুক্ত করে দাও রাজা, অন্তরের সহিত তোমায় আশীর্ব্বাদ করবো। আমার নয়নে অশ্রুর প্রবাহ, হৃদয়ে অনল স্রোত ছোটাতে যদি না চাও, তবে এই দীনা ভিখারিণীর—এ বিধবা রমণীর ভিক্ষা পূর্ণ করো রাজা। ইতি—

কাঙ্গালিণী

রাণী।

পত্র পাঠান্তে শিবাজী দেখিলেন, রাও নীরবে ভূমি-সংলগ্ন নয়নে কি চিন্তা করিতেছেন। রাজা তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেননা, প্রহরীর প্রতি দৃষ্টিপাতে কঠোরকণ্ঠে বলিলেন "প্রহরি, বন্দীর শৃঙ্খল আমার হস্তে পরাও।"

প্রহরী প্রথমে রাজ-আহ্বানে এক পদ অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু আদেশ যখন সম্পূর্ণভাবে শুনিল, তখন পূর্ব্বস্থানে সরিয়া আসিয়া নিশ্চল দেহে সত্রাস নয়নে রাজার প্রতি চাহিল। অধিকতর কঠোর বাক্যে রাজা বলিলেন, "নীরব নিশ্চল কেন? আদেশ পালন কর!"

অবাক-বিস্ময়ে প্রহরী বলিল, "কি আদেশ করছেন!"

"এতক্ষণ কি ঘুমিয়েছিলে নাকি! আমার কথা কাণে ঢোকে নি? আবার বল্‌ছি, ঐ শৃঙ্খল আমার হাতে পরিয়ে দাও। তবুও নীরব! অবাধ্যতার শাস্তি দোবো, নাও, পরাও!"

শঙ্কিত হৃদয়ে কম্পিত পদে প্রহরী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া রাজার হস্তে শৃঙ্খল পরাইয়া দিল। বিমুগ্ধ অন্তরে মহীপতি বলিল, "একি স্বর্গের ছবি, স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখাচ্ছ রাজা? মহাপাপী আমি, পাষাণ আমি, তবুও এ অতুলনীয় দৃশ্য আমার হৃদয় বিচলিত করে দিচ্ছে। রাজা, রাজা, আমি মুক্তি চাইনা, আমায় বন্দী কর।

"না, যাও মহীপতি।"

"তুমি এত সুন্দর, এত কোমল, এত মধুর, এত তোমার রূপ তা ত' এতদিন দেখিনি! দেবতা যে কত সুন্দর, কত মহান্ তা জানিনা, বুঝিনা। কিন্তু সেও বোধ হয় তোমার মত নয়। হে গরীয়ান্, মহীয়ান্, করুণার অবতার! অজ্ঞান অন্ধকে চক্ষু দিয়েছ যখন, তখন মার্জ্জনা কর।"

"মার্জ্জনা ঈশ্বরের কাছে চাও মহীপতি।"

"তুমিই আমার ঈশ্বর। করুণা কর, মার্জ্জনা কর দেবতা!"

সহসা দুইটী দেবী-প্রতিমারূপিণী রমণী কক্ষে দ্রুত প্রবেশ করিলেন, শিবাজীকে দেখিয়া উভয়েই নিরুদ্ধ গতিতে বিস্ময়ে দাঁড়াইলেন। রমণী দুইটীর একজন কিশোরী,—তিনি শিবাজীর প্রতি ক্ষণিক চাহিয়া নয়ন নত করিলেন। পদ্মসম গণ্ড দু'টীতে রক্ত-রেখা অঙ্কিত হইল। অপর রমণীটীর বদন আরক্তিম না হইলেও বিস্ময়চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, বিস্ময়ে রমণী বলিলেন, "একি দেখ্ছি! মহীপতি মুক্ত! রাজা বন্দী! এ কি দেখছি!"

সসম্মানে সম্ভ্রমপূর্ণকণ্ঠে শিবাজী বলিলেন, "মহীপতিকে মুক্ত করে দিয়েছি মহারাণী—তোমার নয়নাশ্রু মুছিয়েছি মা।"

"কিন্তু বিকানীরের ভাগ্য-বিধাতার হস্তে শৃঙ্খল পরালে, এমন শক্তিধর কে, তাতো বুঝতে পাচ্ছিনা!"

"কেউ পরায়নি মা, আমি নিজেই পরেছি।"

"কেন?"

"কেন? কেন তাকি বুঝতে পারছো না মা? বিকানীরের রাজা আমি, প্রজার পালন কর্ত্তা, শাসন কর্ত্তা আমি। তুল্য ওজনে প্রজাকে পালন এবং শাসন করা রাজার কর্ত্তব্য। অত্যাচারীর দণ্ড বিধান, তাকে দমন—রাজার প্রধান কর্ম্ম। রাজদণ্ডের নিকট সব সমান।

আত্মীয়-স্বজন, এমন কি পুত্রের উপরও সে দণ্ড পতিত হয়। যে রাজা অপত্য-স্নেহে সে দণ্ড প্রদানে কার্পণ্য করে, সে রাজা অধার্ম্মিক। অধার্ম্মিক রাজার পাপে প্রজা ধর্ম্ম হারায়—আচরণে রাজভক্তি হারায়। রাজার সিংহাসন দু'টো। একটা ধাতুগঠিত, অপর—প্রজার হৃদয়ে অবস্থিত। রাজা যদি কর্ত্তব্যচ্যুত হয়, প্রজার হৃদয়স্থিত সিংহাসন হারায়, সঙ্গে সঙ্গে প্রজার অভিসম্পাতের অগ্নিতে ধাতু-সিংহাসনও গলে যায়। রাজদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে যদি কেউ সহায়তা বা মুক্ত করে দেয়, তাহলে রাজদণ্ড ভীষণভাবে, ভীষণ তেজে তারই মস্তকে আপতিত হয়। আমি সেই অপরাধে অপরাধী; আমার দণ্ডদাতা বিকানীরে কেউ নেই। পাছে রাজার পাপে বিকানীরের অমঙ্গল হয়, তাই আমি স্বেচ্ছায় নিজের দণ্ড নিজে নিয়েছি।"

"শিবাজি! এখনও তোমায় ঠিক চিন্‌তে পারলুমনা। যতই তোমাকে দেখি, ততই তোমার উজ্জল মূর্ত্তি আরও উজ্জল হয়ে আমার নয়নে উদ্ভাসিত হয়। যতই তোমার কার্য্য দেখি, ততই মনে হয়, যেন বিবেকের, ধর্ম্মের প্রতিনিধি তুমি—প্রতিমূর্ত্তি তুমি। আমার হৃদয়ের কোণে যে দুর্ব্বলতা ছিল, আজ তোমার এই মহান্ আদর্শে সে দুর্ব্বলতা বিদূরিত হয়েছে। যে অন্ধকারটুকু পুঞ্জীকৃত ছিল, তোমার উজ্জ্বল স্বর্গীয় স্নিগ্ধ আলোকে তা ঘুচে গেছে। রক্ষি, এই বন্দীর প্রাণদণ্ড! একে বধ্যভুমিতে নিয়ে যাও, আর রাজার শৃঙ্খল মুক্ত করে দাও।"

ব্যথাময়কণ্ঠে শিবাজী বলিলেন, "না মহারাণী, এক অভাগিনী বিধবার হৃদয় মরুভূমি করে, চির-অশ্রুজলে তাকে ভাসিয়ে, তার পাঁজর ধসিয়ে দিয়ে, তার একমাত্র অবলম্বন ঘুচিয়ে আমি মুক্তি চাইনা—মুক্তি পেলেও সুখী হব না। তোমার বিরস বদন, অশ্রুপূর্ণ নয়ন আমায় সুখী হতে দেবেনা।"

"একের দণ্ড অপরের উপর অর্পিত হয়না। আমি হাস্যমুখে এ দণ্ড প্রদান কচ্ছি।"

ব্যথিতকণ্ঠে মহীপতি ডাকিলেন, "ভগ্নি!"

গর্জ্জিতকণ্ঠে রাণী বলিলেন, "চুপ্! হৃদয় আমার অটল, বাক্য আমার অচল। তোমার শত কাতরোক্তি—বক্ষ-প্লাবিত অশ্রুজল এ হৃদয়কে আর গলিত করতে পারবেনা—যাও।"

"না ভগিনী, তা বলিনি। তবে—"

"তবে ক্ষমা? না, নেই। যাও রক্ষী, বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও।"

কিশোরীটী স্বর্ণ মূর্ত্তিটীর মত নিশ্চল হইয়া এতক্ষণ এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন; এইবার অগ্রসর হইয়া রাণীর মুখ প্রতি করুণাঙ্কিত নয়নদ্বয় স্থাপনে বলিলেন, "মাতুলকে এবারকার মত মার্জ্জনা কর মা!"

রোষস্ফুরিত নয়নে, অগ্নিময় বাক্যে রাণী বলিলেন, "ইন্দুজা! স্মরণ রেখ—কে তুমি, কার কন্যা তুমি। যাও রক্ষী, আমার আদেশ প্রতিপালন কর।"

রাণীর দৃঢ়, দীপ্ত সতেজ কণ্ঠস্বরে রাজনন্দিনী বুঝিলেন, অনুরোধ উপরোধে এখন আর কোন ফলই প্রসব করিবেনা। রাজকন্যা নীরব হইলেন। মহীপতি জ্বালাময় কণ্ঠে বলিল, "আমার মহাপাপের এই উপযুক্ত দণ্ড। তবে শোন রাজা। মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে আমার রহস্যাবৃত পাপকাহিনী বলে যাই শোন।"

মহীপতি তাহার গুপ্ত রহস্য, সয়তান-চক্র একে একে সমস্তই বলিল। কৌশলে সেতু লুকান হইতে, পাঠানের সহিত ষড়যন্ত্র পর্য্যন্ত সমুদয় ঘটনা, কিছুই গোপন করিলনা। অকপটে সবই প্রকাশ করিয়া অনুতাপ-কাতরস্বরে বলিল, "রাজা, রাজা, বড় পাপী আমি, বড় তাপী আমি। দেবতা! তুমি ক্ষমা কর আমায়! পদধূলিদানে ধন্য কর আমায়!"

ক্রোধ-নিষ্পেষিত-দন্তে রাণী বলিলেন, "এত বড় পাষণ্ড, এত বড় সয়তান, মানুষের আকারের ভিতর লুকিয়ে থাকে, আশ্চর্য্য! মহীপতি, তোমার মুখদর্শনেও পাপ। আর অধিকক্ষণ তুমি পৃথিবীতে জীবিত থাকলে পৃথিবী তোমার পাপভারে ধসে সমুদ্রের জলে আত্ম-গোপন করবে। যাও রক্ষী, অবিলম্বে বন্দীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও!"

নতশিরে, নির্ব্বাকে রক্ষী মহারাণীর আদেশ পালন করিল। করুণ কণ্ঠে শিবাজী বলিলেন, "একি করলে মহিমময়ী জননী, একি ভীষণ দণ্ড দিলে মহারাণি?"

"দেশদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী, রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের যা দণ্ড, তাই প্রদান করেছি। রাজদণ্ড—রাজদণ্ড। তাতে স্নেহ নাই, মমতা নাই, কঠোর—কঠিন—শমনের চেয়েও নির্ম্মম সে। শিবাজী! আজ তুমি আমায় শিক্ষা দিলে, বিকানীরকে শিক্ষা দিলে, জগতের বক্ষে নব আদর্শ-ধরলে। তোমায় আর কি উপহার দেবো বৎস, আর তো তোমায় দেবার মত কিছু নাই,—সিংহাসন তোমার, রাজ্য তোমার, বিকানীর তোমার, আর আজ থেকে—

আমার 'ইন্দুজা' তোমার।

সমাপ্ত